রিচার্ড দি থার্ড

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা — ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৮

মুদ্রাকর :
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৯

ভূমিকা

মহাকবির লেখা ট্রাজেডী, কমেডী এবং ট্রাজি-কমেডীর পরে তাঁর ক্রনিকেল বা ঐতিহাসিক নাটকগুলির কথা আসে। এইগুলির মধ্যে কিং জন, চতুর্থ হেনরী, ষষ্ঠ হেনরী, পঞ্চম হেনরী, দ্বিতীয় রিচার্ড, তৃতীয় রিচার্ড প্রভৃতি আমরা দেখতে পাই। কোন কোন সমালোচকের মতে, ইংলণ্ডের একজন সার্বভৌম নরপতির তিনি এগুলিতে সন্ধান করেছিলেন; আবার কেউ কেউ বা একে রাজমহিমার দর্শনের গবেষণাও বলে থাকেন। এবং এই দর্শনের ভিত্তি হল পাপের প্রতিফল। 'পাপের বেতন যে মৃত্যু এবং ধ্বংস' এই বাইবেলোক্ত প্রবচনটিও এখানে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইয়র্ক এবং ল্যাঙ্কেস্টার এই দুটি রাজবংশকে এই জন্যই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। 'গোলাপের গৃহযুদ্ধ' এই দুই বিবাদমান রাজবংশেরই কীর্তি। রাজরক্তই এতে শুধু ঝরে নি, মানুষও যে রাজবংশের এই দীর্ঘদিনব্যাপী সমরের ফলে অত্যাচারিত, নিগৃহিত—মহাকবি তারও সর্বাত্মক ছবি এঁকেছেন। এই নাটকগুলির মধ্যে, তৃতীয় রিচার্ডের আসন সবার আগে। এটি ঐতিহাসিক ট্রাজেডী হিসাবে সেরা, আবার মহাকাব্য হিসাবেও এর জুড়ি মেলা ভার। মহাকাব্যের সর্বাত্মকতা এর কাহিনীর ঐক্যে, নায়ক-কেন্দ্রীক ঘটনার প্রকাশ দেখা যায়। তৃতীয় রিচার্ড একটি কুৎসিৎ চরিত্র—তিনি ভিলেইন; কিন্তু সেই মধ্যযুগীয় রাজকীয় গৃহযুদ্ধের পরিবেশে কুটনীতি আর শাঠ্য আর ঘাতকের খড়্গই তো চরম রাজনীতি। সেইযুগে তৃতীয় রিচার্ড যদি কু-নায়ক হন তো, তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁরাও কম নন। রিভার্স, ভগহান, স্ট্যানলে, ক্যাটস্‌বী—এঁরাও বা কম কিসে? তবে রিচার্ডের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মাত্র। তাঁর বীরত্ব এঁদের যেমন নেই; তাঁর সেই মহাপাপের দর্শনের ভাগীদারও এরা

হতে পারলেন না। এরা শুধু তাঁর সেই বিরাট পাপ-অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য মাত্র হয়েছেন। রিচার্ডের তুলনা নেই। তিনিই নাটকের নায়ক, তাঁর মহিমা অঙ্কের পর অঙ্কে বিঘোষিত। পঞ্চম অঙ্কে তাঁর মহিমা অন্তর্হিত হলেও ট্রাজেডীমাখা আর এক মহিমা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তিনি যে বীর, তা সেখানে পরিস্ফুট। তিনি যে কঠোর হাতে রাজ্যের বলগা ধরতে পারেন, তিনি যে সার্বভৌম রাজার আদর্শের কাছাকাছি—সেকথাও আমরা বুঝতে পারি। তাঁর সৈন্যগণের প্রতি উৎসাহ দানে রাজার মহিমা, জনসাধারণের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে, কিন্তু সেখানে যে অনুপ্রেরণা, তা তো রিচমণ্ডের জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় মেলে না। অথচ রিচমণ্ড তো গৃহযুদ্ধের অবসান-কারী শান্তি প্রতিষ্ঠাতা। আমরা রণক্ষেত্রে তাঁর শেষ চিৎকার যখন শুনি, যখন তিনি বলে উঠেন,—

অশ্ব, অশ্ব—রাজ্যের বিনিময়ে একটি অশ্ব—

তখন ঐ ক্রুর, নিষ্ঠুর, কূটরাজনীতিজ্ঞ রাজার প্রতি আমাদের সমবেদনা ঘনিয়ে আসে। তিনি যে মানুষ, তিনি যে বীর, সেকথা বার বার মনে হয়। তাই তৃতীয় রিচার্ড শুধু মহাকবির রাজনীতিক গবেষণা নয়, শুধু তাঁর সার্বভৌম রাজশক্তির সন্ধানের আলোচনাই নয়, এটি মহৎ সাহিত্য হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় রিচার্ড বাংলা নাটকের বহু নিষ্ঠুর চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু রিচার্ডের মহত্ত্ব সে আমদানি করতে পারে নি। কেননা, রিচার্ডের চরিত্র মহাকবির কলমেই সম্ভব। অনুকরণকারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া রিচার্ড যে মাটির ফসল, তার কলম এখানে এনে বাঁধা চলে না। তাই কলমবাঁধা হলেও রিচার্ডের আদল আমরা পাইনি। অথচ রিচার্ডকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জানা দরকার। সেইজন্যেই রিচার্ডের এই কাহিনী-সম্বলিত নাটকখানির এই রূপটি উপহার দেওয়া হল। আশা করি, গৌড়জনের তা ভালই লাগবে।

—অশোক গুহ

পাত্র-পাত্রীগণ

চতুর্থ এডওয়ার্ড—রাজা। তিনি শত্রুদের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মারা গেলেন।

যুবরাজ এডওয়ার্ড—ইনি এডওয়ার্ডের পুত্র। পঞ্চম এডওয়ার্ডরূপে অভিষিক্ত হবার আগেই ভ্রাতাসহ টাওয়ারে নিহত হন।

ক্লারেন্স—ক্লারেন্সের ডিউক, তৃতীয় রিচার্ডের ভ্রাতা। তাঁরই ষড়যন্ত্রে মৃত।

রিচার্ড—গ্লস্টারের ডিউক। পরে তৃতীয় রিচার্ডরূপে সিংহাসনে বসেন। ইনিই এই নাটকের নায়ক।

কার্ডিনাল—ক্যান্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক।

হেনরী—রিচমণ্ডের আর্ল। রিচমণ্ড নামেই পরিচিত। ইনি রিচার্ডকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সপ্তম হেনরীরূপে সিংহাসনে বসেন।

বিশপ—এলির বিশপ।

বাকিংহাম—বাকিংহামের ডিউক। রিচার্ডের সমর্থক, পরে রিচার্ড কর্তৃক নিহত।

নরফোক, সারে। } রিচার্ডের সমর্থক অভিজাতগণ!

রিভার্স—এওয়ার্ডের রাণী এলিজাবেথের ভ্রাতা।

গ্রে—এডওয়ার্ডের রাণী এলিজাবেথের প্রথম পক্ষের পুত্র।

ডরসেট—রাণী এলিজাবেথের গর্ভে এডওয়ার্ডের ঔরসজাত পুত্র

ভগহান—এলিজাবেথের হিতৈষী।

হেষ্টিংস—তৃতীয় রিচার্ডের বন্ধু। রিচার্ড দ্বারা নিহত।

স্ট্যানলে—রিচমণ্ডের সমর্থক।

ব্রাকেনবেরী—টাওয়ারের অধ্যক্ষ।

টাইরেল—ঘাতকদের পরিচালক, একজন অসন্তুষ্ট প্রজা।

র‍্যাটক্লিফ—রিচার্ডের অনুচর।

ক্যাটস্‌বী—ঐ

লভেল—ঐ

উর্স্‌উইক—একজন পাদ্রী।

পৌর প্রধান

এলিজাবেথ—ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাণী।

মার্গারেট—ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা পত্নী।

মার্গারেট প্লান্টাজেনেট—ক্লারেন্সের কন্যা।

লেডী য়্যান—ষষ্ঠ হেনরীর পুত্র এডওয়ার্ডের বিধবা। পরে তৃতীয় রিচার্ডের পত্নী।

ডাচেস্‌—তৃতীয় রিচার্ড এবং চতুর্থ এডওয়ার্ডের মাতা।

শেরিফ, আত্মাগণ, সম্ভ্রান্তগণ, নাগরিকগণ, ঘাতকদ্বয়, সৈনিকগণ।

সংযোগস্থল—ইংলণ্ড।

সূচনা

এ নাটক আজ থেকে তিনশো বছর আগে লেখা হয়েছিল। তিনশো বছর ধরেই এই নাটকের অভিনয় দেখছে ইংলণ্ডের মানুষ, পড়ছে, আবৃত্তি করছে আপন মনে—আর তাকে নিজের প্রিয় ট্রাজেডী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই নাটকের বিষয়বস্তুর ভয়ংকরতা তার এই জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ নয়! মহাকবি এই নাটকে আখ্যানভাগের বাধুনিতে, নায়ককে কেন্দ্র করে নাটকীয় ঘটনার আবর্তনে এক অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যা একমাত্র মহাকবিতেই সম্ভব এবং মহাকবিতেও বহুসময়ে দুর্লভ।

তৃতীয় রিচার্ড এ-নাটকের মুখ্য পুরুষ, তাঁকে জানতে পারলে নাটকটিকেও আমরা জানতে পারি; কিন্তু রিচার্ডকে জানা তো সহজ নয়।

সমুদ্রের রহস্য হয়তো জানা যায়, হয়তো জানা যায় স্ত্রী-কুলের রহস্যময়ী চরিত্র। এমন কি রাজচরিত্রও হয়তো দুর্জ্ঞেয়ও নয়! কিন্তু রাজা যদি হন তৃতীয় রিচার্ড-এর মতো—তিনি চির-জটিল, চির-দুর্জ্ঞেয় হয়েই থাকবেন।

মহাকবির সমালোচকেরা তৃতীয় রিচার্ড সম্পর্কে এই মর্মেই রায় দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, তৃতীয় রিচার্ডের চরিত্র অসঙ্গতিতে ভরতি। তাঁরা তারপরে রিচার্ডকে কাপুরুষ, রাক্ষস, শয়তান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁর মনের উন্নত দিকটিও দেখিয়েছেন। সেই দিকেও রিচার্ড নায়কোচিত গুণের অধিকারী। তিনি হীনচেতা হলেও কোথাও কোথাও তিনি মহত্ত্বের দাবিও করেন। এবং সে

দাবি অনুসারে তাঁর প্রাপ্য ভাগটুকু তাঁকে দিতেও হয়। এই সব সমালোচক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকান নি। তাই রিচার্ড তাঁদের কাছে হুঁচোট-পাথর, তাদের বুদ্ধির শান-পাথর নয়।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে রিচার্ডকে আমরা হয়তো বুঝতে পারি। রিচার্ড রাজা, যখন রাজার একচ্ছত্রতাই চালু, যখন রাজাই প্রজার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা 'একমেবা দ্বিতীয়ম', তখনকার ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড। কিন্তু রাজরক্তের দুর্বল ওয়ারিশ তিনি নন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, অনমনীয় তার ইচ্ছাশক্তি, বীরত্বেও তিনি অদ্বিতীয়। সকলের তিনি শীর্ষদেশে, তাই তিনি রাজা, একচ্ছত্র রাজা। তিনিই নায়ক। মার্লোর টেমবুরলেইন ডক্টর ফস্টাস-এর মতোই তিনি নায়ক। তাঁর তুলনায় তাঁর শত্রুরা আর বন্ধুরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তবে যাকে সবাই বলে নৈতিক চরিত্র, সেদিক থেকে তিনি হীন। রক্তস্রোতে ভাসান দিয়ে তিনি এসে উত্তীর্ণ হয়েছেন সিংহাসনে, দশটি হত্যার পাপভাগী হয়ে তিনি মারাও গেলেন। তাঁর তুলনায় ম্যাকবেথ তো পাপের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ মাত্র, শিশুও তাঁকে বলা যায়। তিনি পাপকে সোপান করে ধাপে ধাপে উঠেছেন, এমন ওঠা আর কোনো সেক্সপীয়র-চরিত্র উঠতে পারে নি।

ইতিহাসের রিচার্ড হয়তো এমন নন, কিন্তু নাটকের রিচার্ড আর ইতিহাসের রিচার্ড মনের দিক থেকে এক এবং অভিন্ন। হত্যা তাঁর বিলাস। হত্যা তার একমাত্র কর্তব্য। যে তার পথের বাধা হবে, তাঁকেই লুটিয়ে পড়তে হবে। হত্যা তাঁর কাছে সহজ, স্বচ্ছন্দ কাজ। হত্যাই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছে। অথচ এই রিচার্ডই একসময়ে ছিলেন উত্তর ইংলণ্ডের সুশাসক। এই রিচার্ডই গ্লস্টারের হিসেবে প্রজার মন পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজসিংহাসনের লিপ্সায় তিনি আদর্শচ্যুত হলেন; তিনি হলেন নরঘাতক।

আমরা তো ভাবতেও পারিনে। নাটকের ঘটনা এক অবিশ্বাস্য গতিতে নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। রিচার্ড রাজাকে হত্যা করেছেন, রাজার বিধবা পত্নী পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি নিষ্করুন, নির্দয়। তাঁর উচ্চাভিলাষের পথে এই মনই তো মানানসই, সেখানে নেই আবেগ। সেখানে নিরুত্তাপ দৃঢ়সংকল্প, আর অনমনীয়তা একসঙ্গে ঠাই নিয়েছে। তাই রিচার্ড ভয়ংকর। সাহিত্যের কুপুরুষ বা ভিলেনদের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয়। আর সেই অদ্বিতীয় চরিত্র এঁকেছেন মহাকবি।

কিন্তু রিচার্ড মহা ভয়ংকর, মহাপাপী হলেও তার আশে-পাশের চরিত্রগুলিও তো মহান নয়। এডওয়ার্ড নন, রিভার্স নন, গ্রে নন, ভগবান নয়, বাকিংহাম বা ঐ হেষ্টিংসও নন। ঐ যে ভণ্ড রাজনীতিজ্ঞ স্টাসলে তার উপরেই বা কি কিছুটা সৎগুণের চূণকাম করা চলে? অথবা রিচার্ডের দাস ক্যাটস্‌বীকেই বা কি সেই চূণকামের চিটে ফোঁটা লেপা চলে?

চলে না, তাইত রিচার্ড দি থার্ড মহা ট্রাজেডী, আর সেই ট্রাজেডীর একমাত্র নায়ক রিচার্ড। নিয়তির চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্যে তাই তাঁর এই প্রচেষ্টা। তৃতীয় রিচার্ড পড়লে বা অভিনয় দেখলে আমরা এই নির্দয়তার স্রোতে ভেসে যাই। তরুণ রাজ কুমাররা হত হলেন, রাণী পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। "নিয়তি" তার ভয়ানক পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলল।

রিচার্ড সেই নিয়তির শামিল হলেন, চার অঙ্ক জুড়ে রিচার্ড নিষ্ঠুর হলেও মহান, কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে তাঁর সে নিয়তি তাঁকে পেড়ে ফেললে, কিন্তু সেখানেও রিচার্ডের নায়কোচিত গুণ, তাঁর বীরত্ব পরিস্ফুট হল। মহাকবি তাঁকে বিকশিত করে তুললেন।

আমাদের দামামা তো পারবে না
আমাদের আত্মাকে ভীত করতে;
বিবেক তো ভীরুর বুলি।

শক্তিশালীকে ভয়ার্ত
করবার জন্যই তার সৃষ্টি
আমাদের বাহুই বিবেকের তরবারী।

অথবা

রিচার্ড যেখানে যুদ্ধের উন্মাদনা সঞ্চার করে দিচ্ছেন তাঁর সৈন্যদলে,—

চুপ, চুপ!
ওদের দামামা শুনছি!
যুদ্ধ কর ইংলণ্ডের মানুষ!
যুদ্ধ কর আমার
সাহসী প্রজা
হে তীরন্দাজগণ, তোমাদের জ্যা
আকর্ষণ কর আকর্ণ;
তোমাদের গর্বিত অশ্বকে তাড়না কর
চল, চল রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে।

রিচার্ড এখানে কবির লেখনীতে মহান হয়ে উঠেছেন। এ মহত্ত্ব তো শুধু বিমূর্ত্ত মানবিক বৃত্তি নয়, এ মহত্ত্ব কার্যক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। এই মহত্ত্ব প্রকাশ করে মহাকবি তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতবাদকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মহাকবির যুগ সার্বভৌম নরপতির যুগ। সেই সার্বভৌম নরপতি মধ্যযুগের অন্ধকারে মেলে নি, মধ্যযুগের আলোতে মেলে। কিন্তু সমকাল নিয়ে নাটক লেখা সম্ভব নয় বলে, তিনি অতীতের ইতিহাসে সেই নরপতির সন্ধান করেছেন। মহাকবি ক্রোনিকেল বা ঐতিহাসিক নাট্যসম্ভারে দেখাতে চেয়েছেন, একজন শক্তিশালী শাসক চাই। যিনি দরবারের ষড়য
তখন রিপাব্লিকের স্বপ্ন স্বপ্ন
এসেছে মহত্ত্ব বিকাশের সং

তিনি এর মধ্যে নানা বাণিজ্যচুক্তিতে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলছেন। মহাকবি সেকথা উল্লেখ করেননি, তিনি হয়তো তা জানতেনও না। জানলেও তা ব্যবহারে তিনি বোধ হয় কুণ্ঠিত। তিনি অরাজকতার মধ্যে চাইছেন একচ্ছত্র শাসক। সেই শাসকের খোঁজ শুরু হয়েছে তাঁর ঐতিহাসিক পালায়। তিনি চাইছেন সামন্ততন্ত্রের অরাজকতা দূর করতে। তিনি আর কিছু চাইছেন না।

কোনো কোনো সমালোচক একে রাজনীতিক তর্ক-বিতর্কের বিষয় হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা মহাকবি যা ভাবেন নি, তারও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে ছিন্নভিন্ন সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছেন মহাকবি, কিন্তু রিচার্ডকে এই চোখ দিয়ে সবাই দেখেন না। তাই একে নাটক-হিসেবে একখানি মহৎ সৃষ্টিই আমরা বলি। মহাকবির উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌম এক মহান আধিপত্যের সন্ধান, আর সেই সন্ধানেই তিনি বিগত যুগের ইতিহাস হাতড়ে বেড়িয়েছিলেন।

মহাকবির সেই সন্ধানের একটি ফল তৃতীয় রিচার্ড। আরো ফল আছে, দ্বিতীয় রিচার্ড এবং হেনরী বংশের কুলজী তাদের বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান নাটকে তৃতীয় রিচার্ডকে তিনি মহান করে তুলেছেন, আবার তাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সাবভৌম রাজার কল্পনার আংশিক শর্ত পূর্ণ করলেও রিচার্ড সে-রাজা নন। তাই যে পাপ রিচার্ড করেন নি, তারও তিনি তাকে ভাগী করেছেন। তৃতীয় রিচার্ড তাঁর লেখনীতে ঘৃন্যতম রাজা। তাঁর সমস্ত জীবন রক্তলিপ্ত। তাঁর কলঙ্ক-মসীর তুলনা মেলা ভার।

মহাকবির এই নিন্দনে তাঁর নিজস্ব রাজনীতিক মতবাদ ফুটে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন, পাপ যে ক্ষমতার মূলে, সে ক্ষমতার মূল নেই। সে মূলহীন মহা-মহীরুহ। সে মহীরুহ এক প্রবল বাত্যায় লুটিয়ে পড়ে! রিচার্ড ক্ষমতা পেলেন সত্য, কিন্তু অরাজকতা সেখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। রিচার্ড মহাকবির আদর্শ রাজা নন, আদর্শ তিনি হতে পারেন না। তবে আদর্শ কে?

সেই আদর্শের সন্ধানই তিনি করে চলেছেন সারা ঐতিহাসিক নাট্যসম্ভারে। নাটকে বিগত দিন সোনার দিন, বিগত যুগ স্বর্ণযুগ—এই তো মানুষের ধারণা। তাঁর জন্যে মানুষ হা-হুতাশ করে। সেই হা-হুতাশের আর্তনাদকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন মহাকবি। তিনি দেখিয়েছেন, সেদিন. বর্বর বিভৎসতাভরা; জনপ্রিয় হবার সাধ সেখানে রাজার নেই। রিচার্ডের জনপ্রিয় কার্যাবলীর তাই তিনি উল্লেখমাত্র করেন নি। আজকের ইংলণ্ডও রাজতন্ত্র, কিন্তু রাজতন্ত্রের পেছনে আছে জনগণের সমর্থন। জনগণতন্ত্র না হোক, সে রাজগণতন্ত্র তো বটেই। তাই মার্কস্ প্রভৃতি মণীষী এইখানে সমাজতন্ত্রের প্রথম বিকাশের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই আজকের ইংলণ্ডের মানুষ রিচার্ডের মতো রাজার কল্পনা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন ইংলণ্ডেরই রাজা। হত্যা ছিল সে যুগে শাসকের চণ্ডনীতির প্রধানতম অস্ত্র। রোমান সম্রাটরা যেমন বলতেন,

ঐ হৃষ্টপুষ্ট নাগরিককে হত্যা কর!
তেমনি বলতেন ইংলণ্ডের রাজারা,
ওর শির লও! কোতল কর!

রিচার্ড সেই রাজাদের একজন।

কিন্তু তাঁর নিয়তি কি তাও মহাকবি দেখিয়েছেন। বসওয়ার্থের রণক্ষেত্রে তিনি প্রাণ দিলেন। হতাশা এল, সর্বনাশ এল, কিন্তু অনুতপ্ত হলেন না তৃতীয় রিচার্ড। মহাকবি এমন করেই এক ভয়ংকর ট্রাজেডীর যবনিকা ফেলে দিলেন।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

মহানগরী লণ্ডন।

আজকের লণ্ডন তো নয়, এখন পথে পথে হুস হুস করে ছোটে ওমনিবাস। কল-কারখানার ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিশে অন্ধকার সৃষ্টি করে। এখানে-ওখানে টিউব স্টেশন। পথে পথে কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়।

না, আজকের লণ্ডন নয়। এ-লণ্ডনে গলি-ঘুঁজি, অপ্রশস্ত পথ, যান-বাহনের মধ্যে নেই মোটর, বাস, এমন কি হ্যান্সম, হ্যাকনি-কোচ্। এ লণ্ডনে মানুষ চলে পায়ে হেঁটে। সম্ভ্রান্তরা চলেন রথে, আর রাজাও তাই। আজকের লণ্ডনের সঙ্গে তাঁর মিল শুধু ঋতু-বদলে। শুধু ঘনঘোর কুয়াশায় আর ঝিরি ঝিরি ঝরণে। আর-কোনো মিল নেই। সে মধ্যযুগের লণ্ডন।

এই লণ্ডনেই আমরা এলাম।

গ্লস্টারের ডিউক চলেছেন রথে।

রঙ্গমঞ্চে রথ তো দেখানো যায় না। তখন যেতনা, তাই তিনি হেঁটে এসেই মঞ্চে প্রবেশ করলেন। আজকের যুগ হলে অশ্ব-সমেত রথও দেখানো যেত। প্রয়োগ-শিল্পী সে কল্পনাও করতে পারেন।

ডিউক অফ্ গ্লস্টারের নাম রিচার্ড। ক্রুর, নিষ্ঠুর, একটু বা বিকলাঙ্গ; কিন্তু ভারি কর্মঠ পুরুষ, দুর্জয় তাঁর সাহস। ইনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতা। ইনিই পরে ভ্রাতৃবংশের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তখন ইনি হন তৃতীয় রিচার্ড।

ইনি আমাদের নাটকের নায়ক।

অশ্ব ছুটেছে মন্থর গতিতে, আর তিনি ভাবছেন।

আমাদের অসন্তোষের শীত দূরে গেল সন্তোষের গ্রীষ্মের অবসানে। আমাদের গৃহ এখন মেঘ নির্মুক্ত। আর তাই তো ঘন দামামা এখন আনন্দের সুরে পর্যবসিত। আর এখন রণক্ষেত্রে নয়, এখন তো বিলাস-কুঞ্জে, রমণীর মন্দিরে বসে শোন বীণা। কিন্তু আমি তা চাইনে। আমাকে প্রকৃতি বিকলাঙ্গ করে গড়েছেন, আমি অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত মানুষ, আমাকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলার আগেই পাঠানো হোল এই পৃথিবীতে। তাই আমি খঞ্জ। আর সেই খঞ্জকে দেখলেই কুকুর তেড়ে আসে। আমার তো শান্তির এই কুজন-গুঞ্জনে সময় কাটাবার উপায় নেই, আনন্দ নেই। হাঁ, সময় কাটাতে পারি বই কি, যদি আমার নিজের ছায়ার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে পারি, আমার নিজের পঙ্গুতাকে উপহাস করতে পারি? আমি যখন এই শান্তির কালে প্রেমিক হতে পারব না, তাই আমি স্থির করেছি কুপুরুষই হব। তাই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছি, ভয়াবহ যুক্তি গ্রহণ করেছি। মদে, অন্যায়ে স্বপ্নে সে ছড়িয়ে আছে। আমাব ভ্রাতা রাজাকে সরে যেতে হবে। ঐ ক্লারেন্স—আমার আর এক ভাই—ওদের দুজনের বিরুদ্ধে দুজনকে লেলিয়ে দিতে হবে। রাজা এডওয়ার্ড ন্যায়পরায়ণ, সত্যসন্ধানী, আর আমি তাঁর বিপরীত। আমি মিথ্যাবাদী,—আমি বিশ্বাসঘাতক; ক্লারেন্সকে আজ ভীত হতে হবে। এক ভবিষ্যৎবাণী হবে, তাতে বলা হবে, যার নামের আদ্য অক্ষর 'জ' সে হবে এডওয়ার্ডের উত্তরাধিকারীদের হত্যাকারী। কিন্তু মনের গহনে থাক সেকথা, ঐ ক্লারেন্স আসছে।

রিচার্ডের ভ্রাতা ক্লারেন্সের ডিউক এসে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রিচার্ড এগিয়ে গিয়ে বললেন, সুপ্রভাত! ওকি ডিউকের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী কেন?

ক্লারেন্স বললেন, মহারাজ আমার নিরাপত্তাব জন্য সঙ্গে প্রহরী দিয়েছেন।

রিচার্ড শুধালেন, কেন ?

আমার নামের আদ্য অক্ষরে আছে 'জ'।

কিন্তু সে তো আপনার দোষ নয়, তার জন্যে দায়ী আপনার ধর্ম-পিতা। কিন্তু ক্লারেন্স ব্যাপার কি ? আমি কি জানতে পারি ?

হাঁ, পার বইকি ! রাজা এখন ভবিষ্যৎবাণী আর স্বপ্নে মত্ত। তিনি জ-অক্ষরটি বেছে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর তাঁকে জানালে, ঐ যার নামের আদি অক্ষর, সে এডওয়ার্ডের সন্তানদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত করবে, সে হবে হত্যাকারী। আমার নাম 'জ' দিয়েই সুরু। আমিই হলাম মহারাজের চোখে সেই অপরাধী।

রিচার্ড বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, রাজা যখন রমণীদ্বারা শাসিত হন, তখন এমনিই হয়। রাজা তো আপনাকে টাওয়ারে পাঠাচ্ছেন না, পাঠাচ্ছেন—রাজরাণী। তিনিই তাঁকে এতখানি উত্তেজনা জুগিয়েছেন। উনিই তো লর্ড হেষ্টিংসকেও টাওয়ারে পাঠিয়েছিলেন। ক্লারেন্স, আমরা আর নিরাপদ নই।

ক্লারেন্স বললেন, কেউই নিরাপদ নয়, শুধু রাণীর প্রিয়জন ছাড়া। আচ্ছা চলি।

আসুন ডিউক, সসম্ভ্রমে ক্লারেন্সকে বললেন রিচার্ড। আপনার বন্দীদশা তো ক্ষণস্থায়ী। আমি আপনার মুক্তি মেগে নেব। ভ্রাতার এই দুর্দশায় ভ্রাতা তো দুঃখিত, ক্ষুব্ধ।

ক্লারেন্স উত্তরে মুগ্ধ হলেন। বিকলাঙ্গ ভ্রাতার বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে বললেন, জানি, জানি। আচ্ছা, আসি ভাই।

ক্লারেন্স সহ রক্ষী চলে গেল।

এখানে আমরা রথও দেখাতে পারি, নয় তো কোন অত্যুগ্র আধুনিক প্রযোজক ব্ল্যাক মরিয়া এনেও হাজির করতে পারেন। কিন্তু মহাকবি রঙ্গমঞ্চে পায়ে হেঁটেই প্রবেশ করিয়েছিলেন এদের, আমরা ও সেই রূপই ভেবে নেব। আগেকার যাত্রার-মতো বড়জোর রক্ষীর হাতে একখানা চার ঘোড়ার চাবুক থাকতে পারে।

যাহোক, ক্লারেন্স চলে যেতে আবার রিচার্ড তাঁর দুরভিসন্ধির গহ্বরে তলিয়ে গেলেন।

তিনি ক্লারেন্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, ক্লারেন্স যাও! যে পথে যাচ্ছ, সে-পথে আর ফিরে এস না। আহা সরল, সাদাসিধে ক্লারেন্স। তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার আত্মাকে আমি স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। কে আসে? কে লর্ড হেষ্টিংস নাকি?

লর্ড হেষ্টিংস এসে প্রবেশ করলেন। ইনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রিচার্ডের তিনি বন্ধু, কিন্তু রিচার্ড তাঁকে বন্ধু বলে মনে করেন না।

সুপ্রভাত! হেষ্টিংস বললেন।

আপনাকে সুদিন জানাই, রিচার্ড জানালেন। আপনি যে মুক্ত, তার জন্যে স্বাগত জানাই। তা কারাগারে কেমন কাটালেন?

বন্দী যেমন কাটায়, তেমনি ধৈর্য ধরে কাটিয়েছি, হেষ্টিংস উত্তর দিলেন। কিন্তু যারা আমার বন্দী জীবনের জন্য দায়ী, তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার জন্যেই বেঁচে আছি।

রিচার্ড বললেন, তাতে সন্দেহ কি! ক্লারেন্সও তাই দেবেন। আপনার শত্রু, তাঁরও শত্রু।

হেষ্টিংস ধীর স্বরে বললেন, যখন কবুতর আর বাজ স্বাধীনতার উপর ছোঁ মারে, ঈগলকে তো চুপ করেই থাকতে হয়।

বাইরের খবর কি?

বিদেশের খবর দেশের মতো খারাপ নয়। রাজা অসুস্থ, রাজ-বৈদ্যরা সংকিত।

সংবাদ তো খারাপ বটেই। বহুদিন কুপথ্য করেছেন, তার ফল। উনি কি এখন রোগশয্যায়?

হ্যাঁ, হেষ্টিংস উত্তর দিলেন।

আপনি যান, আমি আসছি।

হেষ্টিংস চলে গেলেন।

রিচার্ড আপন মনে বলে উঠলেন, বাঁচার আশা নেই, বাঁচতে তিনি পারেন না। কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, যতদিন পর্যন্ত জর্জ স্বর্গে যায়। ক্লারেন্সের বিরুদ্ধে তাঁকে উত্তেজিত করে তুলব, ঘৃণায় স্ফীত হয়ে উঠবেন, মিথ্যাকে ওজনে ভারী যুক্তি দিয়ে সত্য প্রমাণিত করব। যদি আমি বিফল না হই, ক্লারেন্সের আয়ু তো মাত্র একদিনের। তারপরে এডওয়ার্ডকে তাঁর অসীম করুণায় টেনে নেবেন ঈশ্বর। আমাকে দিয়ে যাবেন পৃথিবী। তখন আমি ওয়ারউইকের কন্যাকে বিবাহ করব। তার স্বামী আর পিতাকে হত্যা করেছি বলে সে কি নারাজ হবে? তার ক্ষতিপূরণ তো আমি করব। তার স্বামী আর পিতা হব আমি। প্রেম সেখানে তো থাকবে না, থাকবে গোপন অভিসন্ধি। তাকে বিবাহ করে আমার অভিসন্ধি সিদ্ধ হবে। কিন্তু এযে বাজারে ঘোড়া নিয়ে বেচবার আগেই কল্পনায় মশগুল হয়ে আছি। এখনো ক্লারেন্স জীবিত। এখনো এডওয়ার্ড জীবিত; তিনি রাজ্য করছেন। ওরা চলে গেলে তবে তো আমার লাভের হিসেব।

রিচার্ড ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

নেপথ্যে তাঁর অশ্বের পদধ্বনি শোনা গেল। ধ্বনি যেন দূর-দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

লণ্ডনের আর এক পথ। এ পথও তেমনি সংকীর্ণ, বঙ্কিম।

রাজা ষষ্ঠ হেনরীর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলেছে বাহকেরা। লেডী য়্যানকে দেখা যাচ্ছে। সেই শোকযাত্রায় ইনি ষষ্ঠ হেনরীর পুত্র এডওয়ার্ডের বিধবা। তাঁর দুই অনুচর ট্রেসিল আর বার্কলেকে দেখা যাচ্ছে।

কফিন চলেছে অশ্ববাহিত হয়ে; আর চলেছে শোকযাত্রীর মন্থর বিষণ্ণ মিছিল।

হঠাৎ লেডী য়্যান বলে উঠলেন,

ওগো তোমরা এই বহু সম্মানিত ভার ক্ষণেকের জন্য নামিয়ে রাখ। যদিও সম্মান আজ শববস্ত্রে মণ্ডিত, তাহলেও আমাকে কাঁদতে দাও। এতো ল্যাঙ্কাস্টার বংশের অকাল মৃত্যু। এক পবিত্র রাজার এতো চাবির মতো শীতল দেহ, ল্যাঙ্কেস্টার বংশের বিবর্ণ ভস্মরাশি। রাজরক্তের রক্তহীন অবশেষ। আমি আপনার আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে চাই মহারাজ, তবে আইন অনুমোদিত হবে কিনা জানিনা। কিন্তু শোনাতে চাই হতভাগিনী য়্যানের ক্রন্দনধ্বনি। আপনার মৃত পুত্রের বিধবার আর্তনাদ। যে হাত তাঁকে হত্যা করেছে, সেই হাতই ক্ষত করেছে তোমার দেহে। সে হাত অভিশপ্ত হোক,—যে হাত ঐ ক্ষত করেছে! অভিশপ্ত হোক, সেই হৃদয়,—যে হৃদয়ে হত্যার কামনা ছিল। যে রক্ত এই রক্ত ঝরিয়েছে,—অভিশপ্ত হোক সেই রক্ত। হত্যাকারীর যদি পত্নী থাকে, আমার স্বামী বিহনে আমার যে দশা, তারও তাই হোক! চল, চল, তোমাদের এই পবিত্র ভার বহন করে নিয়ে চল সমাধিক্ষেত্রে। যদি ক্লান্ত হও, তাহলে নামিয়ে রাখ। আমি রাজা হেনরীর জন্য কাঁদি।

বাহকেরা কফিন নামিয়ে রেখেছিল, তারা তুলে নিল। এমন সময় মিছিলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন রিচার্ড।

রিচার্ড এসে বললেন, বাহকগণ, শবাধার নামাও!

য়্যান বলে উঠলেন, কোন জাদুকর এই শয়তানেরে জাদুবলে আবির্ভাব ঘটালো! কে নামাতে বলছে শবাধার!

রিচার্ড ধমকে উঠলেন, ওরে শয়তানের দল, শবাধার নামা! নয়তো সন্ত পলের দোহাই, যে আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে শব হতে হবে।

একজন নাগরিক বললে, মহামান্য লর্ড, আপনি অনুগ্রহ করে সরে দাঁড়ান, শবাধার চলে যাক!

রিচার্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ওরে অশিষ্ট কুকুর! আমার

আদেশ শুনতে হবে। নয়তো সন্ত পলের দোহাই, আমি তোকে আঘাত হানব, পদাঘাত করবো।

বাহকেরা ভয়ে ভয়ে কফিন নামালে।

লেডী য়্যান এগিয়ে এসে বললেন, বাহকগণ, তোমরা কম্পিত কেন! তোমরা কি ভীত? হায়, আমি তো তোমাদের দোষী করতে পারি না। তোমরা মরণশীল—মরণশীল মানুষ তো শয়তানকে সহ্য করতে পারে না। শয়তান সরে দাঁড়াও, এই দেহ যখন জীবিত ছিল, তখন তোমার ক্ষমতা তুমি বিস্তার করেছিলে, কিন্তু তাঁর আত্মার উপর তো প্রভাব বিস্তার করতে পার নি। স'রে দাঁড়াও, চলে যাও!

রিচার্ড কোমল স্বরে বললেন, সুন্দরী, অভিশাপ দিয়ো না!

রিচার্ড য়্যানের রূপমুগ্ধ, তাই স্বর পঞ্চম থেকে খাদে নেমে গেল।

য়্যান বললেন, শয়তান, এখান থেকে দূর হয়ে যাও, আমাদের বিরক্ত কোরো না! তুমি এ পৃথিবীকে নরক তৈরি করেছ, অভিশাপের আর্তনাদে ভরে দিয়েছ! তোমার হত্যার নমুনা দেখ! দেখুন আপনারা নাগরিকগণ। মৃত হেনরীর ক্ষতস্থান দেখুন—দেখুন ক্ষতমুখ বেরিয়ে পড়েছে, রক্ত জমাট হয়ে আছে। ওরে বিকলাঙ্গ মাংসের স্তূপ তাকিয়ে দেখ্! তোমার এই কাজ তো বর্বর, অস্বাভাবিক! এ হত্যার প্রতিশোধ চাই! বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও, গ্রাস কর এই দুর্বৃত্তকে।

রিচার্ড এ ভর্ৎসনায় নির্বিকার; তিনি বললেন, সুন্দরী, তুমি তো বদান্যতার নিয়ম জান না! মঙ্গলের সঙ্গে সেখানে মন্দের আদান-প্রদান হয়, আশীর্বাদের বদলে দেখা দেয় অভিশাপ।

য়্যান বলে উঠলেন, ওরে কুৎসিত পুরুষ, তুই তো মানুষ বা ঈশ্বর কারো কোনো রীতি মানিস নে! করুণার লেশমাত্র নেই তোর হৃদয়ে! অথচ পশুরও তা আছে।

রিচার্ড তেমনি উত্তর দিলেন, আমার হৃদয়ে কণামাত্র করুণা নেই তা সত্য, তার কারণ আমি পশু তো নই!

বাঃ বাঃ চমৎকার! শয়তান সত্য বলে—সে তো অপূর্ব!

রিচার্ড উত্তর দিলেন, কিন্তু তার চেয়েও চমৎকার, যখন দেবী ক্রুদ্ধা হন ! এই যে কল্পিত পাপ আমার উপর চাপানো হল, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে নির্দোষ হতেও পারব না ?

য়্যানের তীব্রস্বর ঝরে পড়ল, তুমি তো বিকলাঙ্গ মানুষ, অভিশাপই তো তোমার ভূষণ।

আমাকে আত্মপাপ ক্ষালনের সুযোগ দাও সুন্দরী।

তোমার আত্মপাপ ক্ষালন হবে, যদি তুমি আত্মহত্যা কর !

তাতে তো আত্মদোষ প্রমাণিত হবে।

বল, আমি তো ওদের হত্যা করিনি ?

তাহলে বলি, ওরা হত হয় নি।

কিন্তু ওরা তো মৃত। আর সে মৃত্যু তো এসেছে তোমার মতো শয়তানের হাতে।

রিচার্ড বলে উঠলেন, কিন্তু সুন্দরী, তোমার স্বামীকে তো আমি হত্যা করিনি !

তাহলে তিনি জীবিত আছেন ?

না, তিনি মৃত, এওয়ার্ড তাঁকে হত্যা করেছেন।

য়্যান বলে উঠলেন, মিথ্যা কথা ! রাণী দেখেছেন।

আমি তাঁর কুৎসায় উত্তেজিত হয়েছিলাম, তাই তিনি আমার কাঁধে পরের বোঝা চাপাতে পারলেন।

না, না, ও তোমাকে উত্তেজিত করেছিল। তোমার রক্তলিপ্সু মন সে তো কষাইগিরি ছাড়া স্বপ্নও দেখে না। তুমি কি রাজাকে হত্যা করনি ডিউক ?

আমি স্বীকার করি !

কিন্তু তিনি তো ছিলেন ভদ্র, সৎ, পবিত্র রাজা।

তাহলে তো ভালই হয়েছে, স্বর্গের বাজার দোসর হয়েছেন—

হ্যাঁ, তিনি স্বর্গে। তুমি সেখানে কখনো যেতে পারবে না।

তাহলে তো আমাকে তাঁর ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। আমি

তাঁকে স্বর্গে যেতে সাহায্য করেছি। কেন না, তিনি তো মর্ত্ত্যের থেকে স্বর্গের অধিবাসী হওয়ারই যোগ্য।

য়্যানের ক্রুদ্ধ স্বর আরো চড়ল, কিন্তু তুমি তো স্বর্গ-মর্ত্ত্য কোনখানেই ঠাঁই পাবে না, তুমি নরকের অধিবাসী।

হাঁ আরো একস্থান আছে, রিচার্ড হাসলেন, তুমি শুনতে চাও তো বলতে পারি।

কোনো কারাগার?

না, না, তোমার শয়ন-মন্দির সুন্দরী।

তোমার শয়ন-মন্দিরের ধারে কাছেও আমি নেই।

হ্যাঁ, যে পর্যন্ত না তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হও।

চমৎকার! দেখা যাক!

দেখা যাক নয়, আমি তো জানি। কিন্তু বুদ্ধির যুদ্ধ থাক সুন্দরী, হেনরী আর এডওয়ার্ড তাদের হত্যাকারীর মতোই পাপী— একথা কি তুমি স্বীকার কর?

তুমিই এই হত্যার কারণ আর তার ফল।

না, আমি নই! কারণ তোমার সৌন্দর্য। তোমার সৌন্দর্য আমার নিদ্রায় হানা দিত, মনে হোত, পৃথিবী ধ্বংস করি। যদি তোমার বুকে মাথা দিয়ে এক প্রহর শুয়ে থাকতে পারি, তার জন্যে পৃথিবী ধ্বংস করতেও আমার দ্বিধা ছিল না।

যদি তাই হয়, তাহলে সৌন্দর্য আমি এই নখে ছিন্নভিন্ন করে দেব।

কিন্তু আমার এই চোখ তো সৌন্দর্যের ধ্বংস সইবে না। আমার সুমুখে তো তা হবে না! সূর্য যেমন সারা পৃথিবীকে আনন্দে নন্দিত করে, আমার কাছে তোমার সৌন্দর্যই সেই সূর্য। আমার দিনের আলো তোমার রূপ, সে আমার জীবন।

কিন্তু, য়্যান বললেন, দিনের আলো যেমন ঢেকে দেয় কালো ঝড়, মৃত্যু তেমনি তোমার জীবনকে ঢেকে দেবে।

তুমি তো আমার কাছে একেই দুই।

আমি চাই তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে।

এ তো বড়ই অস্বাভাবিক, যে ভালবাসে, সেই হবে প্রতিশোধের পাত্র!

আমার স্বামীর হত্যাকারী সে।

স্বামীর হত্যাকারী বটে, কিন্তু উৎকৃষ্টতর স্বামী প্রদান করতেও সে চায়।

আমার স্বামীর চেয়ে উৎকৃষ্ট জগতে নেই।

যে তোমাকে তার চেয়ে ভালবাসে, সে তো জীবিত।

তার নাম?

প্লান্টাজেনেট।

তিনিও তো তাই।

হাঁ, একই নাম, কিন্তু তার চেয়ে ভাল্।

কোথায় সেই প্লান্টাজেনেট?

এই তো, রিচাড এগিয়ে গেলেন, সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালেন।

য়্যান থুথু ফেললেন তার গায়ে।

কেন থুথু ফেললে?

তোমার জন্যে ঐ থুথু যদি বিষ হোত!

তাহলে তো বিষ হোত অমৃত, রিচার্ড সহাস্যে উত্তর দিলেন।

তোমার চেয়ে বিষাক্ত সরীসৃপ আর নেই! উত্তেজিত হলেন য়্যান। যাও, দূর হয়ে যাও! তুমি বিষে আমার চোখ বিষাক্ত করে তুলেছ।

রিচার্ড উত্তর দিলেন, তোমার চোখ আমার চোখকে সংক্রামিত করেছে সুন্দরী।

যদি পারতাম, ঐ দৃষ্টির আঘাতে তোমাকে হত্যা করতাম!

আমিও ভাবি, তাই হোক, আমার যেন এখুনি মৃত্যু হয়! নইলে ঐ চোখ তো আমার জীবন্ত মৃত্যু এনে দিচ্ছে। আমার

অশ্রু ঝরছে, অথচ অনুতাপের অশ্রু তো এ চোখে কখনো দেখা দেয় নি। আমার ইয়র্কবংশীয় পিতাও কেঁদেছিলেন একদিন, সেদিন তোমার পিতারও অশ্রু ঝরেছিল। কিন্তু আমার পুরুষ চোখ তো কাঁদে না, কান্না সে ঘৃণা করে। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য দেখে সে চোখ তো কেঁদে কেঁদে অন্ধ প্রায়।

না, না, ঘৃণা করোনা সুন্দরী; তোমার ঐ অধর কুঞ্চন আমি দেখতে পেয়েছি। ঐ অধর তো ঘৃণার জন্য নয়, চুম্বনের জন্য। যদি প্রতিশোধ স্পৃহাই তোমার মনে জেগে থাকে, আমি এই তীক্ষ্ণধার অসি তোমাকে দিচ্ছি, যদি মন চায় তো বিদ্ধ করে দাও।

এই বলে রিচার্ড নিজের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন। য়্যানের দিকে এগিয়ে দিলেন তরবারি।

না, না, থেমোনা! আমিই রাজা হেনরীর হত্যাকারী। কিন্তু তোমার সৌন্দর্যই আমাকে উত্তেজিত করেছে। নাও, হত্যা কর! তরুণ এডওয়ার্ডকে আমিই ছুরিকাঘাত করেছিলাম—তোমার ঐ স্বর্গীয় মুখ আমাকে ঐ পথে চালিত করেছিল।

য়্যান ইতিমধ্যে তরবারি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এগিয়েও আসছেন, এমন সময় তরবারিখানি হাত থেকে পড়ে গেল।

কেন পড়ল? তবে কি য়্যান সৌন্দর্যের পূজায় তুষ্ট? কে জানে!

রিচার্ড গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, সুন্দরী, তুলে নাও তরবারী, নয়তো আমাকে দাও।

য়্যান উত্তর দিলেন, তোমার বক্ষবাস সংযত কর! তোমাব মৃত্যু আমি চাই, কিন্তু তোমার জহ্লাদ আমি হব না।

তাহলে আমার জহ্লাদ আমাকেই হতে বল, আমিই সে কাজ করব।

তা তো বলেছি।

কিন্তু সে তো ক্রোধে। আবার বল! এই যে হস্ত, যে হস্ত তোমার প্রেমকে হত্যা করেছে, যে তার চেয়ে বড় প্রেমকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না। তুমিই হবে দুই প্রেমিকের মৃত্যুর কারণ।

য়্যান বললেন, তোমার মন জানতে আমার সাধ যায়।

কিন্তু যে মন তো আমার জিহ্বায়, রিচার্ড উত্তর দিলেন।

আমার মনে হয়, দুটিই মিথ্যাবাদী।

তাহলে মানুষ কখনো সত্যবাদী নয়।

য়্যান দ্রবীভূত, বললেন, তাহলে অস্ত্র কোষে বদ্ধ কর!

তাহলে শান্তি স্থাপিত হল সুন্দরী?

সেকথা পরে জানবে।

আমি কি আশায় থাকব?

সবাই তো আশায়ই থাকে।

রিচার্ড নিজের আঙটি খুলে নিয়ে য়্যানকে দিলেন, তাহলে এই অঙ্গুরীয় আঙুলে পর।

গ্রহণ করাই প্রদান করা নয়! এই বলে য়্যান আঙটি পরলেন।

কেন গ্রহণ করলেন, কে বলবে? একি শক্তিশালী পুরুষের প্রতি অনুরাগ—না—প্রতিশোধস্পৃহা, কে জানে!

রিচার্ড নির্নিমেষে তাকিয়েছিলেন য়্যানের দিকে। এবার বললেন, দেখ, দেখ আমার অঙ্গুরীয় কি করে জড়িয়ে ধরল তোমার আঙুল। আমার এই অপবিত্র হৃদয়কে তেমনি ভাবে জড়িয়ে ধরুক তোমার হৃদয়! দুই হৃদয়ই তো তোমার। আমি শুধু একটি ভিক্ষা চাই — তুমি চিরদিন এই হতভাগ্যের হৃদয়কে নন্দিত করো।

কি করে করব? সে যে—

না, না, সে তো অনুতপ্ত। তাই তো ঐ বর মাগছি।

তা হলে সর্বান্তঃকরণেই তা করব। অনুচরদের দিকে তাকিয়ে য়্যান বললেন, চল!

লেডী য়্যান অনুচরদের নিয়ে চলে গেলেন।

এবার রিচার্ড বাহকদের উদ্দেশ্যে বললেন, শবাধার তোল!

কোথায় নিয়ে যাব—চার্টসীতে? বাহকেরা শুধালেন।

না—শ্বেত মঠে—সেখানে আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

সবাই চলে গেল, শুধু রইলেন রিচার্ড।

রিচার্ড চমৎকৃত। তিনি আপন মনে ভাবলেন, রমণীকে কে এভাবে প্রেম নিবেদন করেছে। এমনভাবে রমণীকে কে জয় করেছে? আমি তো ওকে জয় করব। কিন্তু বেশীদিন তো পাশে রাখব না! যে আমি—ওর স্বামীর হত্যাকারী, ওর শ্বশুরের হত্যাকারী—ওর অপরীসীম ঘৃণা-সহই আমি ওকে গ্রহণ করব—ওর কণ্ঠে থাকবে অভিশাপ, চোখে অশ্রু—আমার ঘৃণার ঐ তো রক্তাক্ত সাক্ষী। ঈশ্বর আর ওর বিবেক আমার বিরুদ্ধে, আমার পক্ষে তো কেউ নেই। তবু ওকে জয় করতে হবে! ও কি ভুলে গেছে ওর তরুণ স্বামী এডওয়ার্ডকে? আমি তো তাকে ক'মাস আগে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুরিকা আঘাত করেছিলাম। সে ছিল সাহসী, বুদ্ধিমান। সে ছিল তরুণ! সে ছিল নিঃসন্দেহে সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তার যোগ্য তো কেউ ছিল না! অথচ আমি বিকলাঙ্গ—সেই আমি কোথায় চলেছি? কিন্তু অনুতাপের তো সময় নয়! আগে রাজাকে কবর দিই! তারপরে আমি কিনব আরশী, আমার প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে অনুতাপ করব। আমার নিজের অনুতপ্ত চেহারাটা দেখব।

রিচার্ড ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

পথ থেকে আমরা এলাম প্রাসাদে। এখন ষষ্ঠ হেনরীর পরে চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজা, তিনিও অসুস্থ! আজকের বাকিংহাম প্রাসাদ নয়, মধ্যযুগের প্রাসাদ, তার স্থাপত্যে মধ্যযুগেরই কারিগরের নৈপুণ্য, মধ্যযুগের আড়ম্বর সেখানে প্রকটিত, আজকের বাকিংহাম প্রাসাদেও বুঝি সে-মহিমার ভগ্নাবশেষ আমরা দেখতে পাব। কিন্তু আমরা

রাজকীয় ঐশ্বর্য সম্পদে অজ্ঞ, সুতরাং প্রযোজকের উপর সে ভার দিলাম।

প্রাসাদের কক্ষে রাণী এলিজাবেথ আছেন, লর্ড রিভার্স আর লর্ড গ্রে-কেও দেখা যাচ্ছে। রিভার্স রাণীর ভ্রাতা, গ্রে রাণীর আত্মীয়।

রিভার্স বললেন, আপনি ধৈর্য ধরুন মহারাণী, মহারাজ শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

গ্রে বললেন, আপনি তাঁকে আনন্দ দিন, আপনার বিষণ্ণতায় তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলবেন না।

উনি যদি মারা যান, আমার কি হবে? রাণী শুধালেন।

শুধু স্বামী হারাবেন, আর কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু স্বামী হারালেই তো সব হারালাম।

আপনার আছেন যোগ্য পুত্র, তিনিই আপনাকে সান্ত্বনা দেবেন।

সে তো ছেলেমানুষ—আর তার অভিভাবকত্ব এখন রিচার্ডের হাতে। সে তো আমাকে দেখতে পারে না, আপনাদের উপরও সে সদয় নয়! রাণী জানালেন।

তিনিই অভিভাবক হবেন, এ সিদ্ধান্ত কি স্থির।

স্থির হয়ে গেছে, রাণী বললেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত হয় নি। রাজার যদি কিছু ঘটে, এই তো হবে।

বাকিংহাম আর ডার্বি এসে প্রবেশ করলেন, এঁরা দুজনও সম্ভ্রান্ত সভাসদ। তাঁরা প্রবেশ করেই রাণী আর সভাসদদের সম্ভাষণ জানালেন। রাণী শুধালেন, লর্ড ডার্বি, আপনার কি আজ রাজার সঙ্গে দেখা হবে।

আমরা এই মাত্র রাজাকে দেখে আসছি।

তাঁর কি সুস্থ হবার আশা আছে?

যথেষ্ট আশা আছে। তিনি তো বেশ সুস্থভাবেই কথা বললেন।

রাণী বলে উঠলেন, ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন! আপনারা কি আলোচনা করে এলেন?

হাঁ মহারাণী, তিনি গ্লস্টারের ডিউক আর আপনার ভ্রাতাদের সঙ্গে এক মিলন ঘাটতে চান। তাঁদের ডেকেও পাঠিয়েছেন।

কিন্তু তাতো হবেনা, রাণা বললেন।

এমন সময় গ্লসটার, হেষ্টিংসও ডরসেট এসে প্রবেশ করলেন। গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ড বললেন, ওঁরা আমার প্রতি অবিচার করেছেন, আমি তো তা সহ্য করব না। কে রাজার কাছে অভিযোগ করেছে, আমার সঙ্গে তাদের সদ্ভাব নেই? তার মানে, মহারাজকে তারা ভালবাসে না। যত বাজে গুজব ওঁর কানে তুলেছে। আমি তোষামোদ করতে জানি না, দেখতেও সুশ্রী নই। আমি মুখের হাসি দিয়ে প্রতারণা করিনে, ফরাসী কেতায় কুর্নিশ আর মিথ্যা শিষ্টাচার দেখাতে বিমুখ বলেই আমি ঘৃণিত শত্রু। একজন সাদাসিধে মানুষ কি ক্ষতি না করে এই দুনিয়ায় বাঁচতে পারে না? তার সাদাসিধে সত্য কি মুড়ে দিতে হবে রেশমি মিথ্যায়।

লর্ড গ্রে শুধালেন, আপনি কাদের উদ্দেশ্য করে একথা বলছেন ডিউক?

আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলছি, রিচার্ড উত্তর দিলেন। আপনার সততা নেই, ভদ্রতা নেই, কবে আপনার ক্ষতি করেছি বলুন? কবে অবিচার হয়েছে? উনি এখন রোগী, ওঁকে আপনি অভিযোগে অভিযোগে বিরক্ত করছেন।

রাণী বললেন, ভ্রাতা গ্লস্টার, আপনি ভুল করেছেন, মহারাজ নিজেরই ইচ্ছায় আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমার ভ্রাতা আর পুত্রদের ঘৃণা করেন,—তাই তিনি এর ভিত্তি কি জানতে চাইছেন। সত্যই এর কারণ কি?'

রিচার্ড বললেন, আমি তো জানি না। দেখছি, এ দুনিয়ার অভদ্রই সর্বতো ভদ্র।

গ্লস্টার, রাণী বললেন আপনার কথার অর্থ আমরা বুঝি। আপনি আমার উন্নতিকামী নন—আপনি আমার বন্ধুদের বিরোধী। তাই ঈশ্বর করুন, আপনাকে দিয়ে যেন আমাদের প্রয়োজন না হয়!

রিচার্ড বললেন, ইতিমধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে যেন তোমাদের আমায় প্রয়োজন হয়। তোমাদের কারসাজিতে আমার ভ্রাতা বন্দী। আমি নিজে অপমানিত, এবং সামন্তগণ ঘৃণিত। অথচ যারা ছিল ঘৃণিত, তারাই এখন সম্ভ্রান্ত।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, ক্লারেন্সের বিরুদ্ধে মহারাজকে উত্তেজিত করে তুলিনি, বরং তাঁর হয়ে অনুনয় করেছি। আমাকে এই নীচতার অভিযোগ দিয়ে আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন।

তা আপনি অস্বীকার করতে পারেন বটে!

লর্ড ভার্স ও ডার্বি বললেন, তিনি তা পারেন বইকি!

হাঁ, তা পারেন বইকি! অস্বীকার করে, তিনি আপনাদের বহু সম্মানে ভূষিত করতে পারেন।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, গ্লস্টার, আমি আপনার ঐ কটু ভাষা আর বিদ্রূপ বহু সয়েছি। আমি মহারাজকে একথা জানাব। এই বিদ্রূপ সইবার চেয়ে আমার গ্রাম্য বালিকা হওয়া ভাল ছিল! ইংলণ্ডের রাজেশ্বরী হয়েও আমার আনন্দ নেই।

বৃদ্ধা রাণী মার্গারেট এসে এমন সময় ঢুকলেন। ইনি সদ্য মৃত ষষ্ঠ হেনরীর পত্নী।

সে সম্মান তো আমি তোমাকে দিয়েছি রিচার্ড, তুমি তাকে অপব্যবহার করছ, বৃদ্ধা রাণী বললেন।

রিচার্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, রাজাকে বল তোমরা, আমিও রাজাকে বলব। আমি টাওয়ারের ভয় করি না।

রাণী মার্গারেট চিৎকার করে উঠলেন, স্তব্ধ হও সয়তান! আমি জানি, আমার স্বামী হেনরীকে আর আমার পুত্র এডওয়ার্ডকে টুয়েকবারীতে তুই হত্যা করেছিস।

রিচার্ড বললেন, তুমি মহারাণী আর তোমার স্বামী মহারাজ হবার আগে আমি ছিলাম তাঁর বিরাট কার্যের ঘোড়া। আমিই

সমূলে তাঁর শত্রুদের নির্মূল করেছিলাম। তাঁকে রাজমহিমা দান করতে আমরা রক্তপাত করেছিলাম। তোমার কি স্মরণ আছে রাণী, তুমি কি ছিলে? আর আমি কি ছিলাম?

তুমি ছিলে এক হত্যাকারী পামর, আজও তাই আছ।

রিচার্ড উত্তর দিলেন, আর তোমরা? ক্লারেন্স এডওয়ার্ডের পক্ষ হয়ে রাজতখতের জন্য লড়াই চালিয়েছে, তার ফল তো সে পেয়েছে।

তুমি নিপাত যাও! রাণী মার্গারেট বলে উঠলেন।

রিভার্স বললেন, গ্লস্টার, আপনি আমাদের শত্রু বলে মনে করছেন, কিন্তু আমরা তো রাজ অনুগত ভৃত্য। আপনি রাজা হলে আপনাকেও আমরা সেবা করতাম।

আমি রাজা হলে! তার চেয়ে ফেরিওয়ালা হওয়াও ভাল। বিদ্রূপভাবে বলে উঠলেন রিচার্ড।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, রাজপদে আনন্দ নেই, তুমি তো আনন্দ পাবে না গ্লস্টার।

তিনি এগিয়ে এলেন রিচার্ডের কাছে, তারপর বললেন,

শোন, তোমরা যারা রাজ্য নিয়ে বিবাদ করছ, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ! বিবাদকারী বোম্বেটের দল—আমার দিকে তাকাও! আমি রাণী, আমার কাছে মাথা নত কর!

রিচার্ড উত্তর দিলেন, ওরে ডাইনী, আমাকে কি দেখাবি!

বৃদ্ধা রাণী মার্গারেট তাঁদের এই বিবাদে বাধা দিলেন।

রিচার্ড বললেন, তুমি না নির্বাসিত হয়েছিলে বৃদ্ধা?

হাঁ, রাণী মার্গারেট বললেন। আমি মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণা সহ্য করেছি নির্বাসনে। আমার স্বামী, আমার পুত্র গেছে, তুমি তার জন্যে আমার কাছে ঋণী হয়ে আছ। আমার দুঃখের যে দাবি— সে তো তোমার। আর যে আনন্দ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ, সে তো ছিল আমার।

রিচার্ড বলে উঠলেন, রাজমহিষী, আমার পিতার অভিশাপ তোমার উপর বর্ষিত হয়েছে, তুমি অশ্রুর ধারা বইয়েছ। আমরা তো তোমার দুঃখের জন্য দায়ী নই। দায়ী ঐ ঈশ্বর। তিনি তোমার ঐ রক্তলিপ্সার শাস্তি দিয়েছেন।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, নিষ্পাপের অধিকার তো এমনি করেই ন্যায়পরায়ন ঈশ্বব বজায় রাখেন।

লর্ড হেষ্টিংস এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, তিনি বললেন, শিশু হত্যা তো সব চেয়ে অন্যায়, আর সেই নিষ্ঠুর কার্য তো অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লর্ড রিচার্ড তাব যে উত্তর দিলেন, সেকথা শুনে অত্যাচারীও কেঁদেছিল।

তাই তো মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল প্রতিশোধে· ভবিষ্যৎ বাণী।

রাণী মার্গারেট উত্তেজিত হয়ে বললেন তোমরা কি চাও বল্‌তো ? আমি আসার আগে পরস্পব পরস্পবের টুটি টিপে ধরেছিলে, আব এখন তোমাদের সমস্ত ঘৃণা আমাব উপর বর্ষিত হচ্ছে। ইয়র্ক বংশের অভিশাপ কি এতই প্রচণ্ড যে, হেনরী আর আমাব বাছা এডওয়ার্ডেব মৃত্যুতে, রাজ্যত্যাগে, আমার নির্বাসনেও কি তা পূর্ণ হয়নি ? ঐ বালকের হত্যার অপরাধ কি এতই ভয়ানক ! অভিশাপ কি মেঘদল ছিন্ন করে স্বর্গে প্রবেশ করতে পাবে ? শোন ডবসেট আর রিভার্স, শোন হেষ্টিংস—আমার পুত্রকে রক্তাক্ত ছুরিকার আঘাত হেনেছিল, অকালে সে ঝরে গেছে। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, তোমরাও যেন অমনি আকস্মিকভাবে হত হও !

রিচার্ড বললেন, তোমার জাদুমন্ত্র তো শেষ হল ডাইনী !

তোর জন্যে শেষ হয় নি ! দাঁড়া কুকুর, আমি যা কল্পনা করতে পারি নে, তেমনি যদি কোনো সর্বনাশ থাকে, দেবতাবা সে সর্বনাশ তোব উপর বর্ষণ করুন ! তোর পাপের ভরা পূর্ণ হোক, আসুক

নেমে অভিশাপ! তুই তো পৃথিবীর শান্তি ধ্বংসকারী। বিবেকের দংশন তোকে ভোগ করতে হবে। তোর ঐ মৃত্যুময় চোখে ঘুম তো আসবে না, যখন ঘুম আসবে যন্ত্রণাময় স্বপ্ন দেখবি।

রিচার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন—মার্গারেট!

রিচার্ড! ধ্বনিত হল বৃদ্ধা রাণীর স্বর।

শোন, আমাকে কেন এমন ভর্ৎসনা করলে?

হাঁ, ভর্ৎসনাই করেছি, কিন্তু উত্তর তো চাইনি।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, তুমি তো নিজেকেই অভিশাপ দিচ্ছ।

রাণী মার্গারেট বিদ্রূপভরে বললেন. আহা বেচারী, রংচং-মাখা রাণী, আমার ভাগ্যের তুচ্ছ ওয়ারিশ! কেন ঐ বিষাক্ত মাকড়সার উপরে তোমার সুধা ঢেলে দিচ্ছ? ওর মৃত্যুজাল তো তোমাকে ঘিরে ফেলছে! নির্বোধ, ঘোর নির্বোধ! নিজের হত্যার জন্য ছুরি শানাচ্ছ! এমন দিন আসবে, যেদিন তুমি আমার কথা মনে করবে, যখন চাইবে আমি এসে এই বিষাক্ত সরীসৃপকে অভিশাপ দিই।

মিথ্যাময়ী নারী, হেষ্টিংস বলে উঠলেন, তোমার ঐ উন্মাদের প্রলাপ ক্ষান্ত কর, নইলে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে!

ধিক্ তোমাকে লর্ড হেষ্টিংস! তোমরা তো আমার অভিশাপ টেনে আনছ।

রিভার্স বললেন, আপনার কর্ত্তব্য আপনি বিস্মৃত।

তোমরাই কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছ, বৃদ্ধা রাণী বললেন।

ডরসেট বললেন, কার সঙ্গে আপনারা কথা কইছেন, ঐ নারী উন্মাদ।

রাণী মার্গারেট অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন; ধীরে, ধীরে! তোমরা তো জান, যারা ঊর্ধ্বে আসীন, তাদের উপরে প্রচণ্ড বাত্যা বয়ে যায়, তারা নড়ে ওঠে। আবার চুরমার হয়ে ভেঙ্গেও যায়!

রিচার্ড বিদ্রূপে শানিত হয়ে উঠলেন. উপদেশটি ভাল। আপনারা শিখুন!

ডরসেট উত্তর দিলেন, এ উপদেশ আমাদের পক্ষেও যেমন আপনার পক্ষেও তেমনি ?

হাঁ, তার চেয়ে বেশি ! কিন্তু এমন উত্তুঙ্গে আমার জন্ম, রিচার্ড বললেন, আমার আবাস, বাতাস যেখানে সেডার গাছকে দোলা দেয় সেখানেই। সে বাতাসকে তুচ্ছ করে, সূর্যকে বিদ্রূপ করে।

রাণী মার্গারেট অমনি বলে উঠলেন, হাঁ সূর্যকে সে ঢেকে দিতে পারে বটে ! হায়, হায় ! আমার পুত্র কোথায়, এখন তো সে মৃত্যুর আঁধার-পুরে। তার জ্যোতি তো তোমার মেঘময় ক্রোধে তুমি চিরদিনের জন্য ঢেকে দিয়েছ ! রক্তে তুমি জয়ী হয়েছ, আর রক্তেই তুমি হারবে।

আপনি শান্ত হোন ! বাকিংহাম বললেন। লজ্জায় না হোক, অন্তত উদারতায় !

না, না, উদারতা নয়, লজ্জা নয়। তোমরা তো অনুদার ভাবেই আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছ। আমার আশা নির্মূল করে দিয়েছ। আমার উদারতা ধর্ষিত, আমার জীবন্ তো এখন লজ্জা। ঐ লজ্জায়ই আমার দুঃখ এখন ক্রোধে পরিণত।

আপনি শান্ত হোন ! বাকিংহাম আবার বললেন।

রাণী মার্গারেট বললেন, বাকিংহাম, আপনার হস্ত আমি চুম্বন করব। আপনার সঙ্গে আমার সখ্য হবে, আপনার আঙরাখা তো রক্তরঞ্জিত হয় নি ; আপনি আমার অভিশাপের ভাগী নন।

এখানে যাঁরা আছেন, কেউই আপনার অভিশাপের ভাগী নন। অভিশাপ তো বাতাসে মিলিয়ে যায়।

রাণী মার্গারেট বললেন, হাঁ, বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু সে তো ঐ আকাশে গিয়ে ঠাঁই পায়। সেখানে ঈশ্বরের শান্তির নিদ্রা থেকে তাঁকে জাগিয়ে তোলে। বাকিংহাম, আপনি ঐ কুক্কুর থেকে সাবধান হোন। ও যখন আদর করে, তখন ও কামড়ায়। যখন কামড়ায়, তখন ওর বিষদাঁত মৃত্যু এনে দেয় ! সাবধান ! পাপ, মৃত্যু

আর নরক তার অভিজ্ঞান রেখে গেছে ওরই উপরে। তাদেরই অনুচর ওকে ঘিরে আছে।

রিচার্ড শুনছিলেন, তবু বিদ্রূপ করেই বললেন, বাকিংহাম, ও কি বলছে?

এমন কিছু নয়, বিদ্রূপ ভরেই উত্তর দিলেন বাকিংহাম।

রাণী মার্গারেট বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কি, বাকিংহাম, আমার সুপরামর্শের জন্য আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন! আর যার সম্বন্ধে আপনাকে সাবধান করে দিলাম, সেই শয়তানকে পূজা করছেন? কিন্তু মনে রাখবেন, যেদিন ঐ শয়তান আপনার হৃদয় দুঃখে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, সেদিন তো এই অভাগী মার্গারেটের কথাই মনে পড়বে। তখন বলে উঠবেন, হ্যাঁ। মার্গারেট ছিল ভবিষ্যৎবক্ত্রী। তাহলে থাক সম্ভ্রান্তগণ, থাক, ওর ঘৃণার ছত্রচ্ছায়ায় সুখে থাক, ওর ঘৃণা লাভ কর, ওকে ঘৃণা কর! আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ঘৃণা কুড়াও!

এই বলে মার্গারেট ছুটে চলে গেলেন।

বাকিংহাম বিচলিত। তিনি বললেন, ওঁর অভিশাপে আমার কেশে জাগছিল শিহরণ।

রিচার্ড ওঁর কথায় সায় দিলেন, কিন্তু উনি এখনো মুক্ত কেন তাই ভাবছি।

রিচার্ড বললেন, আমি তো ওঁকে দোষ দিই না। বহু অবিচার উনি সয়েছেন, আমি নিজে যে অবিচার করেছি, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, আমি তো ওঁর উপর কোন অবিচার করিনি। অন্ততঃ সজ্ঞানে করিনি।

কিন্তু ওঁর অবিচারের সমস্ত সুবিধা তুমি ভোগ করছ।

এমন সময় ক্যাটস্‌বী এসে প্রবেশ করল, ক্যাটস্‌বী রাজার অনুচর। সে এসেই জানালে, মহারাণী, মহারাজ আপনাকে ডেকেছেন। সম্ভ্রান্তগণ, আপনাদেরও তিনি ডেকেছেন।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, ক্যাটসবী, বল গে আমরা আসছি। সম্ভ্রান্তগণ, আপনারা কি আমার সঙ্গে যাবেন ?

সকলে রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে চলে গেলেন, রইলেন শুধু রিচার্ড। রিচার্ড পায়চারি করছেন আর ভাবছেন। নিজের মনের অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করছেন।

আমি পাপ করেছি। নিজে যে পাপ করেছি; সেই পাপ অন্যের কাঁধে চাপিয়েছি। ক্লারেন্স আমারই কৌশলে অন্ধ, কারাগারে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু আমি সভাসদদের প্রতারিত করেছি। তাঁদের বলেছি, রাজাই আমার ভ্রাতা ক্লারেন্সের ডিউককে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। ওঁরা তা বিশ্বাসও করেছেন। ওঁরা আমাকে প্রতিশোধের জন্য উত্তেজিত করে তুলছেন। কিন্তু আমি উত্তর দিয়েছি, অশুভের বদলে শুভই আমার কামনা। আমি সেজেছি সাধু সন্ত, অথচ শয়তানিরই খেল দেখাচ্ছি।

এমন সময় দু'জন হত্যাকারী এসে প্রবেশ করল।

তাদের দিকে তাকিয়ে রিচার্ড বললেন, ধীরে, রিচার্ড ধীরে! ঐ দুই হত্যাকারী আসছে। দুই ঘাতক ও দুই জহ্লাদ এই যে এসো, এসো! কেমন আছ? তোমরা কি এখুনি কাজে হাত দেবে ?

হাঁ, ঘাতকেরা বললে, আপনি আমাদের বলুন, সে কোথায় আছে! আপনি পরোয়ানা দিন।

বেশ, এই নাও পরোয়ানা! রিচার্ড পরোয়ানা বের করে দিলেন। দেখ, কাজ শেষ করে এসবীতে যাবে। কিন্তু দেখ, হত্যা করতে গিয়ে তার কাকুতি মিনতিতে কান দেবে না! ক্লারেন্স ভাল বক্তা, হয়তো তোমাদের মনে করুণার উদ্রেক করতেও পারে!

না, না। প্রথম ঘাতক উত্তর দিলে, আমরা তাকে কথা বলার সুযোগ দেব না। আমরা হাত চালাব, জিভ তো চালাবো না।

বাঃ বাঃ এই তো চাই! নির্বোধের চোখে অশ্রু ঝরে, কিন্তু

তোমাদের চোখ থেকে ঝরছে পাষাণ। তোমাদের আমার ভাল লেগেছে। যাও, সোজা কাজে যাও! কাজ করে যাও!

তারা অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

রিচার্ড তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারা মিলিয়ে যাচ্ছে নেপথ্যে। তাঁর মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

॥ চার ॥

লণ্ডনের কুখ্যাত টাওয়ার। এ এক বন্দীশালা। এখানে বন্দী অন্তিমকালের আশায় বসে থাকে। ক্লারেন্সও সেই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। সঙ্গে কারারক্ষী ব্রাকেনবারী।

ব্রাকেনবারী শুধালে, প্রভু আজ আপনার মুখ ভার কেন?

ক্লারেন্স বললেন, আমি এক দুঃখের রাত কাটিয়েছি। দুঃস্বপ্ন দেখেছি, নানা বিভৎস দৃশ্য দেখেছি, এখানে আর তো এক রাত্রও থাকতে ইচ্ছে হয় না। মৃত্যু আমার চোখে তার ছায়া ফেলেছে। আমি যেন হাজার ভয়াবহ দৃশ্য দেখছি। ব্রাকেনবারী, আমি যা করেছি, আমার আত্মা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু ব্রাকেনবারী, আমার স্ত্রী তো নির্দোষ, আমার হতভাগ্য শিশুসন্তানেরাও তাই। শুধু আমার উপরেই তোমাদের ক্রোধ বর্ষিত হোক, তারা যেন রেহাই পায়। আমার হৃদয় যেন এক জগদ্দল পাষাণ ভারে পীড়িত, আমার চোখ বুজে আসছে।

ব্রাকেনবারী বললে, আপনাকে ঈশ্বর শান্তি দিন, বিশ্রাম দিন!

ক্লারেন্স ঘুমিয়ে পড়লেন।

ব্রাকেনবারী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে; দুঃখ তো ঋতু বদলে দেয়, বিশ্রামের প্রহর পালটে দেয়। রাতকে সকাল করে, দুপুরকে

রাত করে। রাজাদের দুঃখ তো সাধারণ মানুষেরই মতো—শুধু বাহিরের গৌরবে তাঁরা ভিন্ন, অন্যখানে তো পার্থক্য নেই।

এমন সময় ঘাতকদ্বয় এসে প্রবেশ করল।

প্রথম ঘাতক বললে, কে?

বিস্ময়ে হতবাক্ হল কারারক্ষী, সে শুধালে, তোমরা কারা? কেন এখানে এলে? কি করে এলে?

প্রথম ঘাতক বললে, আমি আমার পায়ে ভর করে এসেছি, আর ক্লারেন্সের আমি সাক্ষাৎ চাই।

কারারক্ষী বললে, মাত্র এই সংবাদ?

হাঁ, আমরা একঘেয়েমি পছন্দ করি না, ক্লারেন্সের কাছে আমরা এসেছি—দ্বিতীয় ঘাতক উত্তর দিলে। এই যে পরোয়ানা!

কারারক্ষী ব্রাকেনবারী পরোয়ানাখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল।

ডিউককে তোমাদের হাতে তুলে দেবার আদেশ? না, না, আমি তর্ক করব না, যুক্তি দেখাব না, অর্থ খুঁজবো না। অর্থ সম্বন্ধে আমি নির্দোষ থাকতে চাই। বেশ তো, এই চাবি নাও—ঐ তো ওখানে ঘুমিয়ে আছেন ডিউক। আমি রাজার কাছে যাই।

প্রথম ঘাতক বললে, বেশ, বেশ, এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা। আচ্ছা, আসুন!

কারারক্ষী ব্রাকেনবারী সবই বুঝতে পেরেছে, সে চলে গেল। যাবার আগে একবার ক্লারেন্সের দিকে তাকালে।

দ্বিতীয় ঘাতক এবার প্রথমকে বললে, ঘুমন্ত অবস্থায় কি আঘাত হানব?

প্রথম ঘাতক বললে, না, না, জেগে উঠে আমাদের ভীরু মনে করবে।

জেগে উঠবে! ওরে বোকা, শেষ বিচারের দিনের আগে ওকি জাগতে পারবে?

কিন্তু তখন তো বলবে, আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় আঘাত হেনেছি।

দ্বিতীয় ঘাতক বললে, শেষ বিচারের কথায় আমার মনে অনুতাপ দেখা দিচ্ছে।

তার মানে, তুমি বুঝি ভয় পেলে ?

পরোয়ানা আছে, মৃত্যু তো ওর হবেই। কিন্তু মৃত্যুর এ পরোয়ানা তো আমাদের শেষ বিচারের দিনে রক্ষা করতে পারবে না।

ভেবেছিলাম, তুমি দৃঢ় সংকল্প।

হাঁ, ওকে বাঁচাতে আমি দৃঢ়সংকল্প বইকি !

তাহলে যাও, গ্লস্টারের ডিউককে গিয়ে সে কথা বল !

না, না, একটু দাঁড়াও। আমার ধর্মবুদ্ধি বোধ হয় এবার উপে যাবে। বিশ গুনতে না গুনতেই উধাও হবে।

আমাদের পুরস্কারের কথাটা ভাব, কাজ ফতে করলেই বকশিস।

আরে ভুলে তো গিছলাম। ওকে দেখছি মরতেই হল।

এবার বিবেক কোথায় গেল ?

সেটা এখন গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে গ্লস্টারের টাকাব থলেতে।

তিনি যখন আমাদের বকশিস দেবার জন্য থলের ফাঁস খুলবেন, বিবেক অমনি ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবে।

পালাক না ! আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাব না। ও বড় নটখটি ব্যাপার, বড় ফ্যাসাদের ব্যাপার। মানুষকে ভীরু করে দেয়। মানুষ চুরি করতে সাহস পায় না, ঐ বিবেক তাকে ধমকায়। দিব্যি করতে গেলে বাধা দেয়। ও এক মহা ফ্যাসাদে জিনিষ মানুষের বুকে ঠাঁই নিয়েছে ! শুধু বাধাই দেয়। একবার তো ওরই পাল্লায় পড়ে একজনের টাকার থলেটা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। যার বিবেক আছে সে নিঃস্ব হবেই। যে ভালভাবে বাঁচতে চায়, তাকে বিবেক ছাড়াই বাঁচতে হবে।

প্রথম ঘাতক দ্বিতীয়ের এই উক্তি শুনে একটু বা বিচলিত। সে বললে, দেখ না, এখন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ও বাধা দিচ্ছে ! ঐ দেখ, ডিউক নড়ে উঠছে। আঘাত হানব নাকি ?

ক্লারেন্সের ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি চারিদিকে তাকালেন। তারপরে বলে উঠলেন, রক্ষী কোথায় গেলে, আমাকে এক পাত্র সুরা দাও!

দ্বিতীয় ঘাতক বলে উঠল, আহা প্রভু, এখুনি অনেক মদ পাবেন।

ক্লারেন্স তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে শুধালেন, তোরা কারা?

হুজুরের মতোই মানুষ, প্রথম ঘাতক উত্তর দিলে।

কিন্তু আমার মতো রাজরক্ত তো নেই।

কিন্তু আমাদের মতো রাজভক্ত আপনি নন!

ক্লারেন্স বললেন, কিন্তু স্বরে যতই তোদের বজ্র ধ্বনিত হোক, তোরা সাধারণ, অতি সাধারণ।

আমার স্বর রাজার, কিন্তু আমার চেহারা আমার, প্রথম ঘাতক উত্তর দিলে।

কি ভয়ংকর তোর স্বর! কি বীভৎস তোর উচ্চারণ! ক্লারেন্স যেন শিউরে উঠলেন। তোর চোখে আছে ত্রাস। কিন্তু এমন বিবর্ণ কেন? কে তোদের এখানে পাঠিয়েছে? কেন এসেছিস?

এসেছি—এসেছি—

আমাকে হত্যা করতে?

ওরা নীরব।

ক্লারেন্স আবার বললেন, তোদের সেকথা বলার সাহসও নেই। তাই মনে হয়, তোরা ওকাজ করতে পার না! আমি তো তোদের উপর কোন অবিচার করি নি।

না, কোন অবিচার করেন নি, প্রথম ঘাতক বললে, কিন্তু রাজার উপর অবিচার করেছেন।

আবার তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে।

না, আর হবে না হুজুর! তাই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হোন!

তোমরা কি নির্দোষকে হত্যা করারই ভার নিয়েছ? আমার দোষ কি বল? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ কি

আমরা আদেশ পালন করছি মাত্র, প্রথম ঘাতক বললে।

আমাদের যিনি আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদের রাজা, দ্বিতীয় ঘাতক জানালে।

ক্লারেন্স বললেন, ওরে প্রতারিত ভৃত্য! যিনি রাজার রাজা তিনি তো এক অমোঘ বিধান দিয়েছেন, হত্যা কোরো না। তোমরা কি সেই বিধান লঙ্ঘন করবে—আর লঙ্ঘন করে পালন করবে এক মানুষ-রাজার আদেশ? কিন্তু সাবধান! প্রতিশোধ আছে তাঁর হেফাজতে, তাঁর হাতে—যে তার বিধান লঙ্ঘন করবে, তার উপরে নিক্ষিপ্ত হবে চরম দণ্ড।

সেই দণ্ড তিনি হুজুরের উপর ছুঁড়ে মেরেছেন, আপনি ল্যাঙ্কাস্টারের গৃহযুদ্ধে অপরাধী, প্রথম ঘাতক বললে।

আপনি শপথ ভেঙেছেন, আপনি রাজপুত্রের হত্যার জন্যে দায়ী। দ্বিতীয় ঘাতক যোগ করে দিলে।

ক্লারেন্স বললেন, হায়, হায়! কার জন্যে এ কাজ আমি করেছি জান? আমার ভ্রাতার জন্য।

সে নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করতে পাঠায় নি! সেও তো আমারই পাপে পাপী।

তাহলে কেন আপনি রক্তালিপ্সু ঘাতক হলেন?

হলাম আমার ভ্রাতার প্রতি ভালবাসায়, আমার ক্রোধে। ক্লারেন্স উত্তর দিলেন।

আপনার পাপ, আমাদের কর্তব্যই আপনার হত্যায় আমাদের উত্তেজিত করেছে। প্রথম ঘাতক জানালে।

দ্বিতীয় ঘাতক বললে, আপনি প্রতারিত, আপনার ভাই গ্লস্টার আপনাকে ঘৃণা করেন।

না, না, ক্লারেন্স বলে উঠলেন, সে আমাকে ভালবাসে, আমার প্রিয় সে। তার কাছে তোমরা যাও, তাকে গিয়ে বোলো, আমাদের পিতা, ইয়র্কবংশের প্রতীক রাজা, তাঁর তিন পুত্রকে বিজয়ীর বাহু

তুলে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, পরস্পরকে ভালবাসতে বলেছিলেন। তিনি ভ্রাতৃবিরোধের কথা ভাবেন নি। গ্রস্টার একথা শুনে কাঁদবেন।

হাঁ, পাষাণ ঝরবে! প্রথম ঘাতক বিদ্রূপভাবে বললে।

আপনি নিজেকে প্রতারণা করেছেন! তিনিই আমাদের আপনাকে ধ্বংস করতে পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় ঘাতক জানালে।

না, না, ক্লারেন্স বলে উঠলেন, এ হতে পারে না! আমার এই দুর্ভাগ্যে সে কাঁদে। আমার মুক্তির জন্য সে চেষ্টা করবে, এ-প্রতিজ্ঞাও সে করেছে।

প্রথম ঘাতকের মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে বললে, হাঁ, সে প্রতিজ্ঞা তাঁর অটুট থাকবে—আপনাকে যখন তিনি স্বর্গে পাঠাবেন; তখনো তাঁর সে প্রতিজ্ঞা অবিচল থাকবে।

দ্বিতীয় ঘাতক বললে, কথায় কাজ কি হুজুর, ঈশ্বরের নাম করুন! আপনাকে মরতে হবে!

ক্লারেন্স বুঝলেন, এদের অনুনয় করে লাভ নেই। আমাকে ঈশ্বরের নাম করতে বলছ, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করতে বলছ - তার মানে তোমাদের কি ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে? কিন্তু তাহলে নিজেদের আত্মা সম্পর্কে তোমরা এমন অন্ধ কেন ভাই? তোমরা তো আমাকে হত্যা করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ভাবতো, যারা তোমাদের নিযুক্ত করেছে একাজে, তারাই পরে তোমাদের ঘৃণা করবে।

তাহলে আমরা কি করব? প্রথম ঘাতক শুধালে।

আশার আলো দেখলেন ক্লারেন্স। তিনি বললেন, তোমরা নারাজ হও, নিজেদের আত্মাকে বাঁচাও!

নারাজ হব? প্রথম ঘাতক বলে উঠল, সে যে ভীরুর কাজ, মেয়েমানুষের কাজ।

কিন্তু নারাজ না হলে সে তো হবে পশুর কাজ, শয়তানের কাজ! এস, আমার সহায় হও। আমিও রাজপুত্র—রাজপুত্র ভিখারী হলে কে না তাকে করুণা করে!

দ্বিতীয় ঘাতক বুঝি করুণার্দ্র হয়ে উঠেছে, সে বললে, আপনি পেছনে তাকান !

ক্লারেন্স পেছতে তাকালেন, আর প্রথম ঘাতক তাঁকে আঘাত হানলে।

ক্লারেন্স টলতে টলতে পড়ে গেলেন। প্রথম ঘাতক তার দেহ নিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় ঘাতক তখনো দাঁড়িয়ে আছে। সে অস্ফুট স্বরে বললে, আমি যেন সেই পাইলেট, প্রভু যীশুর সেই বিচারক ! হায়, যদি পারতাম, এ পাপ ধুয়ে ফেলতাম !

প্রথম ঘাতক এবার এসে ঢুকল, সে এসেই বললে, তুমি আমাকে সাহায্য করলে না কেন ! ডিউক একথা জানতে পারবেন। তুমি কর্তব্যে অবহেলা করেছ !

তিনি যদি জানতে পারতেন, আমি তাঁর ভ্রাতাকে বাঁচিয়েছি, তাতে আমি খুশিই হতাম। তুমি বকশিস সব নিয়ো, তাঁকে বলো আমি একথা বলেছি। আমার অনুতাপ হচ্ছে।

এই বলে সে চলে গেল।

প্রথম ঘাতক তার দিকে তাকিয়ে বললে, যা, ভীরু, চলে যা ! আমি যাই, মড়াটাকে লুকিয়ে রাখি। এবার বকশিস নিয়ে আমি চম্পট দেব !

প্রথম ঘাতক এই বলে চলে গেল।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

ইয়র্ক আর ল্যাঙ্কেস্টারের এই দুই রাজপরিবারের বিবাদ ইংলণ্ডে কয়েক পুরুষ ধরেই চলেছিল। বহু আহুতি তাতে পড়েছে, এবার আহুতি পড়ল ইয়র্কের ক্লারেন্স। কিন্তু সে তার নিজের ভ্রাতা রিচার্ডেরই ষড়যন্ত্রে। রিচার্ড হত্যার ধাপ তৈরী করে উঠেছেন রাজমহিমার দিকে, তার আর একটি ধাপ তৈরী হল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

সংযোগস্থল—লণ্ডন। রাজপ্রাসাদের কক্ষ।

রাজা এডওয়ার্ডকে আসন-সমেত নিয়ে বাহকেরা এসে প্রবেশ করল। তিনি অসুস্থ। সঙ্গে রাণী এলিজাবেথ আছেন। এবার প্রবেশ করলেন সম্ভ্রান্তগণ। এঁদের মধ্যে রিভার্স, ডরসেট, হেষ্টিংস, বাকিংহাম প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

রাজা আসনে এলিয়ে পড়ে আছেন। তিনি বললেন, দিনের কাজ তো সাঙ্গ করলাম। আপনারা সম্ভ্রান্তগণ আমাদের এই মিলিত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবেন। আমি তো প্রতিমুহূর্তে আমার মুক্তিদাতার কাছ থেকে দূতের প্রতীক্ষা করছি। তিনি এখান থেকে মুক্তি দেবেন। আমার আত্মার শান্তি স্থাপিত, আমি বন্ধুদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছি। রিচার্ড আর হেষ্টিংস আপনারা হাতে হাত মেলান, আপনারা পরস্পরকে ঘৃণা করবেন না, ভালবাসবেন। সেই শপথ আপনাদের করতে হবে।

রিচার্ড বললেন, ঈশ্বরের নামে বলছি, আমার হৃদয়ের ঘৃণা দূরীভূত; আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম, এই হাতে আমি আমার হৃদয়ের ভালবাসার শীলমোহর করে দেব।

হেষ্টিংসও হাতে হাত মিলিয়ে বললেন, সেই শপথ আমিও করছি।

রাজা তবু বললেন, আপনারা রাজার সুমুখে মিথ্যা বলবেন না; তাহলে যিনি রাজার রাজা তিনি তো আপনাদের মঙ্গল করবেন না।

আমরা সত্যই বলছি, দুজনে সমস্বরে বলে উঠলেন।

রাজা এবার রাণীর দিকে তাকালেন, রাণী, তুমিও এখানে নিস্কৃতি পাবে না। গ্লস্টার, তোমার পুত্র ডরসেটও নন, বাকিংহাম আপনিও নন। আপনারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত। রাণী, তুমি হেষ্টিংসের হস্ত চুম্বন করে ভালবাসা জানাও।

রাণী বললেন, হেষ্টিংস, এদিকে আসুন! আমি আমাদের সেই ঘৃণা আর মনে রাখতে চাইনে।

ডরসেট, রাজা বললেন, তুমি হেষ্টিংসকে আলিঙ্গন কর!

দুজনে রাজার আদেশে আলিঙ্গন করলেন।

রাজা এবার বাকিংহামের দিকে তাকালেন, বাকিংহাম তুমিও এ-মিলনে মিলিত হও!

বাকিংহাম রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাকিংহামের ঘৃণা ভালবাসায় পরিণত হল।

রাজা খুশী, তিনি এবার বললেন, আমাদের গ্লস্টারকে এখন দরকার। তাহলেই আমরা পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

রাজা চাইছেন মৃত্যুর আগে বিবদমান রাজপরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে।

এমন সময় গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ড এসে প্রবেশ করলেন।

বাকিংহাম বললেন, ঐ তো গ্লস্টারের ডিউক আসছেন।

রাজা বললেন, ভাই, আজ বড়ই শুভদিন। আমরা আজ শত্রুতাকে মিত্রতায় পরিণত করেছি, ঘৃণা ভালবাসায় পর্যবসিত হয়েছে। আর আমাদের সভাসদেরা সবাই বন্ধু, শত্রুতা লুপ্ত হয়ে গেছে।

আপনার শ্রমের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক! রিচার্ড বললেন, আমিও বলছি, এই রাজবংশধরদের মধ্যে কেউ যদি ভুল বুঝে মিথ্যায় প্রভাবিত হয়ে আমাকে শত্রু বলে মনে করে থাকেন, অথবা আমি যদি আমার অজান্তে অথবা ক্রোধে কোন রকম অন্যায় করে থাকি, তাহলে আজ আমি সব ভুলে গিয়ে মিলিত হতে চাই বন্ধুত্বের কামনায়। শত্রুতা তো আমার কাছে মৃত্যুরই শামিল।

আমি ঘৃণা করি শত্রুতা, আমি চাই সর্বজনের ভালবাসা। এমন কোন ইংরেজকে তো আমি জানি না, যার সঙ্গে আমার বিবাদ আছে।

রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আপনার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করি। আমার সেবায় আমি তা ক্রয় করে নেব। ভাই বাকিংহাম, যদি কোন দ্বেষ আমাদের মধ্যে থেকে থাকে,—লর্ড রিচার্ড, ডরসেট যদি শত্রুতা আমাদের এতদিন থেকে থাকে—আজ তা দূরে যাক। আমি তো আজ সবার চেয়ে বিনত, নবজাত শিশুর মতোই আমার আত্মা তো আজ নির্মল হল।

রাণী সন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন, আজ কি শুভদিন! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, সব বিবাদ আজই যেন শেষ হয়ে যায়! মহারাজ, এখন আমার প্রার্থনা, আপনি আমাদের ভ্রাতা ক্লারেন্সের প্রতি প্রসন্ন হোন!

রিচার্ড বলে উঠলেন, রাজার কাছে লজ্জিত হব বলেই কি আমি আমার ভালবাসা সঁপে দিয়েছিলাম। কে না জানে ক্লারেন্স মৃত! আপনি তো তাঁর কথা টেনে এনে তাঁর মৃতদেহের উপর আঘাত হানছেন।

সকলে শিউরে উঠলেন!

রাজা এডওয়ার্ড বিস্মিত; তিনি বলে উঠলেন, কে না জানে তিনি মৃত! কে জানে তিনি মৃত? বল, বল!

রাজা চিৎকার করে উঠলেন, হায় ঈশ্বর, একি পৃথিবী!

রাজা আবার বললেন, ক্লারেন্স মৃত? কিন্তু আদেশ তো আমি প্রত্যাহার করেছিলাম।

রিচার্ড ধীরস্বরে বললেন, কিন্তু সে হতভাগ্য আপনার প্রথম আদেশেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সে আদেশ নিয়ে যান বুঝি দেবতা মার্কারী, আর এক বিকলাঙ্গ সে আদেশ পালন করে।

ডার্বির লর্ড এসে ঢুকলেন, তিনি বললেন, মহারাজ, আমি রাজ-সেবার পুরস্কার চাই।

রাজা বললেন, ধীরে, ডার্বি ধীরে! আমার হৃদয় দুঃখে অভিভূত।

আমার কথা না শোনা পর্যন্ত আমি উঠব না, এই বলে পদতলে লুটিয়ে পড়লেন ডার্বির লর্ড।

বল—তোমার কি প্রার্থনা বল?

ডার্বির লর্ড বললেন, নরকোকের ডিউকের অনুচর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিহত করে আমার ভৃত্য, তার জীবন প্রার্থনা করি।

রাজা আসনে ঢলে পড়লেন, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, আমি ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হলাম, আমার জিহ্বায় সেই বাণী উচ্চারিত হল—আর সেই জিহ্বা দিয়ে কি এক দাসের জীবন ভিক্ষা দেব? আমার ভাই তো কাউকে হত্যা করেননি! তাঁর পাপ, তিনি মৃত্যুর কথা ভেবেছিলেন! কিন্তু তার ফল হোল নিষ্ঠুর মৃত্যু। তাঁর জীবনের জন্য কি আমার কাছে প্রার্থনা করেছিল? কে আমার ক্রোধান্ধ মূর্তির পদতলে পড়ে অনুনয় করেছিল, আমাকে সৎ পরামর্শ দিয়েছিল? কে বলেছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা? কে বলেছিল ভালবাসার কথা? কে তখন জানিয়েছিল যে, আমার ঐ হতভাগ্য ভ্রাতা আমার জন্য সংগ্রাম করেছিল? সে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল, বলেছিল, ভাই, তুমি বাঁচ, রাজা হও! যখন আমরা রণাঙ্গনে তুষারীভূত হয়েছিলাম, কে আমাকে তার নিজের বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, কে নিজে উলঙ্গ হয়ে, শীতে কাতর হয়ে আমাকে রেখেছিল উষ্ণ?

রাজা কেঁদে উঠলেন, আমার বর্বর ক্রোধে আমি সব বিস্মৃত হয়েছিলাম, কেউ তো আমাকে তোমরা মনে করিয়ে দাও নি। অথচ যখন মাতাল হয়ে তোমাদের অনুচরেরা কাউকে হত্যা করে তখন এসে বল—ক্ষমা কর! ক্ষমা কর রাজা! আর আমাকেও অন্যায় জেনেও ক্ষমা করতে হয়। কই, আমার ভ্রাতার জন্য তো একটা মানুষও অনুনয় করে নি? আর আমিও নিজও তো নিজের কাছে অনুনয় জানাইনি। হায় রে অভাগা! জীবনে তোমরা তার কাছে বহু বিষয়ে

ঋণী হয়েছ, কিন্তু কেউ তো তার জীবন ভিক্ষা করলে না। ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমি জানি, তোমার ন্যায়দণ্ড আমার উপর আপতিত হবে। আর সে ন্যায়দণ্ড থেকে তোমরা সভাসদেরাও তো অব্যাহতি পাবে না।

তিনি এই বলে এলিয়ে পড়লেন আসনে। বলে উঠলেন,

আমাকে আমার ঘরে নিয়ে চল! হায় রে হতভাগ্য ক্লারেন্স।

রাজাকে ধরাধরি করে নিয়ে কয়েকজন সভাসদ কক্ষ থেকে চলে গেলেন।

রাণীও তাঁদেরই পশ্চাতে পশ্চাতে প্রস্থান করলেন।

রিচার্ড অবশিষ্ট সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হঠকারিতার এই ফল! দেখলেন না আপনারা, ক্লারেন্সের মৃত্যুর কথা শুনে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেলেন মহারাণীর আত্মীয়েরা? যাক্! ঈশ্বর তার প্রতিশোধ নেবেন? আসুন এবার আমরা রাজাকে সান্ত্বনা দিতে যাই।

॥ দুই ॥

প্রাসাদের আর এক কক্ষ। সেখানে ইয়র্কের ডাচেসকে দেখা গেল। তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের বিধবা মাতা, ক্লারেন্স এবং রিচার্ডের ও মা। ক্লারেন্সের পুত্র আর কন্যাকে নিয়ে তিনি এসেছেন।

ক্লারেন্সের ছোট ছেলেটি বললে, ঠাকুমা, আমাদের বাবা কি মারা গেছেন?

ডাচেস কাঁদছিলেন, তিনি চোখ মুছে বললেন, না।

মেয়েটি বললে, তাহলে তুমি কাঁদছ কেন ঠাকুমা, বুক চাপড়াচ্ছ কেন? আর বলছ কেন, ক্লারেন্স আমার হতভাগ্য সন্তান!

তাই তো ঠাকুমা, ছেলেটি বললে, তুমি অমন মাথা নাড়ছ কেন? আমাদের অনাথ শিশু বলছ কেন? আমাদের বাবা বেঁচে থাকতে আমরা অনাথ হব কেন?

ডাচেস বললেন, ওরে তোরা ভুল করেছিস! রাজার অসুখ, আমি তার জন্যে কাঁদছি। তোর বাবার জন্যে কাঁদছিনে। যে চলে গেছে তার জন্যে কাঁদা তো বৃথা!

তা হলে আমার বাবা মারা গেছেন? আর তার জন্যে দায়ী ঐ রাজা? ভগবান এর প্রতিশোধ নেবেন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, ছেলেটি বললে।

আমিও করব, মেয়েটিও সায় দিলে।

ডাচেস তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন; ওরে, তোরা শান্ত হ! রাজা তোদের ভালবাসেন। ওরে তোরা তো শিশু, তোরা জানিস নে, কে তোদের পিতার মৃত্যুর কারণ।

ছেলেটি বললে, আমি জানি। আমাদের কাকা গ্লস্টার বলেছেন, রাজাকে উত্তেজিত করেন রাণী, আর তারই ফলে আমার বাবার মৃত্যু হয়। কাকা তো আমাকে বলেছেন, আমি যেন তাঁর উপর নির্ভর করি। তিনি আমাকে ভালবাসেন।

ডাচেস ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, হায়রে হায়, প্রতারণা এমনি করেই নিজেকে ঢেকে রাখতে পারে। ধর্মের মুখোসে সে পাপকে লুকিয়ে রাখতে পারে! হায় রে হায়! ও যে আমার পুত্র, সে তো আমারই লজ্জা! কিন্তু আমার রক্ত থেকে তো এ প্রতারণা ও পায় নি!

এমন সময় আর্তনাদ ও গোলমাল শোনা গেল।

ডাচেস উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন, তিনি বললেন, শোন, শোন! ও কিসের গোলমাল!

রাণী এলিজাবেথ চুল এলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে ডরসেট ও রিভার্স। ডরসেট রাণীর পুত্র, রিভার্স তাঁর ভ্রাতা।

রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাণী তাই কাঁদছেন। তিনি চিৎকার করে বলছেন,

আমাকে কে বাধা দেবে এই ক্রন্দনে। আমি তো অন্ধ

নিরাশাকে আমার সখা করে নিলাম আমার আশার বিরুদ্ধে। আমার শত্রু হলাম আমি।

ডাচেস এগিয়ে এসে শুধালেন, এর মানে কি? কেন এই অধৈর্য চীৎকার?

রাণী জানালেন, আমার প্রভু এডওয়ার্ড, আপনার পুত্র এডওয়ার্ড, রাজা এডওয়ার্ড—আর নেই। শাখা-প্রশাখা থেকে কি হবে, যখন তার মূল চলে গেল? পাতা শুকিয়ে গেল না কেন?

ডাচেস বললেন, মৃত্যু আমার স্বামীকেও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, রেখে গিয়েছিল দুই পঙ্গুর যষ্টি। সে যষ্টি এডওয়ার্ড আর ক্লারেন্স। আজ তারাও গেল।

ক্লারেন্সের ছেলে বললে, কাকিমা তুমি তো আমাদের বাবার মৃত্যুর জন্য কাঁদনি, আমরা কেন তোমার দুঃখে কাঁদব?

পুত্র বললে, আমাদের পিতার দুঃখে তো কেউ কাঁদেনি, তবে বিধবার দুঃখে কে কাদবে?

আমার দুঃখে সাহায্য করতে হবে না, রাণী বললেন। আমিও অভিযোগ করতে পারি। সমস্ত ঝরণা আমার চোখে জল এনে দেবে, আমি পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেব। আমি আমার স্বামী এডওয়ার্ডের জন্য এমনি করেই কাঁদব।

আর আমরা কাঁদব আমাদের পিতা ক্লারেন্সের জন্য, তার পুত্র আর কন্যা বলে উঠল।

ডাচেস বললেন, আমি তো দুজনের জন্যই কাঁদি। হা এডওয়ার্ড, হা ক্লারেন্স!

এডওয়ার্ডই ছিলেন আমার অবলম্বন, তিনি চলে গেছেন—আর কে আছে? রাণী বললেন।

ক্লারেন্স ছাড়া আমাদেরই বা কে ছিলেন? ক্লারেন্সর পুত্র-কন্যা ডকারে কেঁদে উঠল।

আমারই বা আর কে ছিল ওরা ছাড়া! ডাচেস বললেন।

আমি তো এই দুঃখেরই জননী। তোমাদের দুঃখ তো আংশিক, আমার দুঃখ তো ব্যাপক। রাণী কাঁদেন এডওয়ার্ডের জন্য, আমিও তো কাঁদি। আবার তোরা কাঁদিস ক্লারেন্সের জন্য, সে কান্নায় আমিও তো চোখের জল মেশাই। তোরা কাঁদ, কাঁদ, আমি তোদের দুঃখের ধাত্রী; আমি উচ্চরোলে কেঁদে উঠব।

ওঁরা শোক করছেন এমন সময় রিচার্ড, বাকিংহাম, ডার্বি, হেস্টিংস, র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতি এসে হাজির হলেন।

রিচার্ড রাণীকে বললেন, হে আমার ভ্রাতৃবধূ, শান্ত হও! আমি বহুদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। রিচার্ড মাতা ডাচেসের পদতলে নতজানু হয়ে এসে বসলেন।

ডাচেস তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, তোমার হৃদয়ে এনে দিন শান্তি, ভালবাসা, দয়া। তুমি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হও!

রিচার্ড আপন মনে বললেন, আর আমি বৃদ্ধ হয়ে মারা যাই, এই কথাটা মা বাদ দিলেন কেন!

বাকিংহাম এবার নিজের কথা পাড়লেন। রাজা মৃত কিন্তু তাঁর যুবরাজের কথা ভাবতে হবে। তিনি এখন লাডলোতে আছেন, তাঁকে লণ্ডনে এনে অভিষিক্ত করাতে হবে। কিন্তু জাকজমক কিছুই না করাই ভাল।

এতে রিভার্স আপত্তি জানাতে বাকিংহাম বললেন, আড়ম্বর করলে হয়তো আবার ঈর্ষা দেখা দেবে।

কিন্তু একথা শুনে রিচার্ড বললেন, রাজা আমাদের পরস্পরকে শান্তির বন্ধনে বেঁধে গেছেন। আমরা জানি, সে অঙ্গীকার আমরা পালন করব।

রিভার্স বললেন, আমিও এবিষয়ে একমত। কিন্তু আমাদের অঙ্গীকার এখনো কাঁচা, তাই বাকিংহামের যুক্তিই ভাল। কোন

আড়ম্বর না করে সামান্য ক'জন লোকের সঙ্গেই যুবরাজ আসুন ?

হেস্টিংসও এতে সায় দিলেন।

রিচার্ড সব শুনে বললেন, তাহলে কয়েকজন লোককে লাডলোতে পাঠানো হোক !

সবাই চলে গেলেন, শুধু বাকিংহাম আর রিচার্ড রইলেন।

রিচার্ড ধীরে ধীরে বাকিংহামের কাছে এসে বললেন, ভাই তুমি তো আমার ভবিষ্যৎবাণী, আমার ভবিষ্যৎবক্তা, আমার ভ্রাতা। আমি শিশুর মতোই তোমার পরামর্শে চলব। তাহলে লাডলোর পথেই আমাদের যাত্রা সুরু হোক ! আমাদের তো পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

এই বলে বাকিংহামের হাত ধরলেন রিচার্ড।

যুবরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বীজ আগেই উপ্ত হয়েছে, এবার তার ফসল ফলবে। দেখা যাক কি ফসল ফলে !

।। তিন ।।

লণ্ডনের পথ। জনতার জোয়ার চলেছে। তারা রাজার মৃত্যু আর যুবরাজের অভিষেক নিয়ে আলাপ করছে।

একটি লোক ভিড়ের মধ্যে যাচ্ছিল, তাকে আর একজন ডাকলে।

আরে, আরে—এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলেছ ?

আরে—খবর শুনেছ ? সে বললে।

রাজা মারা গেছেন, এই খবর তো ?

তা খবরটি তো খারাপ ভাই, আর শীগগিরই হয়তো আরো খারাপ হবে।

এমন সময় তাদের কথা বলতে দেখে আর একজন জুটে গেল।

সে এসেই বললে, তবে কি রাজা মারা গেছেন—একথা সত্যি ?

তা সত্যি বই কি, প্রথম বললে।

তাহলেই তো বিপদ, তৃতীয় লোকটি মাথা নাড়লে।

বিপদ আবার কি ? রাজার ছেলে রাজা হবেন।

রাজার ছেলে শিশু। শিশু রাজা হলে সে রাজ্যের ভালাই নেই। সভা শাসন করবে এখন, তারপরে বড় হলে তিনি শাসন করবেন।

প্রথম বললে, তার তো নজির আছে। ষষ্ঠ হেনরী যখন রাজ্য পান তখন তিনি ন' মাসের বাচ্চা।

তৃতীয় মাথা নেড়ে বললে, না, না, ওভাবে রাজ্যশাসনে ফেঁকড়া আছে।

তা হলে তো বিপদ।

আরে মেঘ দেখা দিলে বুদ্ধিমানেরা জোব্বা পরেন, যখন পাতা খসে —জানবে শীত এল বলে। সূর্য অস্ত গেলে কে না রাতের কথা ভাবে ? ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

দ্বিতীয় মাথা নেড়ে বললে, মানুষ ভয়েই মরে। কারো সঙ্গে কথা বলে না! খালি ভয়—ভয়!

তৃতীয় কিন্তু তাতে কাবু না হয়ে বললে, আরে মানুষ কি সাধে ভয় পায়! বিপদের গন্ধ শুঁকেই পায়, তাই তার ভয়। ঝড় ওঠার আগে দেখনা, জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে। যাহোক, সবই ভগবান ভরসা, চলেছ কোথায় ?

আদালতে।

আমাকেও তো শমন দিয়েছে।

॥ চার ॥

লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ!

ইয়র্কের প্রধান ধর্ম্মযাজক, ইয়র্কের ডিউক, রাণী এলিজাবেথ এবং ইয়র্কের ডাচেসকে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা আলাপ করছেন।

ধর্ম্মযাজক বললেন, কাল রাতে তারা ছিল ষ্ট্রাটফোর্ডে, আজ নর্দামটনে রাত কাটাবে। কাল কি পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছিবে!

ডাচেস বললেন, যুবরাজকে দেখার জন্যে আমি অধীর। শেষ যা দেখেছিলাম, তারপরে বোধ হয় বেশ বেড়েছে।

রাণী বললেন, আমি শুনেছি আমার ইয়র্ক ওকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইয়র্ক বললে, মা, আমি অমন বাড়তে চাইনে।

ডাচেস বললেন, সে কি নাতিন, বাড়া তো ভাল।

ইয়র্ক বললে, ঠাকুমা, এক রাতে রিভার্স মামা আর রিচার্ড কাকার সঙ্গে ভোজে বসেছি, তখন মামা বললেন, আমি নাকি আমার যুবরাজ ভাইয়ের চেয়ে মাথায় বেড়ে উঠেছি! রিচার্ড অমনি মন্তব্য করলেন, ছোট ছোট ওষধির চারা দেখতে ভাল, কিন্তু আগাছা বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। সেই থেকে ভেবেছি, আমি বাড়তে চাইনে। সুন্দর ফুলের চারা বাড়ে কম, আগাছা বাড়ে বেশি।

ডাচেস বললেন, এ মন্তব্য যে করেছে, তার পক্ষে এতো সত্য নয়! সে ছিল বিকলাঙ্গ, বামন, ধীরে ধীরে সে বেড়েছে, যদি ওর কথা সত্য হোত, তাহলে ও হতো লাবণ্যময় পুরুষ।

ধর্মযাজক বললেন, মা রিচার্ড তো তাই।

তাই হোক! কিন্তু মার মনের সন্দেহ থাক না।

এমন সময় দূত এসে প্রবেশ করল।

ধর্মযাজক দূর থেকে দূতকে দেখে বললেন, ঐ যে দূত আসছে।

দূত কাছে এগিয়ে আসতে বললেন, কি সংবাদ ?

দূত ভগ্নদূত দুঃখের বার্তা নিয়ে এসেছে। সে বললে; আমি যে বার্তা নিয়ে এসেছি, বলতে ও আমার দুঃখ হচ্ছে।

রাণী এলিজাবেথ ব্যগ্র হয়ে শুধালেন, কুমার সুস্থ তো ?

হাঁ, তিনি সুস্থ, দূত উত্তর দিলে।

ডাচেস শুধালেন, বল—কি সংবাদ ?

লর্ড রিভার্স, লর্ড গ্রে বন্দী, তাঁদের পমফ্রেটে পাঠানো হয়েছে।

কে তাদের বন্দী করলে ? ডাচেস শুধালেন।

গ্লস্টার আর বাকিংহাম।

কি অপরাধে ?

আমি জানি না !

রাণী এলিজাবেথ কেঁদে উঠলেন, আমার বংশ ধ্বংস হল! ব্যাঘ্র এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিষ্পাপ তো তার শাকার হবে। আমার সিংহাসনের তো বিপদ আসন্ন। আমি যেন মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছি, সব ধ্বংস হয়ে গেল।

ডাচেস তীব্র কণ্ঠে বললেন, অভিশপ্ত দিন আমার মতো কে দেখেছে ! আমার স্বামী নিহত হয়েছেন, আমার সন্তানেরা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে বিবাদের অসূয়ায়। তারা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে করছে যুদ্ধ, নিজের সন্তানকে নিজের সন্তানের বুকে অস্ত্রাঘাত হানতে দেখেছি। কে জানে, আরো কত দেখব! এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

রাণী বললেন, আমরা এবার মঠে যাব, ডাচেস আপনি বিদায় দিন !

ডাচেস বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

আপনার যাবার তো কারণ ঘটেনি, রাণী উত্তর দিলেন। তারপরে চলেও গেলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

লণ্ডনের পথ।

দামামা বেজে উঠল। যুবরাজ, গ্লস্টার, বাকিংহাম, ক্যাসবী, কার্ডিনাল, বুচার প্রভৃতি এসে প্রবেশ করলেন।

বাকিংহাম আভূমি নত হয়ে অভ্যর্থনা করলেন যুবরাজকে, আস্থন কুমার, লণ্ডনে আস্থন!

রিচার্ড বললেন, এস, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার হৃদয়ের রাজা, এস! দীর্ঘপথ তোমাকে ক্লান্ত করেছে, তোমার মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফেলেছে!

কুমার বললেন, না পিতৃব্য, আমাদের দুর্দিন যাত্রাকে দীর্ঘ ক্লান্তিকর করে তুলেছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমার আর সব পিতৃব্য আর মাতুলেরাও আমাকে অভ্যর্থনা করতে আসবেন।

রিচার্ড বললেন, কুমার, তুমি এখনো পৃথিবীর মিথ্যাচারের ভিতরে প্রবেশ কর নি। মানুষের বাইরেটা দেখেই বিচার করছ। কিন্তু বাইরের আকৃতি তো মনের সঙ্গে খাপ খায় না। যাদের তুমি চাইছ, তারা তোমার পথে বিপদজনক!

কুমার স্তম্ভিত; তিনি বললেন, মিথ্যাবাদী প্রতারক বন্ধুর হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!

রিচার্ড বললেন, কুমার তোমাকে স্বাগত জানাতে আসছেন লণ্ডন নগরের পৌর-প্রধান।

পৌর-প্রধান এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি সম্ভাষণ জানালেন, কুমার তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। কুমার এবার বললেন, আমার মাতা আর ভ্রাতা—তাঁদের তো আসার কথা। তারা আসছেন না কেন? তাঁরা আসবেন কি আসবেন না—

এ খবর তো হেষ্টিংস এসে জানাতে পারতেন। তিনি কি এতই অলস যে এখনো আসতে পারলেন না !

এমন সময় লর্ড হেষ্টিংস এসে প্রবেশ করলেন, তিনি জানালেন. —আপনার মাতা ও ভ্রাতা এখন মঠে।

বাকিংহাম উৎফুল্ল হয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ একি ব্যবহার ! কার্ডিনাল, আপনি গিয়ে বলুন, রাণী যেন ইয়র্কের ডিউককে পাঠিয়ে দেন। যদি তা না দেন, লর্ড হেষ্টিংস তাঁর কোল থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনবেন।

কার্ডিনাল বললেন, বাকিংহাম, কথায় তা সম্ভব হতে পারে কিন্তু মঠ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা তো অসাধ্য। আমি তো সে পাপে লিপ্ত হতে পারব না।

বাকিংহাম তাঁকে বোঝালেন, আপনার বার্ধক্য আপনাকে বিভ্রান্ত করছে। যারা মঠের রক্ষক, তারা বিধি লঙ্ঘন করেছে। কুমার তাদের সে অধিকার দেন নি। সুতরাং মঠ তাদের আশ্রয় দিতে পারে না।

কার্ডিনাল আশ্বস্ত হয়ে লর্ড হেষ্টিংসকে নিয়ে চলে গেলেন।

এবার কুমার বললেন, পিতৃব্য গ্লস্টার, আপনি বলুন, যদি আমার ভ্রাতা আসেন, আমার অভিষেক অবধি কোথায় তাঁর স্থান হবে ?

রিচার্ড অমনি বলে উঠলেন, কুমার, আমি বলি—দু-একদিন টাওয়ারেই রাখ ! তারপরে তোমার যেমন অভিরুচি।

কুমার বললেন, টাওয়ার আমি পছন্দ করি নে। জুলিয়াস সীজার কি ঐ টাওয়ার গড়েছিলেন ?

হাঁ, রিচার্ড বললেন। তবে যুগ যুগ ধরে সংস্কার হয়েছে।

এ কি ইতিহাসের কথা ?

হাঁ, কুমার।

কিন্তু সে ইতিহাস তো লিখিত নয়। সত্য যা তা তো যুগ যুগ ধরে থাকবে। ওয়ারিশরা তা পাবে।

রিচার্ড আপন মনে বললেন, এমন জ্ঞানী, অথচ এমন তরুণ—লোকে বলে—তারা তো বেশীদিন বাঁচে না।

কি বলছেন পিতৃব্য ? কুমার শুধালেন।

বলছি, লিপি না থাকলেও যশ তো থাকে।

কুমার বললেন, জুলিয়াস সীজার ছিলেন যশস্বী। তার বুদ্ধিকে শান দিয়েছিল তাঁর সাহস। বুদ্ধি তাঁর সাহসকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এই বিজেতাকে মৃত্যু জয় করতে পারেননি। এখনো তিনি যশোজীবি হয়ে আছেন, যদিও জীবন তার শেষ হয়ে গেছে। বাকিংহাম, আমি যেন কি বলছিলাম—

কি কুমার ?

কুমার বললেন; হাঁ, মনে পড়েছে। যদি বেঁচে থাকি, মানুষের মত বাঁচবো। আবার ফ্রান্সে আমাদের পূর্ব অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করব। আমি রাজা হয়ে বাঁচতে চাই, যোদ্ধা হয়ে মরতে চাই।

রিচার্ড আপন মনে বলে উঠলেন, গ্রীষ্ম যখন ক্ষণিকের আয়ু নিয়ে আসে, তখন তো বসন্ত আনেনা।

এমন সময় ইয়র্কের শিশু-ডিউককে নিয়ে হেষ্টিংস ও কার্ডিনাল এসে প্রবেশ করলেন।

কুমার তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, ইয়র্কের ডিউক, আমাদের স্নেহাস্পদ ভ্রাতার কি সংবাদ ?

ইয়র্কের ডিউক বললেন, আমার ভীতিপ্রদ প্রভু, এখন তোমাকে ঐ নাম ধরেই ডাকব।

গ্লস্টার রিচার্ড বললেন, আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের খবর কি ? কি খবর ইয়র্কের ?

ইয়র্ক বললে, আপনাকে ধন্যবাদ পিতৃব্য ! আপনি বলেছিলেন, আগাছা তাড়াতাড়ি বাড়ে, আমার ভ্রাতাও তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছেন।

হাঁ, রিচার্ড উত্তর দিলেন, তিনি তাড়াতাড়িই বেড়ে উঠেছেন।

তাই কি তিনি অলস ?

না, না, পুত্র, ওকথা আমি বলতে পারিনে।

পিতৃব্য, আমাকে ঐ ছুরিখানা দিন! ইয়র্ক হঠাৎ বলে উঠল।

আমার ছুরি! রিচার্ড বললেন, নিশ্চয়ই দেব।

ভাই, তুমি কি ভিখারী? কুমার শুধালেন।

ইয়র্ক বললেন, না, ভিক্ষা নয়! এ এক উপহার।

তার চেয়েও বড় উপহার আমি দেব, রিচার্ড বললেন।

বালক ইয়র্ক হেসে বললে, তার মানে তো তরবারী।

কেন আমার অস্ত্র চাইছ? কি করবে? তোমার মা তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে টাওয়ারে অপেক্ষা করছেন।

আপনিও কি টাওয়ারে যাবেন কুমার? ইয়র্ক শুধালেন।

কুমার বললেন, আমার রক্ষক পিতৃব্য তাই বলছেন।

আমি তো সেখানে শান্তিতে ঘুমোতে পারব না।

কুমার বললেন, চল, ইয়র্ক, আমরা যাই।

ইয়র্ককে নিয়ে কুমার চলে গেলেন। সভাসদেরাও সঙ্গে গেলেন। শুধু রইলেন রিচার্ড, বাকিংহাম ও ক্যাটস্‌বী।

বাকিংহাম রিচার্ডকে বললেন, এই বক্তিয়ার ইয়র্কটা ওর মার কথায় আপনাকে এমন করে ঠাট্টা করলে।

তাতে সন্দেহ কি! বালক বড়ই প্রগলভ, ও সাহসী, বুদ্ধিমান, দক্ষ—মার সব কিছু গুণ পেয়েছে।

বাকিংহাম বললেন, ওসব কথা থাক! ক্যাটস্‌বী, তুমি আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা জান, তোমার কি মত? হেষ্টিংসকে কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি?

হেষ্টিংস কুমারকে ভালবাসেন, তাঁকে কুমারের বিরুদ্ধে টেনে আনা মুশকিল। ক্যাটস্‌বী উত্তর দিলে।

আর স্ট্যানলে!

সেও হেষ্টিংস-এরই মতো।

বাংকিহাম বললেন, তুমি হেষ্টিংস-এর কাছে যাও! তাকে কাল টাওয়ারে ডেকে নিয়ে এস। বলো, অভিষেক সম্পর্কে পরামর্শ আছে: যদি সে আমাদের পক্ষের লোক হয়, তাকে আমাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ো। যদি সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তুমিও নীরব থাকবে। আমাদের এসে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানাবে। আমরা কাল পরামর্শ বৈঠক বসাব, তোমার ঢের কাজ। যাও ক্যাটস্‌বী, এই কাজটি শেষ কর।

ক্যাটস্‌বী চলে গেল।

বাংকিহাম রিচার্ডকে বললেন, যদি হেষ্টিংস রাজী না হয়, আমরা কি করব?

রিচার্ড উত্তর দিলেন, তার মাথাটা এক কোপে উড়িয়ে দিয়ো। আর তা যদি করতে পার,—আমি রাজা হলে তুমি হার-কোর্টের আর্লগিরি দাবি কোরো।

আপনি যা দেবেন, তাই-ই আমার দাবি, বাকিংহাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন।

চল, এবার যাই।

তাঁরা চলে গেলেন।

।। দুই ।।

লর্ড হেষ্টিংসের প্রাসাদ-দুর্গের কক্ষ।

অর্গলবদ্ধ কক্ষ। দূত এসেছে সমাচার নিয়ে। বার বার ধাক্কা মারছে দরজায়। দরজা এখানো বন্ধ।

এবার দূত চিৎকার করে উঠল, প্রভু, প্রভু, দরজা খুলুন!

কে? ভিতর থেকে হেষ্টিংস শুধালেন।

লর্ড স্ট্যানলের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছি।

কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হল, লর্ড হেষ্টিংস এসে প্রবেশ করলেন।

ক'টা বাজে! তিনি শুধালেন।

চারটে, দূত উত্তর দিলে।

তোমার প্রভু কি আজ রাতে ঘুমোতে পারেন নি?

তিনি আপনাকে ডেকেছেন। তিনি খবর পাঠিয়েছেন, আজ রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন,—এক শূকর এসে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে। তিনি তাই আপনাকে জানিয়েছেন, আপনার আর তাঁর সমূহ বিপদ। সেই বিপদ কাটাবার জন্য আপনি ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গী হয়ে উত্তর অঞ্চলে চলে যেতে পারেন।

হেষ্টিংস বললেন, দূত, তুমি তোমার প্রভুর কাছে গিয়ে বল, যতই পরামর্শ বৈঠক বসুক, আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। বোলো, তাঁর ভয় অমূলক। আর তাঁর স্বপ্নের কথা—আমি জানি তিনি অগভীর নিদ্রার এই বিদ্রূপকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেন। শূকর দেখে পলায়ন করা মানে তো শূকরকে বাঁচিয়ে দেওয়া। সে হয় তো পশ্চাৎধাবন করতে চায় না, তাকে শুধু শুধু সেদিকে প্রেরণা দিয়ে লাভ কি! যাও, তোমার প্রভুকে আমার কাছে আসতে বল।

দূত চলে গেল, ক্যাটস্‌বী এসে প্রবেশ করল।

সুপ্রভাত প্রভু, ক্যাটস্‌বী সম্ভাষণ জানালে।

সুপ্রভাত ক্যাটস্‌বী। তুমিও দেখছি ভোরে উঠেছ! হেষ্টিংস বললেন, আমাদের রাজ্যের সংবাদ কি—কি সংবাদ!

এ এক টাল-মাটাল দুনিয়া হুজুর। মনে হয়, আর সোজা হয়ে দাঁড়াবে না, যতদিন পর্যন্ত না রিচার্ড মালা গলায় পরছেন।

মালা! তুমি কি রাজমুকুটের কথা বলছ ক্যাটস্‌বী?

বিস্মিত হলেন লর্ড হেষ্টিংস।

হাঁ, প্রভু।

রাজমুকুট! আমি আমার মাথা কেটে ফেলব, তবু রাজমুকুট

অযোগ্যের মাথায় চাপবে, এ তো আমার সহ্য হবে না। তুমি কি জান না, ঐ রাজমুকুট রিচার্ডের লক্ষ্য ?

জানি। তাই আপনাকে তাঁর পক্ষে যোগ দিতে বলি। আপনাকে তাই তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনার দুষমন,—রাণীর প্রিয়জনেরা আজ প্রাণ দেবে।

আমি তাদের জন্য শোক করব না। তারা আমার শত্রু। কিন্তু রিচার্ডের পক্ষ হব, আমার প্রভুর উত্তরাধিকারীদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াব—তা আমি করতে পারব না। আমরা আমাদের প্রভুর সেবা করব।

ক্যাটস্‌বী বললে, আপনি মহৎ, মহৎ আপনার মন !

কিন্তু একটা দুঃখ ক্যাটস্‌বী, এই বিয়োগান্ত নাটক আমাকে দেখতে হবে।

মৃত্যু তো ঘৃণিত, তাই উপায় তো নেই।

উঃ কি ভয়ানক ! রিভার্স, ভগহান, গ্রে বলি পড়েছে, আরো পড়বে।

তাঁরা হয়তো তোমার আমার মতোই নিজেদের নিরাপদ ভাবছে। তাঁরা হয়তো রিচার্ড আর বাকিংহামেরই প্রিয়পাত্র।

ক্যাটস্‌বী অন্য প্রসঙ্গ তুলল, তাঁরা আপনার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। জানি, হেষ্টিংস বললেন, তাঁরা তা করবেন। আমি সে প্রশংসার যোগ্য অধিকারী।

এমন সময় স্টানলে এসে ঢুকলেন।

তাঁকে দেখে হেষ্টিংস বলে উঠলেন, এস এস ! তোমার শূকর মারবার বর্শা কোথায় ? তুমি শূকরকে ভয় কর, অথচ নিরস্ত্র।

স্টানলে বললেন, সুপ্রভাত। আপনি ঠাট্টা করতে পারেন, আমি কিন্তু ঐ পরামর্শ-বৈঠককে ভাল চোখে দেখছিনে।

হেষ্টিংস উত্তর দিলেন, স্টানলে, আমিও তোমার মতোই জীবনকে

মহামূল্য বলে মনে করি। কিন্তু আমি জানি, আমাদের নিরাপত্তা আছে।

স্টানলে বললেন, ঐ নিরাপত্তার কথা আজ যাঁরা পমফ্রেটে বন্দী তাঁরাও লণ্ডন থেকে যাত্রা করার সময় ভেবেছিলেন। তাঁরাও ছিলেন উৎফুল্ল, তাঁদের অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। কিন্তু দেখলেন তো, কেমন করে নির্মল আকাশ মেঘে ঢেকে গেল! তা এখন কি করব? টাওয়ারে যাব!

হেষ্টিংস বললেন, আজ ওরা বুঝি বলি পড়ল।

হাঁ, স্টানলে উত্তর দিলেন, সত্যের জন্য ওদের মাথা ধড়ে থাকাই উচিত ছিল, ওদের অভিযোক্তাদের থেকে ওরা তো ঢের সত্যবাদী। যা হোক, আমি চলি।

এমন সময় একটি অনুচর এসে প্রবেশ করল।

আচ্ছা, তোমরা যাও, ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

ক্যাটস্‌বী ও স্টানলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তোমার কি খবর? অনুচরটিকে শুধালেন।

শুভ খবর, অনুচর উত্তর দিলে!

আমারও শুভ! হেষ্টিংস বললেন, শেষবার যখন দেখা হয়, তখন রাণীর প্রিয়জনের ষড়যন্ত্রে বন্দী হয়ে টাওয়ারে চলেছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকে খবর দিই বন্ধু, আমার শত্রুরা হত। আমার পক্ষে এতো মঙ্গল।

ঈশ্বরের ইচ্ছা!

নাও, এই নাও—লর্ড হেষ্টিংস তাঁর মুদ্রাধার ছুঁড়ে দিলেন। অনুচরটি মুদ্রাধারটি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এমন সময় একজন পাদ্রী এসে প্রবেশ করলেন।

পাদ্রীর কানে কানে তিনি কি বললেন, পাদ্রী মাথা নাড়লেন। এবার এলেন লর্ড বাকিংহাম। বাকিংহাম বললেন, পাদ্রীর সঙ্গে কথা বলছেন! আপনার তো পাদ্রীর দরকার নেই। পমফ্রেটে আপনার বন্ধুদের এখন পাদ্রীর দরকার।

হেষ্টিংস শুধালেন, আপনিও কি টাওয়ারে চলেছেন বাকিংহাম ?

হাঁ, চলেছি। তবে বেশীক্ষণ থাকব না। আপনি সেখানে পৌঁছিবার আগেই চলে আসব।

সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজ অবধি থাকব। লর্ড হেষ্টিংস জানালেন।

বাকিংহাম আপন মনে বললেন, রাতের ভোজও তোমাকে সেখানে খেতে হবে। কিন্তু তুমি তো তা জাননা লর্ড হেষ্টিংস। প্রকাশ্যে বললেন, চলুন যাই !

তাঁরা চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

পমফ্রেটের প্রাসাদদুর্গ।

স্যার রিচার্ড র‍্যাটক্লিফের উপর হতভাগ্য বন্দীদের প্রাণদণ্ডের ভার অর্পিত হয়েছে। বন্দী রিভার্স র‍্যাটক্লিফকে বললেন, র‍্যাটক্লিফ, আর কোনো কথা নেই। শুধু একটি কথা। আজ তুমি এমন এক প্রজাকে মরতে দেখবে, যে তার সত্যের জন্য, প্রভুভক্তির জন্য প্রাণ দিলে।

তোমাদের হাত থেকে যে নিষ্কৃতি পেলেন কুমার, এই জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। র‍্যাটক্লিফ বললেন, তোমরা তো রক্তপিপাসু দস্যু।

ভগহান বললেন, এর জন্য তোমাদের অভিশাপ কুড়াতে হবে।

তা কুড়োই কুড়োব, কিন্তু তোমাদের অন্তিম সময় উপস্থিত, র‍্যাটক্লিফ বললেন।

হায়রে পমফ্রেটের প্রাসাদ দুর্গ—এতো দুর্গ নয় কারাগার ! রিভার্স বলে উঠলেন। এই কারাগার সম্ভ্রান্তগণের রক্তে রঞ্জিত হবে। এইখানে দ্বিতীয় রিচার্ড নিহত হয়েছিলেন, আর আমরা আজ এখানেই আমাদের নিষ্পাপ রক্ত ঢেলে দিচ্ছি।

মার্গারেটের অভিশাপ আমাদের মস্তকে পতিত হল! রিচার্ড যখন মার্গারেটের পুত্রকে হত্যা করেন, তখন আমরা ছিলাম সেখানে হাজির। সেই অপরাধে আজ আমরা দণ্ড পাব, গ্রে বললেন।

রিভার্স বললেন, সেকথা মনে আছে বই কি গ্রে। তিনি রিচার্ডকে অভিশাপ দিলেন, বাকিংহাম, হেস্টিংস—সবাইকে অভিশাপ দিলেন। তাঁর যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল, তা বুঝি পৌঁছেছিল ঈশ্বরের কানে। আজ আমাদের প্রার্থনা কি শুনবে তুমি ঈশ্বর! ঈশ্বর, আমরা তো আমাদের রক্ত ঝরিয়ে দেব!

র‍্যাটক্লিফ তাড়া দিলেন, জলদি কর। মৃত্যুর ক্ষণ আসন্ন হয়ে এল।

রিভার্স সঙ্গীদের ডেকে বললেন, এস গ্রে, এস ভগহান, এস এস আমরা আলিঙ্গন করি! আবার স্বর্গে দেখা হবে।

র‍্যাটক্লিফ তাঁদের নিয়ে চলে গেলেন।

॥ চার ॥

লণ্ডনের কুখ্যাত টাওয়ারে বসেছে পরামর্শ বৈঠক।

বাকিংহাম, স্ট্যানলে, হেস্টিংস, এলাইক, যাজক এবং আরো অনেককে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা একটি বড় টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসেছেন।

হেস্টিংসই প্রথম কথা বললেন, সম্ভ্রান্তগণ, আমরা অভিষেকের কথা আলোচনা করতেই এখানে এসেছি। কখন অভিষেক হবে বলুন?

বাকিংহাম শুধালেন, সব ঠিক তো?

হাঁ, এখন শুভদিনটির নির্বাচন হলেই হয়, স্ট্যানলে উত্তর দিলেন।

যাজক বললেন, কাল শুভ দিন।

কিন্তু রাজার-অভিভাবকের ইচ্ছা কে জানে ?

তাঁর ইচ্ছা কি তাও জানা যাবে।

হেষ্টিংস, আপনি তো তাঁর প্রিয়পাত্র, আপনি জানুন; বাকিংহাম বললেন।

আমাকে তিনি ভালবাসেন বটে, কিন্তু আমি অভিষেক সম্বন্ধে তাঁর কি ইচ্ছা কিছুই জানি নে, হেষ্টিংস বললেন। আমি জিজ্ঞেস ও করিনি।

ঐ তো ডিউক আসছেন। বিশপ বললেন।

রিচার্ড এসে প্রবেশ করলেন। তিনি এসেই বললেন,

এই যে, এই যে সবাই আছেন, আপনাদের সুপ্রভাত জানাই! বহুক্ষণ ঘুমিয়েছি; কিন্তু আশা করি আমার অনুপস্থিতিতে কোন ক্ষতি হয় নি।

বাকিংহাম বললেন, এই মাত্র লর্ড হেষ্টিংস অভিষেকের কথা তুললেন।

রিচার্ড এবার বাকিংহামকে জনান্তিকে বললেন, ক্যাটস্‌বী হেষ্টিংসকে রিচার্ডের অভিসন্ধির কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি একান্ত রাজভক্ত। এই সম্পর্কেই কথা আছে। অন্য সবাই আলাপ করছেন, এই সুযোগে তাঁরা দুজনে অন্তরালে গিয়ে আবার ফিরে এলেন।

রিচার্ড এসেই বললেন, যারা আমার মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের কি দণ্ড বলুন!

হেষ্টিংস উত্তর দিলেন, তাদের দণ্ড মৃত্যু।

তাহলে আপনারা তাদের কীর্তি চোখ মেলে দেখুন। তারা যাদুবিদ্যায় আমার হাতখানা শুষ্ক করে দিয়েছে। ঐ যে এডওয়ার্ডের স্ত্রী, ঐ ডাইনীরই কীর্তি। তারই জন্যে আমার এই দশা।

মধ্যযুগে ডাকিনীদের ভীতি তো সর্বত্র প্রচলিত। সেই প্রচলিত সংস্কারের সুযোগ নিতে চাইলেন কৌশলী রিচার্ড। শীর্ণ হাতখানি দেখালেন।

তিনি বললেন, জাত্নকর শোরের সঙ্গে ঐ রাণীর অবৈধ সম্বন্ধ। তাদের মন্ত্রেই আমার এই দশা।

হেষ্টিংস বললেন, তারা যদি একাজ করে থাকে—

যদি?—উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রিচার্ড—তুমি লর্ড হেষ্টিংস তাদের রক্ষক—তুমি তো 'যদি' বলবেই। তুমি বিশ্বাসঘাতক। কে আছ, ওকে কোতল কর! ওর মাথা উড়িয়ে দাও, আমি ওর ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই। নইলে আমি খাদ্য স্পর্শ করব না। র‍্যাটক্লিফ, লভেল, তোমাদের উপর এ ভার রইল।

রিচার্ডের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, তিনি ছুটে চলে গেলেন। আর সবাই তাঁর সঙ্গে গেলেন! শুধু রইলেন হেষ্টিংস, লভেল ও র‍্যাটক্লিফ।

হেষ্টিংস বলে উঠলেন, আমার জন্যে কেঁদো না। এ তো আমার দুঃখ নয়, এ ইংলণ্ডের দুঃখ। স্ট্যানলে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শুকরের দাঁতে তিনি ছিন্নভিন্ন। আমি তাঁকে উপহাস করেছিলাম, পালাতে চাইনি। আজ আমার অশ্ব তিনবার হোঁচট খেল, সে টাওয়ারের দিকে আসতে চাইলো না। মার্গারেট, মার্গারেট! তোমার ঐ প্রচণ্ড অভিশাপ এই হতভাগ্য হেষ্টিংসের উপরই আপতিত হল।

র‍্যাটক্লিফ বললেন, আর দেরী কেন, চল! ডিউক মধ্যাহ্নভোজে বসবেন।

মানুষের ক্ষণিকের দয়া আমরা ভিক্ষা করি, ঈশ্বরের দয়া তো করি নে। যে মানুষের দয়া চায়, মাস্তলের উপর মাতাল নাবিকের মতোই তার দশা! প্রতি মুহূর্তে সমুদ্রের অতলগর্ভে পতনেরই তার ভয়। হেষ্টিংস আপন মনে বললেন।

চল, চল! এখন চিৎকার করে লাভ নেই, লভেল বললে।

হেষ্টিংস তবু থামেন না, বলে উঠলেন, রক্তলিপ্সু রিচার্ড! দুঃখিনী ইংলণ্ড! আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি, তোমার ঘোর দুর্দিন আগত। চল, আমাকে নিয়ে চল? আমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে যাও। যারা শীঘ্রই মৃত্যুকে বরণ করবে, তারা আমার ঐ মুণ্ড দেখে হাসুক! চল, চল!

র‍্যাটক্লিফ ও লভেল হেস্টিংসকে নিয়ে চলে গেল, রিচার্ডের সিংহাসনের পথের আর একটি কণ্টক দূর হল।

॥ পাঁচ ॥

টাওয়ারের প্রাচীরের উপরে রিচার্ড আর বাকিংহামকে দেখা গেল, ওদের পরনে বর্ম। অস্ত্রেও তাঁরা সুসজ্জিত।

রিচার্ড বললেন, এস, এস ভাই। তুমি কি ভয় পেয়েছ?

আমি ট্রাজেডির অভিনেতাকে নকল করতে পারি। চারিদিকে সন্দেহ-সংশয় দেখছি। কিন্তু ক্যাটস্‌বী কোথায়? সে কি চলে গেছে? বাকিংহাম সংশয়ে আকুল হয়ে বললো।

রিচার্ড হাসলেন, সে এল বলে। ঐ দেখ পৌর-প্রধানকে নিয়ে আসছে।

পৌর-প্রধান এবং ক্যাটস্‌বী এসে ঢুকলেন!

বাকিংহাম বললেন, মেয়র—

রিচার্ড বলে উঠলেন, ঐ সেতুটা দেখো!

হঠাৎ দামামার শব্দ ভেসে এল।

রিচার্ড বলে উঠলেন, শত্রু, আমাদের শত্রু! আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও বাকিংহাম।

ঘুরে দাঁড়ালেন বাকিংহাম, আমাদের পক্ষে আছেন ঈশ্বর।

রিচার্ড দেখছেন, এবার তিনি হেসে বললেন, ভয় নেই, ওরা বন্ধু।

লভেল আর র‍্যাটক্লিফ হেস্টিংসের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে প্রবেশ করল। লভেল ছিন্নমুণ্ড দেখিয়ে বললেন, এই সেই বিশ্বাসঘাতকের ছিন্নমুণ্ড! এই সেই দুরাত্মা হেস্টিংস!

রিচার্ড হেস্টিংসের ছিন্নমুণ্ড দেখে বললেন, আমি ওকে ভালবাসতাম। আমি তাই কাঁদব। আমি ওকে নিষ্পাপ বলে জানতাম। ও ছিল

আমার কাছে ধর্ম্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টান। ওর কাছে তাই আমি হৃদয়ের গোপন কথা জানাতাম।

ও ছিল আত্মগোপনকারী, ও ছিল বিশ্বাসঘাতক! বাকিংহাম বলে উঠলেন।

ও আজ এই পরামর্শ বৈঠকে আমাকে আর গ্লষ্টারের ডিউককে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিল।

তাই নাকি? পৌর-প্রধান বিস্মিত হয়ে বললেন।

হাঁ, তাই। রিচার্ড দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন। নইলে কি আমরা তুর্ক,—যে সামান্য কারণে কোতল করব? ইংলণ্ডের নিরাপত্তার জন্যই একাজ আমাদের করতে হয়েছে।

মেয়র বললেন, আমরা নাগরিকদের একথা জানাব।

হাঁ, সেইজন্যই তো আমরা আপনাকে ডেকে এনেছি। আমরা পৃথিবীর নিন্দার ভাগী হতে চাইনে।

বাকিংহাম বললেন, আপনি এবার আসুন পৌর-প্রধান।

পৌর-প্রধান প্রস্থান করলেন।

অমনি রিচার্ড বাকিংহামকে বললেন, বাকিংহাম ভাই, তুমিও যাও। ঐ মেয়র যাচ্ছেন নাগরিকদের কাছে জানাতে হেষ্টিংসের দণ্ডের কথা। সেখানে গিয়ে এডওয়ার্ডের পাপের কথা বল! বল—তার সন্তানদের সিংহাসনে কোনো অধিকার নেই। বল, তার সন্তানেরা জারজ। কিন্তু খুব সাবধানে, আমার মাতা এখনো জীবিতা।

আমি বলব, আমি বক্তা হব। আচ্ছা, আসি! পৌরসভায় কি ফলাফল আপনি জানতে পারবেন।

বাকিংহাম চলে গেলেন।

এবার রিচার্ড লভেল আর ক্যাটস্‌বীকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যাও, গিয়ে ডাক্তার শ আর পাদ্রীকে বেনার্ড প্রাসাদদুর্গে নিয়ে এস।

সবাই ওরা চলে গেল।

রিচার্ড আপন মনে বললেন, এবার ক্লারেন্সের সন্তানদের সরাতে

হবে। রাজকুমারের কাছে কেউ না যেতে পারে তার উপায় ও করতে হবে। যাই!

রিচার্ড চলে গেলেন।

॥ ছয় ॥

লণ্ডনের পথ।

একজন লিপিকার এসে ঢুকল। তার হাতে একখানা লিপি সে পড়ছে আর আপন মনে বলছে, এই লর্ড হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আজ সন্ত পলের গার্জায় এখানি পড়া হবে। আমি এখানা লিখতে এগার ঘণ্টা ব্যয় করেছি। ক্যাটস্‌বী এনে দিলে কাল রাতে। অথচ হেষ্টিংস তখন জীবিত। কে না এই প্রতারণা ধরতে পারে। কিন্তু এমন কে সাহসী আছে যে বলবে? দুনিয়াই মন্দ, সব কিছুই ধ্বংস হবে।

সে চলে গেল।

॥ সাত ॥

বেনার্ড প্রাসাদদুর্গের কক্ষ। রিচার্ড আর বাকিংহাম আলাপ করছেন।

রিচার্ড শুধালেন, নাগরিকেরা কি বললে?

তারা নির্বাক, কোন কথা বলেনি, বাকিংহাম উত্তর দিলেন।

তুমি কি এডওয়ার্ডের সন্তানদের জারজত্বের কথা বলেছিলে?

—বলেছিলাম। লেডী লুসীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ফ্রান্সের মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্ক, তাঁর দুর্দমনীয় লোভ, তাঁর অত্যাচার

—কিছুই বাদ দিইনি। তাঁর নিজের জারজত্বের কথাও বলেছি। আপনার পিতার সঙ্গে তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই। তাঁর যখন জন্ম হয়, তখন তিনি ফ্রান্সে। আর আপনার প্রশংসা করেছি শতমুখে। আপনার সম্ভ্রান্ততা, আপনার বিজয়ের কথা, আপনার বুদ্ধি, উদারতা, বিনতি—সব কিছুই ব্যাখান করেছি। তার পর বক্তৃতা শেষ করেছি, তাদের কাছে দেশকে ভালবাসার আহ্বান জানিয়ে জিগির তুলেছি—ঈশ্বর ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা রিচার্ডকে দীর্ঘজীবি করুন।

তারাও জিগির তুলেছিল? উৎসুক হয়ে শুধালেন রিচার্ড।

না, তারা ছিল নির্বাক, বোবা। পাথরের মূর্তির মতো পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। আমি তখন মেয়রকে শুধালাম, এই নীরবতার কারণ কি? তিনি জানালেন, নাগরিকগণ নির্বাকই থাকে। আপনি বলে যান। তারপরে আমি যখন চলে আসছি, তখন বোধ হয় গুটি দশেক মানুষের স্বর ধ্বনি তুলল—রাজা রিচার্ডকে ঈশ্বর রক্ষা করুন। আমিও সেই সুযোগে বললাম, বন্ধুগণ, এই যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠছে, এতো আপনাদের রিচার্ডের প্রতি ভালবাসারই প্রমাণ। তার পরে চলে এলাম।

রিচার্ড বললেন, ওরা কি কথা বলে না?

না প্রভু।

মেয়র আসছেন তো এখানে?

এসে গেছেন। আপনি এবার একটু সাবধান হোন। একখানা বাইবেল হাতে নিন! আর দুজন পাদ্রীকে দু'পাশে রাখুন।

যাই প্রস্তুত হই গে।

হাঁ, যান।

দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

বাকিংহাম বললেন, ঐ যে মেয়র এলেন!

মেয়র, অল্ডারম্যানগণ ও নাগরিকেরা এসে ঢুকলেন। রিচার্ড তার আগেই চলে গেছেন। এর মধ্যে পরিচারক এসে খবর দিলে, রিচার্ড

প্রার্থনা করছেন। নাগরিকদের অপ্রত্যাশিত আগমনে তিনি বিব্রত। বাকিংহাম, মেয়র ও নাগরিকদের বোঝালেন, রিচার্ড ধর্মপ্রাণ, তিনি নিরিবিলি ভালবাসেন। তবু তিনি আবার মেয়রের আগমনের সংবাদ পাঠালেন। এমন সময় দুপাশে দুজন পাদ্রী নিয়ে বাইবেল হাতে করে রিচার্ড এসে দেখা দিলেন। মেয়র অভিভূত—তিনি নাগরিকদের দেখিয়ে বললেন, দেখুন, দুজন পাদ্রী সঙ্গে নিয়ে আসছেন রিচার্ড।

হাঁ, দুপাশে দুই ধর্মের স্তম্ভ, মাঝখানে রাজকুমার, বাকিংহাম গদগদ স্বরে বলে উঠলেন। তিনি চান ঐ ধর্মযাজকেরা তাঁকে পৃথিবীর গর্ব থেকে দূরে রাখুন! প্লান্টাজেনেটদের বংশের গৌরব কুমার আপনি আমাদের ক্ষমা করুন!

রিচার্ড এতক্ষণ যেন তন্ময় হয়েছিলেন পুঁথিতে, এবার মুখ তুলে বললেন, হে সম্ভ্রান্ত-প্রধান, ক্ষমা চাইবার তো প্রয়োজন নেই। মেয়র আমাকে ক্ষমা করুন, ঈশ্বরের সেবা করতে গিয়ে আমার বন্ধুদের বসিয়ে রেখেছি। তারপর কি জন্য আমাকে ডেকেছেন?

মেয়রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সন্দেহ হয়, আমি এমন কোনো অপরাধ করেছি, যা নগরীর নাগরিকদের চোখে অন্যায়। আমায় আপনারা সেই জন্য ভৎর্সনা করতে এসেছেন।

আপনি অপরাধ করেছেন বই কি! এখন আমাদের মিনতি, সে পাপ স্খালন করুন! বাকিংহাম বললেন।

তা না হলে এই খ্রীষ্টের রাজ্যে ঠাই কোথায়! বিশপ বলে উঠলেন।

তাহলে শুনুন আপনার অপরাধ, বাকিংহাম উত্তর দিলেন,—আপনি আপনার সর্বোচ্চ আসন ত্যাগ করেছেন, এই আপনার অপরাধ। আপনি আপনার পিতৃপুরুষের ন্যায়দণ্ড ত্যাগ করেছেন, এই দোষে আপনি দোষী। আপনি আপনার ভাগ্য, আপনার জন্মগত অধিকার, আপনার বংশের রাজ মহিমা বিকিয়ে দিয়েছেন দূষিত বংশের কাছে, এই আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ।

আপনার ঘুমন্ত ভাবনার মৃদু দোলায় আপনি বিভোর, আমরা আপনাকে আমাদের দেশের জন্য জাগাতে এসেছি। এই দ্বীপপুঞ্জ তার প্রকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হতে চায়, তার মুখ তো কলঙ্কে ক্ষত-বিক্ষত, তার রাজবংশ তো আগাছার কলমে কলুষিত, সে তো বিস্মৃতির অতলে ডুবতে বসেছে। আমরা তারই আরোগ্যের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি! শুধু অছি হয়ে থাকলে চলবে না, আপনাকে হ'তে হবে চালক। রক্তের দাবি আপনার আছে, জন্মগত অধিকার আছে। আমরা নাগরিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখেছি, তাদেরই অনুরোধে আমরা আপনার কাছে এসেছি প্রার্থনা জানাতে। আপনি এ রাজ্যের বলগা ধারণ করুন।

রিচার্ড তো এই চান, এই তো তাঁর ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু তবু তিনি বাইরে তা প্রকাশ করবেন কেন? তাই বললেন,

জানি না কি বলবো! আপনারা নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে যাবেন কি না, না আপনাদের তীক্ষ্ণ, তীব্র ভৎর্সনা করব? আপনাদের এই প্রার্থনার যদি জবাব না দিই, আপনারা হয় তো ভাববেন, এ নীরব আকাঙ্খার কারসাজি,—সে তো রাজ্যের এই সোনার-জোয়াল কাঁধে নিতেই রাজী। যদি ভৎর্সনা করি, আপনাদের এই শ্রদ্ধার আবেদন —তাহলে বন্ধুদেরই অগ্রাহ্য করা হবে। তাই আমাকে কিছু বলতে হবে, আর তাতে আমার প্রথম দোষ স্খালিত হবে, আর তা' হলে আমি দ্বিতীয় অপরাধে অপরাধী হব না। আপনাদের উত্তর আমি নিশ্চয়ই দেব। আপনাদের ভালবাসা আমার ধন্যবাদের বস্তু। কিন্তু আমার এই কথা,—আপনাদের ঐ অনুরোধের আমি কি যোগ্য? যদি আমার রাজমুকুটের পথে বাধাও না থাকে—যদি সে আমার জন্মগত অধিকারও হয়, আমার মনের দারিদ্র্য তো অপরিসীম, আমার দোষও বহু। তাতেই আমি এই মহিমা থেকে লুকিয়ে থাকতে চাই। আমার তরণী ক্ষুদ্র, বিশাল সমুদ্রে তো সে যাবে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজনে আমি

আপনাদের সাহায্য করব। রাজবৃক্ষ তার ফল রেখে গেছে, আর সময়ে সে ফল পাকবে—তখন রাজমহিমার প্রতীক হবে। আমরাও সুখে থাকব।

বাকিংহাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তিনি আর রিচার্ডই এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছেন। তবু তিনি বাইরে তা কাউকে জানতে দিতে চান না। তাই যুক্তি প্রয়োগ করলেন। তিনি বললেন, এ আপনার বিবেকের যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তি তো টেকে না। আমরা সবদিক বিবেচনা করে দেখেছি। আপনি বলেন, এডওয়ার্ড আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরাও সেকথা বলি। আমরা সবদিক বিবেচনা করে দেখেছি। কিন্তু রাজা এডওয়ার্ডের স্ত্রী তো কুমার এডওয়ার্ডকে জন্ম দেন নি। আপনার মা তার জীবন্ত সাক্ষী। তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন ফ্রান্সের রাজকুমারীকে, কিন্তু সে বিবাহ তো ঘৃণিত দ্বিতীয় বিবাহ। এবং সেই বেআইনী বিবাহে এডওয়ার্ডের জন্ম। আমরা ভদ্র বলেই তাকে কুমার বলে ডাকি। নইলে তীব্র ভাবেও তো তার এই জন্মবৃত্তান্তের ব্যাখ্যা চলতে পারে। যাই হোক, আপনি এ রাজমহিমা গ্রহণ করুন। এতো আমাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ, এই দেশের পক্ষে আশীর্ব্বাদ।

মেয়রও বাকিংহামের কথায় সায় দিলেন, বললেন, নাগরিকগণের এ মিনতি!

বাকিংহাম আবার বললেন, আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না, এ আমাদের ভালবাসার আবেদন।

রিচার্ড পুলকিত, কিন্তু মুখে বললেন, হায়, আমাকে কেন এ দুশ্চিন্তার ভার আপনারা চাপাতে চাইছেন? আমি এই রাজমহিমার যোগ্য নই। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি এ রাজপদ গ্রহণ করতে পারি না, আপনাদের ইচ্ছায়ও আমি সায় দিতে পারি নে।

যদি প্রত্যাখ্যান করেন, বাকিংহাম বললেন, আমরা আপনার নারী-স্বভাবই এর কারণ বলে মনে করব। আর একটা কথা শুনে রাখুন গলস্টার, যদি আপনি প্রত্যাখ্যানও করেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র

কখনো সিংহাসন পাবেন না। আমরা আর কাউকে সিংহাসনে বসাব। আপনাদের বংশের পতন হবে। আমাদের এই মত। নাগরিকগণ আপনারা চলে আসুন! আর আমরা অনুরোধ করব না।

রিচার্ড বললেন, না, না, বাকিংহাম, তা হয় না!

বাকিংহাম, মেয়র ও নাগরিকেরা চলে গেলেন।

ক্যাটস্‌বী বললে, ওদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন, যদি প্রত্যাখ্যান করেন তো দেশের সর্বনাশ হবে।

রিচার্ড বলে উঠলেন, আমার উপরে কি দুশ্চিন্তার ভার চাপাতে চাইছ? বেশ তাই হোক! ওদের ডাক! আমি পাথর নই! তোমাদের অনুরোধে আমি গলে যাব। কিন্তু সে তো আমার আত্মার বিরুদ্ধে। বিবেকের বিরুদ্ধে।

ক্যাটস্‌বী অন্তরালে চলে গেল, কিছুক্ষণ পরেই ক্যাটস্‌বীর সঙ্গে আবার বাকিংহাম, মেয়র ও নাগরিকেরা এসে প্রবেশ করলেন।

রিচার্ড তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার পিঠে যখন মহিমা আপনারা বেঁধে দিতে চান, তাই হোক!

মেয়র এগিয়ে এসে বললেন, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন!

বাকিংহাম জানালেন, কাল অভিষেক হবে। আজ আমি আপনাকে অভিবাদন করছি। রাজা রিচার্ড দীর্ঘজীবি হোন!

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

সংযোগস্থল লণ্ডন। টাওয়ারের সম্মুখভাগ।

রাণী এলিজাবেথ, ডাচেস্, ডরসেট একটি দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন; অন্য দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন,—রাণী য়্যান, লেডী মার্গারেট। লেডী-মার্গারেট ক্লারেন্সের তরুণী কন্যা।

বৃদ্ধা ডাচেস মার্গারেটকে আসতে দেখে বললেন, আরে কে এল? এযে আমার নাতনী! সঙ্গে গ্লস্টারের ডাচেস্ য়্যান। কুশল তো য়্যান?

হাঁ, উত্তর দিলেন য়্যান। তিনি এখন রিচার্ডের পত্নী। আপনাদের কুশল তো?

রাণী এলিজাবেথ বললেন, হাঁ, কুশল। কোথায় যাবে।

টাওয়ার থেকে দূরে নয়। আপনারাও নিশ্চয়ই কুমারকে সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন।

হাঁ, এস বোন, একসঙ্গে আমরা প্রবেশ করি। ঐ টাওয়ারের অধ্যক্ষ আসছেন।

অধ্যক্ষ ব্রাকেনবেরী এসে প্রবেশ করলেন। রাণী এলিজাবেথ শুধালেন, অধ্যক্ষ, কেমন আছেন কুমার? আর আমার পুত্র ইয়র্কের ডিউক?

ভাল। কিন্তু আমি তো আপনাদের প্রবেশ করতে দিতে পারি না, অধ্যক্ষ বললে,—রাজার নিষেধ।

সবাই বিস্মিত। রাজা কে? ইংলণ্ডের সিংহাসন তো এখন শূন্য।

রাণী নীরবতা ভঙ্গ করে সকলের বিস্ময় ব্যক্ত করলেন—রাজা ? রাজা কে ?

আমি ক্ষমা চাই—যিনি আজ রাজা তিনি কয়েক মুহূর্ত আগে এ রাজ্যের অভিভাবক ছিলেন।

ঈশ্বর, ঈশ্বর!—রাণী চিৎকার করে উঠলেন, তুমি এ পদ থেকে তাঁকে রক্ষা কর ? আমি মা—আমাকে কে প্রবেশে বাধা দেবে ?

আর আমি তাদের পিতার মাতা, বৃদ্ধা ডাচেস বললেন, আমাকেই বা কে বাধা দেবে ? আমি তাদের দেখতে যাব।

আর আমি তাদের পিতৃব্যপত্নী, আমিও ভালবাসায় তাদের মায়েরই সমান, য়্যান বললেন, আমাকেই বা কে বাধা দেবে ? তাদের কাছে আমাকে নিয়ে চল!

অধ্যক্ষ মাথা নাড়লে, সে চলে গেল।

এমন সময় প্রবেশ করলেন লর্ড স্ট্যানলে।

তিনি এসেই য়্যানকে বললেন, ভদ্রে! আপনাকে এখান থেকে সোজা ওয়েষ্টমিনিষ্টারের য়্যাবিতে যেতে হবে, সেখানে আপনি রিচার্ডের মহারাণী হিসেবে অভিষিক্ত হবেন।

রাণী এলিজাবেথ আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, কেউ আমার পোষাকের লেসের বাঁধনটা কেটে দাও! আমার বক্ষ-স্পন্দন আবার শুনি। নইলে তো মূর্চ্ছা যাব! এ কি নিদারুণ সংবাদ!

একি ঘৃণিত সংবাদ, অশুভ খবর! য়্যান বলে উঠলেন।

ডরসেট সান্ত্বনা দিতে গেলেন তাঁর মা রাণী এলিজাবেথকে, মা, শান্ত হও! মা-মা!

ওরে ডরসেট, আমার সঙ্গে কথা বলিস নে, এখান থেকে চলে যা! রাণী এলিজাবেথ বলে উঠলেন। মৃত্যু আর ধ্বংস তোর পিছে পিছে ফিরছে। তোর মার নাম তো শিশুদের পক্ষে অশুভ নাম। যদি মৃত্যুকে এড়াতে চাস, সমুদ্র পার হয়ে চলে যা! যা, চলে যা—এই

কষাইখানা থেকে চলে যা! নইলে তুই তো মৃতের সংখ্যাই বাড়াবি মার্গারেটের অভিশাপে বন্দী হয়ে আমাকে মরতে হবে।

স্ট্যানলে বললেন, মহারাণী, আপনার এ সুযুক্তিই বটে। আপনি চলে যান কুমার, বিলম্ব করবেন না! মহারাণা, আপনিও আসুন।

য়্যান আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, সবাই চলে যাবে, আমি পড়ে থাকব অসহায় হয়ে। সোনার মুকুট আমার মাথায় উঠবে, কিন্তু সে যেন অগ্নিময়ী উত্তপ্ত ইস্পাত হয়েই ওঠে, আমার মনও যেন সে ছিঁড়ে খুড়ে দেয়! যেন মৃত্যুর বিষে আমি চর্চ্চিত হই এবং মহারাণী দীর্ঘজীবী হোন,—একথা মানুষ বলার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

ওরে হতভাগী, তোর মহিমায় তো আমি ঈর্ষা করিনে, রাণী এলিজাবেথ বললেন। যাও, তুমি চলে যাও!

য়্যান বলে উঠলেন, আমার স্বামীর রক্তস্নাত হয়ে যখন ও এল, আমি ওকে বললাম, তুমি অভিশপ্ত হও! আমি তরুণী, আমাকে তুমি বৃদ্ধা বিধবায় পরিণত করেছ। তোমার বিবাহ হলে দুঃখ হবে তোমার শয্যাসঙ্গিনী। আমি এ অভিশাপ আর একবার উচ্চারণ করবার আগেই ওর মধুর কথায় মুগ্ধ হলাম। নিজেই হলাম অভিশাপের ভাগী। আমার চোখ তো বিশ্রাম পেল না। নিদ্রার সোনালী শিশির তো একটিবারের জন্যও আমার চোখে নেমে এল না, তাছাড়া সে তো আমাকে ঘৃণা করে। শীঘ্রই সে এ বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে।

রাণী এলিজাবেথ বললেন, ওরে হতভাগী—বিদায়! তোমার প্রতি আমার করুণা হয়।

আমারও তো তোমার প্রতি করুণা হয় রাণী।

ডাচেস ডরসেটকে বললেন, তুমি রিচমণ্ডে যাও, ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন!

য়্যানকে বললেন, তুমি যাও রিচার্ডের কাছে, দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন!

রাণীকে বললেন, তুমি যাও মঠে, সেখানে শুভ চিন্তা তোমাকে ঘিরে থাক! আর আমি যাব কবরে, সেখানে শান্তি আর বিশ্রাম আমার প্রতীক্ষায় আছে।

একটু দাঁড়াও, রাণী এলিজাবেথ টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ টাওয়ারের দিকে তাকাও! করুণা হয় না টাওয়ার, তোমার ঐ পুরানো পাথরে তুমি ঘিরে রাখ শিশুদের, ঈর্ষায় তাদের নিক্ষেপ কর কবরে। তুমি তো তাদের কঠোর ধাত্রী হয়ে দেখা দাও। আমার সন্তানদের একটু ভাল চোখে দেখো ওগো টাওয়ার!'

রাণী বলছেন, সবাই শুনছে, এর মধ্যে দৃশ্য পরিবর্তিত হল।

॥ দুই ॥

রাজপ্রাসাদ। রাজ দরবারগৃহ।

রিচার্ড অভিষিক্ত হয়ে ফিরলেন, মাথায় তাঁর মুকুট। সঙ্গে বাকিংহাম, ক্যাটস্‌বী ও অন্যান্য সভাসদগণ।

রাজা রিচার্ড সিঁড়ি বেয়ে সিংহাসনে এসে বসলেন। তিনি বাকিংহামকে সম্ভাষণ করে বললেন,

ভাই বাকিংহাম, আমাকে তোমার হাত দাও। তোমারই পরামর্শে, তোমারই সাহায্যে রিচার্ড আজ রাজা। কিন্তু এই যে মহিমা—একি ক্ষণিকের—না স্থায়ী?

না, না, এ স্থায়ী—যেন চিরস্থায়ী হয়, এই আমার কামনা! বাকিংহাম বললেন।

এবার আমাকে দেখতে হবে, তোমরা খাঁটি সোনা কি না!

তরুণ এডওয়ার্ড এখনো জীবিত। রিচার্ড হঠাৎ বলে উঠলেন!

প্রভু? বাকিংহাম শুধালেন।

বাকিংহাম, আমি কি রাজপদে থাকব—টিঁকে থাকব?

আপনি তো আছেনই প্রভু।

আছি—আমি রাজা আছি? অথচ এডওয়ার্ডও জীবিত। হায়রে নিয়তি, এডওয়ার্ডকে জীবিত থাকতে হবে! আর আমি থাকব রাজা? ভাই বাকিংহাম, তুমি তো এমন নির্ব্বোধ ছিলে না! আমি কি আরও সাদা কথায় বলব? আমি চাই ঐ কুমারদের মৃত্যু হোক! চাই, আকস্মিক মৃত্যুই তাদের হোক। কি বল তুমি? চট করে বল? সংক্ষেপে বল।

প্রভু, আপনার আকাঙ্খা আপনি পূরণ করতে পারেন, বাকিংহাম বললেন।

বাকিংহাম চক্রী, কিন্তু তিনিও শিউরে উঠলেন।

চুপ, চুপ! তোমরা সবাই যেন তুষার, তোমাদের দয়া তো জমিয়ে দেয়। বল, বল, ওরা যে মরবে, তার সম্মতি কি তোমাদের কাছে মিলেছে? রিচার্ডের ভীষণ কণ্ঠে ঝরে পড়ল।

আমাকে সময় দিন প্রভু। বাকিংহাম এই বলে ধীরে ধীরে অন্তরালে প্রস্থান করলেন।

ক্যাটস্‌বী আপন মনে বললে, রাজা ক্রুদ্ধ।

আমি কার সঙ্গে পরামর্শ করব, দেখছি সব নিরেট নির্বোধের দল! সব অপমান করবার জন্যই প্রস্তুত। না, না, এদের দিয়ে আমার চলবে না বালক!

তিনি তাঁর অনুচরকে ডাকলেন; বালক অনুচর কাছে এল।

এমন কাউকে জান বালক, যাকে সোনা দিয়ে মৃত্যুর মহোৎসবে নামানো যায়? রিচার্ড শুধালেন।

অনুচর উত্তর দিলে, আমি একজন অসন্তুষ্ট মানুষকে জানি, যার উদ্ধত গর্ব তার আর্থিক সামর্থের সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না। স্বর্ণ তো বিশজন বক্তারই সমান, সে তো সব পারে।

নাম কি তার ?

তার নাম টাইরেল।

আমি তাকে একটু-আধটু চিনি। যাও, তাকে এখানে নিয়ে এস! ঐ বাকিংহাম আমার পরামর্শের শরিক হবে না। সে কি অক্লান্ত ভাবে এতদিন আমার সঙ্গে ছুটছিল বলেই আজ হাঁপ ছাড়বার জন্য থেমে পড়েছে ?

এমন সময় স্ট্যানলে এলেন।

কি খবর স্ট্যানলে ?

শুনলাম, ডরসেট রিচমণ্ডে পালিয়ে গেছেন, স্ট্যানলে জানালেন।

ক্যাটস্‌বী ! রাজা ডাকলেন।

প্রভু ?

বাইরে গুজব, আমার স্ত্রী য়্যান পীড়িতা, তিনি মৃত্যুকামী। আর একটা কথা, একজন নীচ কুলোদ্ভবকে খুঁজে বের কর, আমি ক্লারেন্সের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেব। ক্লারেন্সের পুত্র নির্বোধ, তার জন্যে আমার ভয় নেই। শোন, ঘোষণা করে দাও,আমার পত্নী য়্যান অসুস্থা, মুমূর্ষু। যারা আমার ক্ষতি করতে চায়, তাদের আমি বাড়তে দেব না।

ক্যাটস্‌বী চলে গেল, টাইরেলকে নিয়ে অনুচর প্রবেশ করল।

রিচার্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, টাইরেল ?

জেমস্‌ টাইরেল আপনার চির অনুগত ভৃত্য।

তাই কি ?

আমাকে প্রমাণ করাবার সুযোগ দিন মহারাজ।

আমার এক বন্ধুকে হত্যা করতে তোমার সাহস হয় ?

হাঁ, হয় প্রভু, কিন্তু তার চেয়ে আপনার একজোড়া দুষমণকে হত্যা করতে চাই!

বেশ তাই হবে, আমার দুটি পরম শত্রু আছে। তারা আমার বিশ্রামের শত্রু, আমার মধুর নিদ্রাভঙ্গকারী। যাদের কথা বলছি, তারা ঐ টাওয়ারবাসী দুই রাজকুমার!

আমাকে তাঁদের কাছে যাবার উপায় করে দিন, আমি আপনাকে ভীতি থেকে মুক্তি দেব। টাইরেল জানালে!

বাঃ বাঃ! রাজা রিচার্ড বলে উঠলেন, তুমি আমাকে মধুর সঙ্গীত শোনালে টাইরেল! শোন, এদিকে এস টাইরেল। এই পাঞ্জা নাও, চলে যাও। কাজ কতে কর। আমি তোমাকে ভালবাসব, তোমার উপর প্রসাদ বর্ষণ করব।

যথা আজ্ঞা মহারাজ!

আমরা ঘুমোবার আগেই কি তোমার কাছ থেকে সংবাদ পাব টাইরেল?

পাবেন মহারাজ—টাইরেল অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। এমন সময় বাকিংহাম এসে ঢুকলেন।

বাকিংহাম এসেই বললেন, 'প্রভু আমি বিবেচনা করে দেখেছি আপনার দাবী।'

ওকথা থাক বাকিংহাম, রিচার্ড বললেন। জানো, ডরসেট রিচমণ্ডে পলাতক'।

এ সংবাদ শুনেছি মহারাজ।

রাজা রিচার্ড বললেন, স্ট্যানলে সে তোমার পত্নীর পুত্র, তার ভার তোমার উপর।

মহারাজ, এবার আপনার প্রতিশ্রুতির দাবি জানাই—আপনি হারকার্টের আর্লপদ আমাকে দেবেন বলেছিলেন।

রিচার্ড সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, স্ট্যানলে, তোমার পত্নীর উপর নজর রেখো। যদি তিনি রিচমণ্ডে চিঠি লেখেন, তুমি তার জন্যে দায়ী।

আমার দাবী মহারাজ? বাকিংহাম শুধালেন।

আমার ষষ্ঠ হেনরীর কথা মনে পড়ছে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, রিচমণ্ডের আর্ল রাজা হবে। রিচমণ্ড তো তখন বালক।

বাকিংহাম আবার বললেন, আপনার প্রতিশ্রুতি মহারাজ।

রাজা হঠাৎ শুধালেন, এখন ক'টা ?

আপনার প্রতিশ্রুতি ! বাকিংহাম আবার বললেন ।

দেখ, আজ দানের মন আমার নেই ।

আপনি দেবেন কি দেবেন না জানার আমার অভিলাষ ।

চুপ, চুপ ! তুমি আমাকে বড়ই বিরক্ত করছ । আমার মন ভাল নেই ।

সবাই চলে গেলেন, রইলেন শুধু বাকিংহাম । তিনি বললেন, শেষে এই হল ! ঘোর ঘৃণা হল আমার সেবার পুরস্কার ? এরই জন্যে ওকে রাজা করলাম ! যাই, ব্রেকনকে যাই, ভাবি । বাকিংহাম ধীরে ধীরে চলে গেলেন ।

॥ তিন ॥

টাইরেল কাজ শেষ করে এসেছে, কিন্তু সামান্য নাগরিকের মনেও আছে অনুতাপের দংশন, যা রাজা-রাজড়ায় নেই । তাই সে বলছে আপন মনে,

ঐ অভিশপ্ত কাজ শেষ হল, যাদের আমি একাজে লাগিয়ে ছিলাম, সেই হত্যাকারীরাও করুণায় গলে গেল । দুই শিশু স্ফটিক-শুভ্র বাহু দিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাদের অধর আর ওষ্ঠে যেন চারটি রক্তগোলাপ একই বৃন্তে ধরে ফুটেছিল, তারা পরস্পরকে চুম্বন করছিল । তাদের শিয়রে ছিল স্তোত্রের পুঁথি ।

ঘাতক ফরসেট বললে, আমার মন বুঝি ওদের দেখে বদলে গেল ।

কিন্তু শয়তান তো আছে । স্তব্ধ হল ফরসেট, এবার আর এক ঘাতক ডেইটন বললে, আমরা রুদ্ধ করে দিলাম প্রকৃতির এক পরম

সৃষ্টি। দু'জনেই অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ফিরে গেল, কথা তাদের মুখে নেই। আমিও চলে এলাম।

রাজা রিচার্ড হঠাৎ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন।

টাইরেল, তোমার সংবাদে আমি খুশী হব?

টাইরেল উত্তর দিলেন, আপনার আদেশ প্রতিপালনে যদি আপনি খুশী হতে চান—তাহলে আপনি খুশী হোন মহারাজ।

তুমি কি ওদের মৃত্যু দেখেছ, ওদের মৃত দেখেছ?

হাঁ, প্রভু, দেখেছি।

ওদের কবর দিতে দেখেছ টাইরেল?

টাওয়ারের যাজক কবর দিয়েছেন কোথায়। সে-কবর আমি জানি নে।

নৈশভোজনের পর রাজা রিচার্ড বললেন, এস, তুমি তাদের মৃত্যুর বিবরণ আমাকে বলবে। আর ভেবে দেখি, তোমার কি উপকার করতে পারি।

টাইরেল চলে গেল।

সবই তো হোল, রিচার্ড পায়চারী করতে করতে বললেন। ক্লারেন্সের পুত্র আবদ্ধ, তার কন্যাকে নীচবংশে বিবাহ দেব, এডওয়ার্ডের পুত্রেরা আদি পিতা আব্রাহামের মৃত্যু-নিথর ক্রোড়ে শয়ান; আমার পত্নী য়্যান পরলোকে। এখন আমার ভ্রাতার কন্যা এলিজাবেথ আমার লক্ষ্য! রাজশিরোপার উপরে তার নজর! তার কাছে যাব, তাকে আমার চাই।

ক্যাটস্‌বী এমন সময় সংবাদ নিয়ে এল, রাজকুমারী এলিজাবেথ রিচমণ্ডে পালিয়ে গেছেন. বাকিংহামের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুর্দ্ধর্ষ ওয়েলসের মানুষ, তার ক্ষমতা এখন অসীম।

এলিজাবেথ রিচমণ্ডের ডিউকের সঙ্গে মিলিত! রিচার্ড বলে উঠলেন, এযে অশুভ, বাকিংহামের খবরের চেয়ে ঢের ঢের অশুভ। চল, চল, ক্যাটস্‌বী, আমি শুনেছি, বিলম্বই সব অনর্থের মূল। আমি

তো আর বিলাস করব না ! অগ্নিময়ী অভিযান হোক আমার পথ, আমার সৈন্য সংগ্রহ কর ! আমার নিজের মন আমার বর্ম, আমার ঢাল। আমরা বিশ্বাসঘাতকদের অতি শীঘ্র ধ্বংস করব।

॥ চার ॥

প্রাসাদের সম্মুখভাগ। রাণী মার্গারেটকে একা দেখা গেল। তিনি শোক করছেন আপন মনে, প্রতিশোধের জল্পনা করছেন। রাণী এলিজাবেথ এসে ঢুকলেন। তিনি কাঁদছেন তাঁর নিহত পুত্রদের জন্য। ডাচেস ও এলেন, তাঁরও মৃত পুত্র-পৌত্রদের জন্য চোখে জল ঝরছে। সবাই দুঃখে মুহ্যমান, ট্রাজেডীর স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠছে সপ্তমে। রাণা মার্গারেট এবার চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাজা রিচার্ড এসে প্রবেশ করলেন। দামামা বেজে উঠল। রাজা রিচার্ডকে বাধা দিলেন তার মা ডাচেস।

কে আমার অভিযানে বাধা দেয় ? রিচার্ড চিৎকার করে উঠলেন।

যে তোকে টুটি টিপে ধরে বাধা দিতে পারত তোর জীবনকে সেই দেয়, ডাচেস ভীষণ তীব্র স্বরে উত্তর দিলেন।

রাণী মার্গারেট চীৎকার করে উঠলেন, ঐ সোনার শিরোপায় তোমার ললাট ঢেকে রেখেছে; অথবা ওখানে তো যারা শিরোপার অধিকারী, সেই রাজকুমারদের হত্যার অপরাধ খোদিত। আমার দুই পুত্র আর ভ্রাতার শোনিতে কলঙ্কিত। ওরে দুর্বৃত্ত, বল, কোথায় আমার সন্তানেরা ?

ডাচেস্ গর্জে উঠলেন, ওরে বিষাক্ত সরীসৃপ, বল—কোথায় তোর ভ্রাতা ক্লারেন্স ? আর তার পুত্র লর্ড প্লাণ্টাজেনেট !

কোথায় হেষ্টিংস, রিভার্স, ভগহান আর গ্রে ? রাণী এলিজাবেথের তীব্রকণ্ঠে ধ্বনিত হল।

বাজাও, বাজাও—দামামা বাজাও! বাজাও রণভেরী! স্বর্গ যেন ঐ মিথ্যাভাষিণীদের চিৎকার না শোনে, রিচার্ড চিৎকার করে উঠলেন, বাজাও!

দামামা ডিম ডিম করে বেজে উঠল।

রিচার্ড হেসে উঠলেন, হয় ধৈর্য ধর তোমরা, আমাকে অনুনয়-বিনয় কর, নয়তা রণভেরীর সঙ্গে তোমাদের আর্তনাদ আমি ডুবিয়ে দেব।

তুই কি আমার সন্তান? ডাচেস বলে উঠলেন। আমি ধীর হব, সংযত হব, মধুর হব আমার কথায়।

আর সংক্ষিপ্ত হবে মা; আমার তাড়া আছে, রিচার্ড বললেন।

তোর কি খুব তাড়া? ডাচেস বললেন, আমি তো তোর জন্যে বহুদিন প্রতীক্ষা করেছিলাম।

আমি কি অবশেষে তোমাকে সান্ত্বনা দিই নি?

না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তুই পৃথিবীতে এসেছিস, —আমার পৃথিবীকে নরক করে তুলতে। খেয়ালী ছন্নছাড়া ছিল তোর শৈশব, তারপরে ছাত্র জীবন ছিল বন্য দুর্দান্ত, ক্ষ্যাপামিতে ভরা, তারপর এল যৌবনের প্রথম দিন, তুই ছিলি সাহসী, তুই বিপদকে বরণ করতে চাইতি; তার পরে এল পরিণত দিন; সেদিন সব বদলে গেল; তুই হলি গর্বোদ্ধত, তুই হলি কৌশলী আর বিশ্বাসঘাতক। নম্র হলি না ভাবে, কিন্তু হলি ক্ষতিকর, দয়ার আড়ালে ঘৃণার খেলা চলল। আমাকে কখন তুই সান্ত্বনা দিলি রিচার্ড?

যদি আমি তোমার চোখে এমনই, তাহলে আমাকে চলে যেতে দাও! রিচার্ড বললেন। বাজাও, দামামা বাজাও।

না, না, ডাচেস্ বাধা দিলেন, আমার কথা শুনতে হবে।

তমি বড় তিক্ত মা!

তিক্ত হলেও শুনতে হবে, একটি কথা বলব, আর কখনো বলব না।

বল!

হয় তুই মরবি, ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ড তোর উপর আপতিত হবে, নয়তো এই সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে ফিরবি, ডাচেস বলতে লাগলেন, —আমি হয়তো দুঃখে, শোকে, জরায় তার আগেই মরব, তোর মুখও আর দেখতে পাব না। তাই আমার সবচেয়ে প্রচণ্ড অভিশাপ শুনে যা! এই অভিশাপ তোকে ক্লান্তি এনে দেবে। এডওয়ার্ডের সন্তানেরা তোর শত্রুদের পক্ষ নিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। তাদের বিজয় এনে দেবে। এই আমার অভিশাপ, আমার প্রতিশোধ! এই বলে ডাচেস গর্বিত পদক্ষেপে চলে গেলন।

আমার অভিশাপের কারণ আরো বেশি, কিন্তু অভিশাপের মন তো নেই, রাণী এলিজাবেথ বললেন, আমি স্বস্তিবচন আউড়ে বিদায় নিচ্ছি।

না, না, তুমি দাঁড়াও… তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে ভূত-পূর্বা রাণী, রিচার্ড বললেন।

কথা! কি কথা রিচার্ড? আমার তো আর সন্তান নেই, যাদের তুমি হত্যা করতে পার? আমার কন্যারা তো রাণী হবে না, তারা হবে মঠ-বাসিনী সন্ন্যাসিনী—তাদের উপরে আঘাত হেনো না!

রাজা রিচার্ড ধীরে ধীরে তাঁর প্রস্তাব করলেন, রাণী, আপনার কন্যা আছেন, নাম এলিজাবেথ। তিনি ধার্মিকা, সুন্দরী, সৎস্বভাবা।

তার জন্যেই কি তাকে মরতে হবে? রাণী এলিজাবেথ আর্তনাদ করে উঠলেন, না, না, ওকে বেঁচে থাকতে দাও! আমি ওর স্বভাব খারাপ করে দেব, আর সৌন্দর্যকে কলঙ্কিত করে দেব, ওর উপরে আমি কুৎসার কালিমা লেপে দেব, ও যেন এই হত্যার উৎসব থেকে অব্যাহতি পায়।

নিয়তি তো অবশ্যম্ভাবী, রাজা বললেন।

হাঁ, যখন রাজা নিয়তি সৃষ্টি করেন। আমার সন্তানেরা তো সেই সৃষ্টি নিয়তিতে প্রাণ দিলে, রাজার অনুগ্রহ হলে তারা তো সুন্দর জীবন পেতে পারত।

তুমি এমন ভাবে কথা বলছ রাণী এলিজাবেথ, মনে হয় যেন আমিই আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের হত্যা করেছি।

ভ্রাতুষ্পুত্র! হাঁ, তাদের যোগ্য পিতৃব্য তাদের শান্তি, রাজ্য, জীবন—সব অপহরণ করে নিলে! হাঁ, রিচার্ড তুমিই আদেশ দিয়েছ! ঘাতকের খড়্গ ছিল ভোতা, তোমার পাষাণ হৃদয়ে তাতে শান পড়েছিল।

রাণী আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্খী।

আমার মঙ্গলাকাঙ্খী। আমার কি মঙ্গল তা আবিষ্কার করতে হবে।

আপনার সন্তান-সন্ততির মঙ্গল।

কোন ফাঁসির মধ্যে তাদের প্রাণ যাবে—এই তো মঙ্গল?

না, না সম্মানের উত্তুঙ্গে যে মঙ্গল, মহারাজ-মহিমায় সে শুভ নিহিত। রাণী এলিজাবেথ বললেন, বল আমার দুঃখে একটু চাটু কথা শুনি! বল কোন সম্মানে আমার সন্তানদের বিভূষিত করতে চাও।

আমার যা কিছু আছে, রিচার্ড বললেন, আমার সমস্ত সত্তা আমি আপনার সন্তানকে সমর্পণ করব। আপনি তো মনে করেন, আমি আপনার প্রতি অবিচার করেছি, আপনার সেই ক্রুদ্ধ স্মৃতিকে আমি বিস্মৃত করে দেব। আমি ভুলিয়ে দেব আপনার ক্রোধ, আপনার অভিশাপ-মুখী-মন।

সংক্ষেপে বল রিচার্ড, তোমার দয়ার ব্যাখান হয়তো তোমার দয়ার চেয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে. বিদ্রূপ করে উঠলেন রাণী।

আপনি শুনুন, আমি আপনার কন্যাকে আমার আত্মায় ঠাঁই দিয়েছি, তাকে আমি ভালবাসি, রিচার্ড জানালেন। আমি তাঁকে ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বরী করতে চাই।

বল, কে তার রাজা হবে ? রাণী শুধালেন।

আর কে ? যিনি তাঁকে রাণী করবেন, রিচার্ড উত্তর দিলেন।

কে—তুমি ?

হ্যাঁ, আমি—আমিই। আপনি কি মনে করেন মহারাণী ?

কি দিয়ে তাকে প্রণয় জানাবে রিচার্ড ?

সে তো আপনার কাছ থেকে শিখে নেব। আপনি তো তাঁকে চেনেন।

আমার কাছ থেকে শিখবে !

হাঁ, শিখব !

তাহলে যে ঘাতক, তার ভ্রাতাদের হত্যা করেছে, তাদের দিয়ে একজোড়া তাজা রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড পাঠিয়ে দাও তার কাছে, তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন রাণী। শুধু তার উপরে যেন খোদাই থাকে এডওয়ার্ড আর ইয়র্কের নাম। সে দেখে কাঁদবে আর তখন তাকে তার বংশের রক্তমাখা রুমালখানা উপহার দেবে। তার ভ্রাতার রক্তেমাখা রুমালে সে চোখ মুছবে। এতেও যদি সে প্রেমে না পড়ে, তোমার মহিমার আর এক কাহিনী তাকে বলে পাঠিয়ো। বোলো, তার পিতৃব্য ক্লারেন্স, তার মাতুল রিভার্সকে তুমিই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছ। আর তোমারই জন্যে তার পিতৃব্যপত্নী য়্যান চলে গেছেন অকালে।

কিন্তু রিচার্ড নিজের পাপের এই তালিকা শুনেও বিচলিত হলেন না। তিনি অনুনয় করতে লাগলেন। তিনি বললেন, আপনার পুত্র রাজা হল না বটে, কিন্তু কন্যা তো রাণী হবেন। আর পুত্র ডরসেট হবেন মহাপ্রতাপশালী সভাসদ ; বাকিংহামের বিদ্রোহ দমন করা হবে, আর এই মিলনে মানুষের শুভ হবে !

রাণী এলিজাবেথ একথা শুনে তীব্র তিরস্কার করতে লাগলেন।

রাজা রিচার্ড অবশেষে বললেন, তিনি কাকুতি-মিনতি করছেন বটে, কিন্তু তিনি আদেশও দিতে পারেন।

রাণী আর পারলেন না, বলে উঠলেন, শেষে কি শয়তান আমাকে প্রলুব্ধ করবে ?

শয়তান আপনাকে মঙ্গলের জন্যই প্রলুব্ধ করছে, রিচার্ড উত্তর দিলেন।

আমি কি নিজেকে বিস্মৃত হব ?

আপনার স্মৃতি যদি আপনার প্রতি অবিচার করে, তাহলে হবেন বই কি !

আমি কি কন্যাকে তোমার হাতে সঁপে দেব ?

হঁা, দেবেন। আর আপনি হবেন সুখী মাতা।

বেশ, আমি যাই, আমাকে চিঠি লিখো। তার মনের ইচ্ছা আমি তোমাকে জানাব।

আমার প্রেমের বিশ্বস্ত চুম্বন নিয়ে যান, উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন রিচার্ড। বিদায় !

রাণী চলে গেলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে রিচার্ড বললেন, মূর্খ নারী, অব্যবস্থিত চিত্ত, অস্থির মতি নারী !

এমন সময় ক্যাটস্‌বী আর র‍্যাটক্লিফ এল। র‍্যাটক্লিফ জানালে, এক নৌবহর এসে পশ্চিম উপকূলে হানা দিয়েছে, বোধহয় রিচমণ্ড তার সেনাপতি। তারা বাকিংহামের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

নরফোকের ডিউকের কাছে দ্রুত দূত পাঠাও। র‍্যাটক্লিফ, ক্যাটস্‌বী কোথায় ? রাজা রিচার্ড বললেন।

এইযে প্রভু, ক্যাটস্‌বী সুমুখে এসে বললে।

রাজা রিচার্ড বললেন, ডিউকের কাছে যাও, তাঁর যা সামর্থ্য আছে, সেই অনুসারে সৈন্য সজ্জিত করুন ! আমার সঙ্গে তিনি যেন সলিসবেরীর প্রান্তরে সাক্ষাৎ করেন।

ক্যাটস্‌বী চলে গেল, স্টানলে এল।

কি সংবাদ ? রিচার্ড শুধালেন।

রিচমণ্ড এখন সাগরে, অভিযানের জন্য সে প্রস্তুত।

সে ডুবুক, সমুদ্র তাকে গ্রাস করুক ! রিচার্ড বলে উঠলেন।

সে এখন ডরসেট, বাকিংহাম ও কুমারী এলির বন্ধু। ইংলণ্ড তার লক্ষ্য—রাজমুকুটও তার দাবি। স্ট্যানলে বললেন। কূটনীতিজ্ঞ ধুরন্ধর অভিজাত তিনি। দু'দিকেই তাল রেখে চলেছেন।

রিচার্ড চিৎকার করে উঠলেন, কেন, সিংহাসন কি শূন্য ? তরবারি কি উৎক্ষিপ্ত হয় নি। রাজা কি মৃত ? রাজ্য কি শূন্য ? আমরা ইয়র্ক বংশ—আমরা কি বেঁচে নেই ? ইংলণ্ডের রাজা এখন মহান ইয়র্ক বংশ—কেন তাহলে রিচমণ্ড সাগরে ? কেন সে অভিযানে উন্মুখ ? কেন তার এই স্পর্দ্ধা ?

যদি তার লক্ষ্য রাজমুকুট না হয়, তা হলে তো আমি কারণ জানিনে, স্ট্যানলে মন্তব্য করলো।

আর জান না, তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন রিচার্ড, যে ওয়েলসবাসী বিদ্রোহী হলে, তোমরাও বিদ্রোহী হয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে ?

না, না, স্ট্যানলে বলে উঠলেন, আমাকে অবিশ্বাস করবেন না !

তা হলে ঐ শত্রুকে পরাজিত করে দূর করে দেবার কোথায় তোমাদের শক্তি ? কোথায় তোমাদের অনুগত সঙ্গীর দল ? তারা কি উপকূলে ছুটে যায় নি, বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে যায় নি ?

না প্রভু ! আমার বন্ধুরা এখন উত্তরে !

তাহলে তারা তো রিচার্ডের প্রতি অনুরাগহীন বন্ধু ? উত্তরে তারা কি করছে, যখন পশ্চিমেই রয়েছে তাদের রাজার প্রতি কর্তব্য ?

তাদের তো সে আদেশ দেওয়া হয়নি, স্ট্যানলে বললেন। মহারাজ, আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি বন্ধুদের সমবেত করি, তারপর আপনার কাছে আপনার আদেশ অনুসারেই ছুটে আসব।

হাঁ, রিচার্ড ক্রুর হাসি হাসলেন, রিচমণ্ডের সঙ্গে যোগ দিতে যাবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

আমার বন্ধুত্বে সন্দিহান হবেন না মহারাজ, আমি বিশ্বাসঘাতক হব না।

তাহলে যাও, সংগ্রহ কর সৈন্য! কিন্তু তোমার পুত্র জর্জ স্ট্যানলেকে প্রতিভূ রেখে যাবে। যদি তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়—সে থাকবে, নয় তো তার মস্তক প্রতিভূ—শির জামিন।

আপনার যা ইচ্ছা!

স্ট্যানলে চলে গেল, দূত এসে প্রবেশ করল।

দূত এসে রিচার্ডকে অভিবাদন করে জানালে, মহারাজ, ডেভেন-শায়ারের অভিজাত স্যার এডওয়ার্ড, এবং উদ্ধত ধর্মযাজক বিদ্রোহী।

কি? রাজা রিচার্ড বিস্মিত।

আবার আর এক দূত এসে প্রবেশ করল। সে জানালে, প্রভু, কেন্টে প্রজাদল বিদ্রোহী, সম্ভ্রান্তেরা বিদ্রোহী।

তার কথা শেষ না হতেই আর একজন দূত এসে জানাল, বাকিংহামের সেনাবাহিনী—

রাজা ক্ষিপ্তের মতো তাকে আঘাত করে বললন, যাও, দূর হও! তোরা শুধু বিষণ্ন পেঁচক, অমঙ্গল বহন করে আনছিস্! যা-দূর হ! শুভ সংবাদ নিয়ে আসবি!

তৃতীয় দূত আঘাত পেয়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আবার বললে, মহারাজ, আকস্মিক বন্যায় বাকিংহামের সেনাদল বিদ্ধস্ত, তিনি একা কোথায় চলে গেছেন কেউ বলতে পারে না।

রিচার্ড উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, বাঃ এই তো শুভ সংবাদ! নে—এই মুদ্রাধার নে! তোর আঘাতের বেদনার উপশম হোক! ঐ বিশ্বাসঘাতককে ধরে আনবার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তো?

হাঁ প্রভু, তৃতীয় দূত জানালে।

এমন সময় চতুর্থ দূত এসে প্রবেশ করল। সে জানালে, স্যার টমাস লভেল ও ডরসেট বিদ্রোহী। ব্রিটানির প্রজারা বিদ্রোহী। কিন্তু শুভ সংবাদও আছে। ব্রিটানির নৌবহর ঝড়ে বিদ্ধস্ত। রিচমণ্ড

এখন ডরসেটশায়ারে। তিনি তাঁর নৌবহর নিয়ে দূরে চলে গেছেন।

তাহলে চল, সদর্পে চল! রিচার্ড গর্জে উঠলেন। আমরাও সশস্ত্র। বিদেশী শত্রুর সঙ্গে লড়াই না করি, স্বদেশী বিদ্রোহীদের তো পরাস্ত করতে হবে।

ক্যাটস্‌বী এমন সময় ফিরে এল। সে এসে জানালে; প্রভু, বাকিংহাম বন্দী। রিচমণ্ডের আর্ল এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মিলফোর্ডে এসে অবতরণ করেছেন।

সলিসবেরীর দিকে চল! রিচার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। এখানে বসে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে হয়তো রাজপদের এই মহিমাই শেষ হয়ে যাবে। বন্দী বাকিংহামকে নিয়ে চল সলিসবেরীতে। চল, চল!

রিচার্ড ছুটে চলে গেলেন।

রিচার্ডের কূটনীতি এতদিন তাঁকে মহিমার উত্তুঙ্গে ঠেলে তুলে দিয়েছিল, এবার এল তাঁর পতনের সময়। রিচার্ডকে আমরা বীর রূপে দেখিনি, এবার হয়ত তাঁকে বীর রূপেই পাব। শয়তানী আর শক্তিই এতদিন ছিল তাঁর অবলম্বন, এবার তাঁর মহত্ত্ব দেখাবার সময় এল।

॥ পাঁচ ॥

স্ট্যানলের প্রাসাদ। স্যার ক্রিস্টোফার উরসউইককে দেখা গেল।

স্ট্যানলে স্যার ক্রিস্টোফারকে বললেন, স্যার ক্রিস্টোফার রিচমণ্ডের আর্লকে বলবেন, আমার পুত্র প্রতিভূ আছে। যদি আমি বিদ্রোহী হই, তার প্রাণ যাবে। আমি তাই এখন তাঁকে সাহায্য করতে পারছিনে। বলবেন, রাণী তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত। আমার এই পত্রে আমার মনের কথা তিনি জানতে পারবেন।

স্যার উরসউইক পত্র নিয়ে চলে গেলেন।

চতুর্থ অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

সলিসবেরীর প্রান্তর। দৃশ্য উঠল। বাকিংহামকে রক্ষীরা নিয়ে চলেছে বধ্যভূমিতে।

বাকিংহাম বললেন, আমাকে কি রাজা রিচার্ড একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও দেবেন না?

প্রহরীরা জানালে, না!

বাকিংহাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আজ না সন্তের উৎসবের দিন।

প্রহরীরা জানাল, হাঁ।

নিজের পাপের কথা বাকিংহামের মনে পড়ল। তিনি শুধু বললেন, মার্গারেট, তোমার অভিশাপ আমার উপর বর্ষিত হল! তুমি না বলেছিলে, তোমার হৃদয় দুঃখে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

প্রহরী, আমাকে নিয়ে চল। আমার লজ্জার মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াই। অন্যায়ের বদলে অন্যায়ই পেতে হয়, পাপের বদলে পাপ।

বাকিংহাম স্বার্থের জন্য রিচার্ডের সমর্থক হয়েছিলেন। কিন্তু সে স্বার্থ পূর্ণ হল না। রিচার্ড আঘাত হানলেন। বাকিংহাম চললেন বধ্যভূমিতে।

॥ দুই ॥

ট্যামসওয়ার্থের কাছে শিবির। সেখানে রিচমণ্ডের আর্ল ও তাঁর সহযোগীদের দেখা গেল।

রিচমণ্ড তাঁদের সম্বোধন করে বললেন, আমার বন্ধুগণ, আমরা তো অত্যাচারের জোয়ালে ক্ষত-বিক্ষত—আমরা এগিয়ে চলেছি সেই জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিতে। স্ট্যানলে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে পত্র লিখেছেন। ঈশ্বরের নামে আমরা চির-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই এক যুদ্ধেই গৃহযুদ্ধ শেষ করে দিতে চাই।

সবাই সমস্বরে তার কথায় সায় দিলে।

রিচমণ্ড আবার বললেন, সবই শুভ হবে। তাহলে আসুন, ঈশ্বরের নামে আমরা অগ্রসর হই। সত্য যে আশা, তার গতি তো ক্ষিপ্র, সে তো সোয়ালো পাখীর পাখায় উড়ে যায়। সে রাজাকে দেবতা করে, আর নগণ্যকে করে রাজা

॥ তিন ॥

বসওয়ার্থের প্রান্তর। সারি সারি শিবির পড়েছে। রাজা রিচার্ড সম্ভ্রান্তগণসহ প্রবেশ করলেন।

রাজা রিচার্ড অভিজাতদের কাছে বিদ্রোহীদের সৈন্যের হিসাব দিলেন। তিনি উৎফুল্ল। নগণ্য শত্রু, কাল যুদ্ধ, যুদ্ধে জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবী। রিচার্ড ধীরে ধীরে শিবিরের ভিতরে চলে গেলেন।

প্রান্তরের অপর প্রান্তে রিচমণ্ডের তাঁবু পড়েছে। সেখানেও তাঁর হিতৈষীরা আছেন।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এখনি রাত আসবে, আর সেই রাত

পোহালেই যুদ্ধ। রিচমণ্ড তাই সকলকে নিয়ে মন্ত্রণা করবার জন্য ডাকলেন। তাঁর শিবিরে একে একে সবাই প্রবেশ করলেন।

আবার অপর প্রান্তে রাজা রিচার্ডের শিবির দেখা গেল। রাজা রিচার্ড, নরফোকের ডিউক, ক্যাটস্‌বী আর র‍্যাটক্লিফ মন্ত্রণায় রত।

সূর্য কখন অস্ত গেছে, এখন রাত।

রাজা রিচার্ড হঠাৎ শুধালেন, কটা বাজে?

এখন নৈশভোজের সময়। ন'টা বাজে, ক্যাটস্‌বী জানালে।

আজ আর খাব না, আমাকে কাগজ আর কালি এনে দাও! রাজা বললেন, আমার বর্ম আমার তাঁবুতে আছে তো?

হাঁ, প্রভু, ক্যাটস্‌বী জানালে।

রাজা বললেন, নরফোক, আপনারই উপর আজকের শিবির রক্ষার ভার। বিশ্বস্ত প্রহরী বেছে নিন!

যথা আজ্ঞা, নরফোক জানালেন।

কাল আমাদের চাতকের সঙ্গে উঠতে হবে। রাজা বললেন, ক্যাটস্‌বী, স্ট্যানলের সেনাদলে দূত পাঠাও! সে যেন সূর্যোদয়ের আগেই এসে যোগ দেয়, নইলে তার পুত্রের মস্তক লুটিয়ে পড়বে চিররাত্রির অন্ধ গুহায়।

রাজার স্বর নিয়তির মতো ধ্বনিত হল। হয়তো বা শিউরিয়ে উঠলেন মন্ত্রণা বৈঠক। কিন্তু সবাই নির্বাক। কাল চরম নিয়তি এসে দেখা দেবে। স্ট্যানলের পুত্র তো সেই নিয়তিরই বলি।

ক্যাটস্‌বী চলে গেল। রাজা অনুচরকে বললেন, দে, পাত্র ভরে দে মদিরায়। র‍্যাটক্লিফকে বললেন, আমার ঐ সাদা ঘোড়া সাজিয়ে রাখবে, কাল ওরই পিঠে অভিযানে যাব। র‍্যাটক্লিফ আমার অস্ত্রশস্ত্র যেন বেশি ভারী না হয়। কালি-কলম দেওয়া হয়েছে?

হাঁ প্রভু, র‍্যাটক্লিফ জানালে।

আমার প্রহরীদের হুঁশিয়ার থাকতে বলবে। আর মধ্যরাতে শিবিরে এসে আমাকে বর্ম পরিয়ে দেবে। যাও!

সবাই চলে গেল, রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম আসছে, ধীরে ধীরে। শিবিরের কোণে কোণে আলোগুলি নিবে গেল, শুধু একটি জ্বলছে। আঁধারের ভিতরে তার নীলদ্যুতি দেখা যাচ্ছে।

ঘুমন্ত শিবির, ঘুমন্ত মানুষ, ঘুমন্ত রাজা। শুধু জাগে শিবিরের প্রদীপমালা, আর জাগে বাইরে আঁধারে প্রহরীরা। তাদেরও সাড়াশব্দ নেই।

রিচমণ্ডের শিবির। স্ট্যানলে আর রিচমণ্ড এসে প্রবেশ করলেন। স্ট্যানলে বললেন, সৌভাগ্য আর বিজয়লক্ষ্মী তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন!

রিচমণ্ড বললেন, আপনি শান্তি লাভ করুন! আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী কেমন আছেন?

আমি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। আর শোনো, আমি তোমাকে সাহায্য করব, কিন্তু প্রকাশ্যে তো তা হবে না, জর্জ তাহলে প্রাণ দেবে। আসি। সাহসে বুক বাঁধো পুত্র। কাল যুদ্ধ!

রিচমণ্ড মাথা নাড়লেন।

স্ট্যানলে চলে গেলেন, রিচমণ্ড এবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন :—

আমি তো তোমারই প্রতিনিধি,
আমার সৈন্যদলের উপর নিক্ষেপ কর তোমার সদয় দৃষ্টি,
তোমার ক্রোধের অস্ত্র তুলে দাও তাদের হাতে ;
তারা যেন পরস্বাপহারীর শিরস্ত্রাণকে পিষে ফেলতে পারে,
আমরা যেন হই তোমারই ন্যায়দণ্ডের প্রতিনিধি,

বিজয়ে যেন তোমারি স্তুতি গাইতে পারি!
আমাকে রক্ষা কর প্রভু!

রিচমণ্ড ঘুমিয়ে পড়লেন।

মহাকবি এখানে এক অদ্ভুত নাট্য-কৌশল দেখিয়েছেন, যা এ-যুগের চলচ্চিত্রেই সম্ভব। এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চে তা কি করে সম্ভব হোত জানিনে! তবে আমরা যে যুগে বাস করছি, মঞ্চের দুধারে দুই তাঁবু দেখানো অসম্ভব নয়। আলোক-সম্পাতে একটির আর একটির মধ্যে দূরত্বও দেখানো চলতে পারে। একটি তাঁবুতে যখন দৃশ্য অভিনীত হবে, অন্য তাঁবু তখন অন্ধকার।

তবে মনে হয়, এলিজাবেথীয় মঞ্চে কোন কারুকৃত্তির প্রয়োজন হত না। একই দিকে মঞ্চে দুই শিবিরে রিচমণ্ড আর রিচার্ডকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেই বোধ হয় চলত। আর মনে হয়, এখনো সেইটেই করা চলতে পারে। তাতে নাটকের নাটকীয়তায় কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না।

দুই পাশাপাশি তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছেন রাজা রিচার্ড আর রিচমণ্ড। তাঁদের উভয়ের স্বপ্নে এসে দেখা দিচ্ছে আত্মার দল।

রিচার্ড আর রিচমণ্ডের কাছে একযোগে এসে দেখা দিল কুমার হেনরীর আত্মা। ইনি ছিলেন ষষ্ঠ হেনরীর পুত্র। তিনি অভিশাপ দিলেন রিচার্ডকে, আমাকে হত্যা করেছিলি, কাল আমি তোর হৃদয়ের অধিপতি হব। কাল তোর অভিশপ্ত দেহে আমি ভর করব।

রিচমণ্ডকে দিলেন উৎসাহ, আমি কাল তোমার হয়ে লড়ব রিচমণ্ড, তোমার ভয় নেই!

এবার ষষ্ঠ হেনরীর আত্মা এল। তার মুখেও রিচার্ডের জন্য অভিশাপ, রিচমণ্ডের জন্য প্রেরণা। সে বলে গেল, তুমি রাজা হবে রিচমণ্ড!

অভিশপ্ত রিচার্ড গোঙিয়ে উঠলেন নিদ্রায়, রিচমণ্ড হাসছেন।

একজনের কাছে আত্মা এল দুঃস্বপ্ন নিয়ে, আর—একজনের কাছে সুখস্বপ্ন।

আত্মারা আসতে লাগল; আত্মার মিছিল, নির্বাত নিষ্কম্প দীপ-শিখা নীল আলো ছড়ালো আর সেই নীল আলো মেখে আসছে আত্মার দল। একজন চলে যাচ্ছে আর একজন আসছে।

এল ক্লারেন্সের আত্মা। রিচার্ডের জন্য তারও কামনা অভিশাপ, হতাশা, মৃত্যু; আর রিচমণ্ডের জন্য রাজ্যের আশা। ল্যাঙ্কেস্টার বংশের জন্য অত্যাচারিত ইয়র্ক, নিহত ক্লারেন্স করল প্রার্থনা। ধ্বংস হোক ইয়র্কের অভিশপ্ত বংশের অভিশপ্ত রিচার্ড, ধ্বংস হোক! ল্যাঙ্কেস্টারের রিচমণ্ড হোক রাজা!

রিভার্স, ভগহান, গ্রে, হেস্টিংস, সকলেরই আত্মা রিচার্ডকে অভিশাপ দিয়ে চলে গেল, আর রিচমণ্ডকে আশীর্বাদে ভরে দিলে।

টাওয়ারে নিহত ভ্রাতৃষ্পুত্রেরাও এল, তার পর এল মৃতা য়্যান। মৃত্যুর মাধুরী তাঁর আত্মাকে ঘিরে আছে।

রিচার্ড! সে ডাকলে। আমি তোমার হতভাগিনী পত্নী। যে তোমার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম পায়নি, এবার সে এল তোমার নিদ্রাকে দুঃস্বপ্নে ভরে দিতে। কাল রণক্ষেত্রে আমার কথা ভাববে, আর তোমার তরবারী তোমার নিয়তি হবে। হতাশা আর মৃত্যু হবে তোমার নিয়তি।

আবার রিচমণ্ডের কাছে গিয়ে য়্যানের আত্মা বললে, শ্রান্ত আত্মা, ঘুমাও! বিজয়ী হও বীর! তোমার শত্রুর পত্নীর এই তো প্রার্থনা!

এবার য়্যান মিলিয়ে গেল, বাকিংহামের আত্মা এসে প্রবেশ করল। আত্মার স্বর ঝরে পড়ল,

রিচার্ড, আমিই তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলাম, আবার তোমার অত্যাচারী দণ্ডের আঘাতে নিহত হলাম। বাকিংহামের কথা মনে পড়বে তোমার যুদ্ধক্ষেত্রে, তুমি মরবে তোমার পাপের ভীতিতে।

রিচমণ্ডকে সেও আশীর্বাদ করলে।

বাকিংহাম অদৃশ্য হয়ে গেল। নীল আলো মিলিয়ে গেল। আবার আলো-আঁধারি শিবির। একটি নিঃসঙ্গ দীপশিখা জ্বলছে। রাজা রিচার্ড হঠাৎ জেগে উঠলেন।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন। আর এক অশ্ব দাও! আমার ক্ষত বেঁধে দাও! যীশু, আমাকে দয়া কর! না, না, এও স্বপ্ন। ভীরু বিবেকের জল্পনা কি করে আমাকে ছেয়ে ফেলল! ঐ তো প্রদীপ নীল আলো ছড়াচ্ছে। এখন দ্বিপ্রহর রাত্রি। আমার শিহরিত দেহে স্বেদবিন্দু। মনে হল, যাদের হত্যা করেছি, তাদের আত্মা এসে বলে গেল আগামী কালের প্রতিশোধের কথা। রিচার্ডের মাথায় বর্ষিত হল অভিশাপ। কে আসে?

র‍্যাটক্লিফ এসে ঢুকল।

আমি র‍্যাটক্লিফ, মোরগ ডেকেছে দু-দুবার। বন্ধুরা জাগ্রত, তারা অস্ত্রে সুসজ্জিত।

রাজা রিচার্ড বলে উঠলেন, র‍্যাটক্লিফ, আমি এক ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তোমার কি মনে হয়, আমার বন্ধুরা বিশ্বাসী হবে?

তাতে সন্দেহ কি!

কিন্তু আমার যে ভয়—

না, না, আপনি ভীত হবেন না।

রিচার্ডের আত্মাকে আজ রাত্রে ওরা যে ভয় দেখিয়ে গেল, দশসহস্র সৈন্য তো সে ভয় দেখাতে পারত না! আমার সঙ্গে চল, কান পেতে শুনি আমার শিবিরে শিবিরে। দেখি, কেউ আমার বিপক্ষে কি না!

রিচমণ্ডও স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। তবে এ তাঁর সুখস্বপ্ন। তাঁর বন্ধুরা আসতে তিনি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বললেন। এবার তিনি অস্ত্র-সজ্জা করতে আদেশ দিলেন। ল্যাঙ্কেস্টারের বংশধর এবার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন,

হে আমার স্বদেশবাসী, শোন ! রিচার্ড কে ? সে অত্যাচারী, রক্তলিপ্সু পামর। সে ঈশ্বরের শত্রু। যদি তোমরা ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, ঈশ্বর তোমাদের নিজের সৈনিক করে নেবেন। যদি অত্যাচারীর হাত থেকে দেশকে নিষ্কৃতি দিতে পার, তোমরাই শান্তিতে ঘুমোবে। তোমাদের পত্নীরা বিজয়ী স্বামীকে বরণ করে নেবেন। যদি সন্তানদের অত্যাচারীর তরবারীর সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ থেকে অব্যাহতি পাও, তাহলে তোমাদের সন্তানের সন্তানেরাও দীর্ঘ জীবন ভোগ করবে। সৈন্যগণ চল আহবে, চল ঈশ্বরের নামে, আমাদের দাবীর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অত্যাচারী দমনে।

রিচমণ্ডের তাঁবু মিলিয়ে গেল। আবার রিচার্ডের শিবির। রিচার্ড র‍্যাটক্লিফ ও অন্যান্য অনুচরগণকে দেখা গেল।

রাজা রিচার্ড বললেন, রিচমণ্ডের কথা নর্দাম্বারল্যাণ্ড কি বললেন ?

কখনও তিনি অস্ত্রশিক্ষা করেন নি, তিনি অস্ত্র বিদ্যায় অজ্ঞ। র‍্যাটক্লিফ জানালে !

সত্য কথা বলছেন। সারের লর্ড কি বললেন ?

তাঁর মুখেও ঐ এক কথা।

আমাকে তারিখের পঞ্জী দাও তো ? রিচার্ড হঠাৎ বললেন। আজ সূর্য দেখেছ ?

কেউ দেখে নি প্রভু। সবাই বললে,

তাহলে আজ তার আলো দিতেও ঘৃণা। আজ আর সূর্য দেখা দেবে না। আকাশের মুখে ভ্রূকুটি। কিন্তু আমার আর রিচমণ্ডের তো একই দশা। আকাশ আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করবে, আর রিচমণ্ডের প্রতি বিষণ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে।

এমন সময় নরফোক ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করলেন।

অস্ত্রসজ্জা করুন, শত্রু প্রান্তরে অবতীর্ণ।

রিচার্ড অমনি বলে উঠলেন, আমার :অশ্ব সাজাও ! স্ট্যানলেকে খবর দাও ! আমি সেনাদল নিয়ে অবতীর্ণ হব প্রান্তরে ! আমার

সম্মুখভাগে থাকবে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, মধ্যভাগে তীরন্দাজ দল, নরফোক আর সারে অশ্ব আর পদাতিক বাহিনীর নেতা হবেন। কি বলেন নরফোক ?

চমৎকার! আজ আমি শিবিরে এই কাগজখানা কুড়িয়ে পেয়েছি, নরফোক একখানা কাগজ বের করে দিলেন। রাজা পড়লেন,

নরফোক, নরফোক গো
ডাকাবুকো হয়ো না!
অতো বাড় বেড়ো না!

এ শত্রুর কীর্তি। তোমরা এগিয়ে যাও! আমাদের স্বপ্ন যেন আমাদের ভয় না দেখায়, বিবেকের ভীরুতা যেন না আসে। আমাদের শক্তিশালী বাহু হোক আমাদের বিবেক, আমাদের অস্ত্র হোক আইন। চল, চল, সাহসে ভর করে চল! চল ঝাঁপিয়ে পড়ি—যদি স্বর্গ না পাই, তাহলে হাত ধরাধরি করে চল নরকে যাই!

এবার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বললেন,

তোমাদের আর কি বলব? তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যাযাবর, ইতর, বদমায়েস—ওরা নীচ চাষী, ওদের দেশ বমির মতো ওদের জন্ম দিয়েছে ধ্বংসের জন্য। তোমাদের প্রশান্ত ঘুমের ওরা ব্যাঘাত; তোমাদের ভূমি, তোমাদের স্ত্রীদের ওরা ঘৃণা করে। ওদের আমরা এস তাড়িয়ে দিই! ঐ শোন দামামা! যুদ্ধ কর ইংলণ্ডের মানুষ, যুদ্ধ কর!

রাজা রিচার্ড সৈন্যদের মনে করেন তাঁর বিজয় রথের বাহক, যুদ্ধের বলি হিসেবে। রিচমণ্ড যে শান্তির কথা বলেন, সে শান্তির কথা বলেন না রিচার্ড। কিন্তু তবু তাঁর উদাত্ত আহ্বান ব্যর্থ হল না। ইংলণ্ডের মানুষ রাজকীয় অধিকারকে মর্যাদা দেয়; তারা রাজার ঐ আহ্বানে সাড়া দিলে। দামামা বেজে উঠল, অস্ত্রের ঝনৎকার শোনা গেল।

এমন সময় দূত এল স্ট্যানলের কাছ থেকে। রাজা রিচার্ড শুধালেন —কি বললেন স্ট্যানলে? তিনি কি সৈন্য নিয়ে আসবেন?

না, তিনি অস্বীকার করেছেন, দূত জানালে।

তাহলে উড়িয়ে দাও তার পুত্র জর্জের মাথা। কোতল কর!

নরফোক বললেন, কিন্তু শত্রু জলাভূমি পার হয়ে আসছে। যুদ্ধের পরে জর্জের প্রাণদণ্ড দেবেন প্রভু।

বেশ, রিচার্ড বললেন, আমার বক্ষে অনুভব করছি সহস্র বক্ষের স্পন্দন। উড়াও পতাকা, এগিয়ে চল, শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়! বিজয়তো আমাদের। পরাজয় তো শত্রুর নিয়তি।

॥ চার ॥

রণক্ষেত্র। নরফোক সসৈন্যে প্রবেশ করলেন। ক্যাটস্‌বী তাঁর সঙ্গে।

ক্যাটস্‌বী বলে উঠলেন, নরফোক, ঐ দেখুন রাজাকে! তাঁকে উদ্ধার করুন! অমানুষিক পরাক্রম দেখাচ্ছেন রাজা, তাঁর অশ্ব ভূপতিত, তিনি ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন। মৃত্যুর আহবে রিচমণ্ডকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মহারাজকে উদ্ধার করে আনুন, নইলে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।

রাজা রিচার্ড রক্তাক্তবেশে এসে প্রবেশ করলেন। উন্মাদ তিনি, ভয়ংকর তাঁর মূর্তি, চীৎকার করে উঠলেন,

দাও, দাও, একটি অশ্ব দাও! আমার রাজ্যের বিনিময়ে একটি অশ্ব দাও! দাও—দাও!

ক্যাটস্‌বী বললে, প্রভু, রণক্ষেত্র ছেড়ে চলুন, আমি আপনাকে অশ্ব দেব।

কিন্তু আমার জীবন তো এক ছাঁচে ঢেলেছি ক্যাটস্‌বী, রিচার্ড গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, বিপদ তো আমাকে বরণ করতেই হবে। আমার মনে হল আজ রণক্ষেত্রে ছ'জন রিচমণ্ডকে দেখেছি। পাঁচজন

আমার অস্ত্রাঘাতে নিহত, কিন্তু তাকে তো এখনো পাইনি। আমাকে অশ্ব দাও, অশ্ব দাও, আমার রাজ্যের বদলে অশ্ব দাও! আমাকে অশ্ব দাও! রাজা যেমন উন্মাদের মতো এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। রাজার চিৎকার যেন অন্তিম আর্ত্তনাদ।

॥ পাঁচ ॥

রণক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

রিচার্ড আর রিচমণ্ড এসে প্রবেশ করলেন। দু'জনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, রাজা ক্লান্ত শ্রান্ত, বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত, তবু প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। তারপরে রিচার্ড লুটিয়ে পড়লেন রিচমণ্ডের অস্ত্রাঘাতে।

রণদামামা বেজে উঠল, যুদ্ধ শেষ হল। বিজয়ী রিচমণ্ড সৈন্যদলকে সম্বর্ধনা জানালেন, রিচমণ্ডের বন্ধুর দল এলেন, তাঁদের সঙ্গে রাজমুকুট নিয়ে এসে ঢুকলেন স্ট্যানলি, তিনি বললেন,

বীর রিচমণ্ড, তুমি বিজয়ী হয়েছ। অভিশপ্ত হতভাগ্যের মস্তক থেকে খুলে এনেছি অপহৃত রাজমহিমার এই অভিজ্ঞান, তোমার মস্তকে পরিয়ে দিতে চাই। তুমি উপভোগ কর রাজমহিমা আর সেই রাজমহিমার গৌরব বৃদ্ধি কর।

রিচমণ্ড বললেন, হে মহান ঈশ্বর, আপনি শান্তি বর্ষণ করুন! শান্ত হোক রক্তাক্ত পৃথিবী! কিন্তু জর্জ স্ট্যানলে কি জীবিত?

হ্যাঁ সে জীবিত। সে লিস্টারে আছে। মহারাজ, আপনার অভিরুচি হলে আমরা সেখানে যেতে পারি।

যুদ্ধে দুই পক্ষে অভিজাত কারা বলি পড়লেন? রিচমণ্ড শুধালেন।

নরফোক, লর্ড কেয়ার্স, স্যার রবার্ট ব্রাকেনবেরী, এমনি কতগুলি নাম আউড়ে গেলেন স্ট্যানলে।

রিচমণ্ড গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, তাঁদের সসম্মানে যেন কবরস্থ করা হয়। যেসব সৈন্য পলাতক, তাদের আমি ক্ষমা করলাম। আর আমার শপথ, ল্যাঙ্কেস্টার আর ইয়র্ক বংশের আমি মিলন ঘটাব। ইংল্যাণ্ড বহুদিন ক্ষিপ্ত হয়েছিল, ভ্রাতা ভ্রাতার রক্তপাত করছিল, পিতা সন্তানকে হত্যা করছিল—কিন্তু আর তো তা হবে না। রিচমণ্ড আর এলিজাবেথ—দুই রাজবংশের দুই প্রকৃত প্রতিনিধি আজ মিলিত হলেন, তাঁদের বংশধরেরা শান্তি আর সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবেন দেশ এই তাঁদের পণ। গৃহবিবাদের ক্ষত আর হবে না, আবার শান্তি এল। এখানে যেন শান্তি দীর্ঘজীবী হয়—এই আমাদের ঈশ্বরের কাছে কামনা। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

সবাই করজোড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল।

তৃতীয় রিচার্ড-নামা মহানাটক সমাপ্ত হল।